বেন-সিরা

মুখবন্ধ

(১) বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক ও পরবর্তীকালীন নানা লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে বহু ও মহা
শিক্ষাবাণী হস্তান্তরিত হয়েছে; ফলত, তার সুশিক্ষা ও প্রজ্ঞার জন্য ইস্রায়েল উচিত প্রশংসার
পাত্র।
উপরন্তু, এ প্রয়োজন যে, পাঠকেরা কেবল নিজেদের জন্যই সুদক্ষ হওয়ায় ক্ষান্ত হবেন না,
(৫) বরং, একবার সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা বাইরের লোকদের কাছেও বাণীতে ও নানা লেখায়
নিজেদের উপযোগী করবেন। আমার পিতামহ যীশু দীর্ঘদিন ধরে বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক
(১০) ও আমাদের পিতৃপুরুষদের অন্যান্য পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট হয়ে থেকে, এবং সেবিষয়ে অদ্বিতীয়
অধিকার লাভ ক'রে সুশিক্ষা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কিছুটা লিখতে প্রেরণা পেলেন, যেন
সদ্‌জ্ঞান-অন্বেষী মানুষ তাঁর অবদানও গ্রহণ করে বিধান অনুসারে আচরণ করতে আরও সুন্দর
শিক্ষা পেতে পারেন।
(১৫) সুতরাং, আপনারা সদিচ্ছা ও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতে আমন্ত্রিত; ক্ষমা দান করতেও
আমন্ত্রিত, যদি অনুবাদের কাজে আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন স্থানে এমনটি মনে হয়
যে,
(২০) আমরা কয়েকটা বাক্যের প্রকৃত ভাব ফুটিয়ে তোলায় অকৃতকার্য হয়েছি। বস্তুত, যা হিব্রু
ভাষায় লেখা হয়েছিল, অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে তার মূলভাব আর প্রকাশ পায় না। একথা
কেবল এই পুস্তক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বটে, কিন্তু স্বয়ং বিধান-পুস্তক, নবী-পুস্তক
(২৫) ও বাকি পুস্তকগুলিও মূল রচনায় যেমন প্রকাশ পায়, অনুবাদে তেমন সাদৃশ্য আর দেখায় না।
এউয়ের্গেতেস রাজার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে আমি মিশরে এসে ও এখানে বেশ কিছু দিন থেকে,
যখন এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবাণীর একটা অনুলিপি আবিষ্কার করলাম,
(৩০) তখন আমিও এ প্রয়োজন মনে করলাম যে, তার অনুবাদ কাজে আমাকে তৎপরতা ও শ্রমের
সঙ্গে রত থাকতে হবে। আর এই সমস্ত কাল ধরে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ
দেবার পর আমি এই পুস্তক সম্পন্ন করেছি, এবং তাঁদেরই জন্য তা প্রকাশ করতে যাচ্ছি,
বিদেশে বাসিন্দা হয়ে যাঁরা সুশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছা করেন,
(৩৫) যেন বিধান অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য নিজেদের আচার-আচরণ সংস্কার করতে
পারেন।

প্রজ্ঞা রহস্যময়

১ সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত,
সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান।
২ সমুদ্রের বালুকণা, বৃষ্টির জলবিন্দু,
সবযুগের দিনগুলি,—এইসব কেইবা গুনতে পারবে?

৩ আকাশের উচ্চতা, পৃথিবীর বিস্তার,
গহ্বরের গভীরতা, —কেইবা সেখানে গিয়ে এইসব আবিষ্কার করতে পারবে?
৪ প্রজ্ঞা নিখিলের আগেই সৃষ্ট হল,
উদ্বুদ্ধ সদ্বিবেচনা অনাদিকাল থেকেই বিরাজিত।
৬ কার্ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল?
কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে?
৮ প্রজ্ঞাবান, মহাভয়ঙ্কর, সিংহাসনে আসীন একজনমাত্র আছেন;
৯ সেই প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন,
তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন,
তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
১০ আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর,
যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

প্রভুভয়

১১ প্রভুভয় গৌরব ও গর্বের বিষয়,
সুখ ও পুলকের মুকুট।
১২ প্রভুভয় হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলে,
দান করে সুখ, আনন্দ, দীর্ঘায়ু।
১৩ প্রভুভীরুদের পক্ষে সবকিছুর পরিণাম হবে মঙ্গলকর,
মৃত্যুর দিনে তারা আশিসধন্য হবে।
১৪ প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার সূত্রপাত;
ভক্তদের সঙ্গে মাতৃগর্ভেই তারও সৃষ্টি;
১৫ সে মানুষদের মাঝে চিরন্তন আবাসরূপে আপন নীড় বাঁধল,
বিশ্বস্তভাবে থাকবে তাদের বংশধরদের সঙ্গে।
১৬ প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার পূর্ণতা;
আপন ভক্তদের সে আপন ফলদানে মত্ত করে তোলে;
১৭ তাদের সমস্ত ঘর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে ভরে তুলবে,
আপন ফলদানে পরিপূর্ণ করবে তাদের সমস্ত গোলাঘর।
১৮ প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মুকুট;
সে শান্তি ও সুস্থতা প্রস্ফুটিত করে।
১৯ ঈশ্বর প্রজ্ঞা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন;
তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি বর্ষণ করলেন;
প্রজ্ঞা যাদের অধিকার, তাদের গৌরব উন্নীত করলেন।
২০ প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মূল;
তার শাখা পরমায়ু!

ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ

২২ অন্যায়-ক্রোধ ধর্মসম্মত বলে গণ্য করা যায় না,
কেননা ক্রোধের ভার তার নিজের সর্বনাশ।
২৩ ধৈর্যশীল মানুষ কিছুকালের মত সহ্য করে,
শেষে কিন্তু তার আনন্দ বিস্ফুরিত হবে ;
২৪ কিছুকালের মত সে চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে,
এবং অনেকের ওষ্ঠ তার সুবুদ্ধির কথা বর্ণনা করবে।

প্রজ্ঞা ও ন্যায়-আচরণ

২৫ প্রজ্ঞার ধনভাণ্ডারে রয়েছে শিক্ষামূলক বচন,
কিন্তু পাপীর দৃষ্টিতে ধর্ম ঘৃণ্য বস্তু।
২৬ যদি প্রজ্ঞা ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলি পালন কর :
প্রভু তোমাকে প্রজ্ঞা মঞ্জুর করবেন।
২৭ কেননা প্রভুভয় হল প্রজ্ঞা ও শিক্ষাবাণী,
তিনি বিশ্বস্ততা ও কোমলতায় প্রীত।
২৮ প্রভুভয়ের প্রতি অবাধ্য হয়ো না,
দুমনা হয়ে তার অনুশীলন করো না।
২৯ মানুষের সামনে ভণ্ড হয়ো না,
নিজের ওষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখ।
৩০ নিজেকে উন্নীত করো না, পাছে তোমার পতন ঘটে,
পাছে তুমি নিজে তোমার উপর অসম্মান ডেকে আন।
কেননা প্রভু তোমার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করবেন,
ও গোটা সমাজের সামনে তোমাকে নমিত করবেন,
যেহেতু তুমি প্রভুভয়ের অনুশীলন করনি,
ও তোমার হৃদয় ছলনায় পূর্ণ।

পরীক্ষার দিনে প্রভুভয়

২ সন্তান, প্রভুর সেবাই যদি তোমার গভীর আকাঙ্ক্ষা,
কঠোর পরীক্ষার জন্য তোমার প্রাণ তৈরি কর।
২ তোমার হৃদয় সরল হোক, নিষ্ঠাবান হও,
সঙ্কটের দিনে বিভ্রান্ত হয়ো না।
৩ তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাঁকে ত্যাগ করো না,
তবে তোমার শেষ দিনগুলিতে তুমি উন্নীত হবে।
৪ তোমার যা কিছু ঘটে, তা গ্রহণ করে নাও,
তোমার নিম্নাবস্থার অনিশ্চয়তায় ধৈর্যশীল হও ;
৫ কেননা সোনা আগুনে যাচাই করা হয়,

প্রভুর অনুগৃহীত মানুষও অবমাননার হাপরে পরীক্ষিত হয়।
৬ তুমি তাঁর উপরে আস্থা রাখ, তিনি হবেন তোমার অবলম্বন;
ন্যায়পথ ধরে চল, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখ।
৭ প্রভুভীরু সকল, তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাক,
সরো না, পাছে তোমাদের পতন হয়।
৮ প্রভুভীরু সকল, তাঁর উপর আস্থা রাখ,
তোমাদের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।
৯ প্রভুভীরু সকল, তাঁর শুভদানে প্রত্যাশা রাখ,
চিরন্তন সুখ ও দয়ায় প্রত্যাশা রাখ।
১০ অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ:
প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?
তাঁর ভয়ে নিষ্ঠাবান থেকে কেইবা পরিত্যক্ত হল?
তাঁকে ডেকে কেইবা তাঁর অবহেলার বস্তু হল?
১১ কেননা প্রভু করুণাময় ও দয়াবান,
তিনি পাপমোচন করেন ও ক্লেশের দিনে ত্রাণ করেন।
১২ ধিক্ তাদের, ভীরু যাদের হৃদয়, অলস যাদের হাত!
ধিক্ সেই পাপীকে, দুই পথে যে চলে!
১৩ ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন!
এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।
১৪ ধিক্ তোমাদের, যারা সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলেছ!
যখন প্রভু তোমাদের দেখতে আসবেন, তখন তোমরা কী করবে?
১৫ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে।
১৬ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।
১৭ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে রাখে,
তাঁর সামনে নিজেদের প্রাণ নত করে রাখে।
১৮ তবে এসো, কোন মানুষের কবলে নয়, প্রভুর হাতেই পড়ি,
কারণ তাঁর মহত্ত্ব যেমন, তাঁর দয়াও তেমন।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

৩ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা;
এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
২ কেননা প্রভু সন্তানদের চেয়ে পিতাকেই গৌরবমণ্ডিত করেন;
পুত্রসন্তানদের উপরে মাতার অধিকার সমর্থন করেন।

৩ পিতাকে যে সম্মান করে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ;
৪ মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে।
৫ পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে,
প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।
৬ পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘায়ু হবে ;
প্রভুর প্রতি যে বাধ্য, সে মাতাকে সান্ত্বনা দেয় ;
৭ মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।
৮ কাজে-কথায় তোমার পিতাকে সম্মান কর,
যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে।
৯ কেননা পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের গৃহ সুস্থির করে তোলে,
ও মাতার অভিশাপ তার ভিত উপড়ে ফেলে।
১০ তোমার পিতার অসম্মানে গৌরববোধ করো না,
পিতার অসম্মান তো তোমার পক্ষে গৌরব নয় ;
১১ কেননা একজনের গৌরব নির্ভর করে পিতার সম্মানের উপর,
অগৌরবে পতিতা মাতা সন্তানদের পক্ষে লজ্জাকর।
১২ সন্তান, তোমার পিতার পরিণত বয়সে তাঁর অবলম্বন হও,
তাঁর জীবনকালে তাঁকে দুঃখ দিয়ো না।
১৩ যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাঁকে সহানুভূতি দেখাও,
তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।
১৪ কেননা পিতার প্রতি দয়া-প্রদর্শন কখনও বিস্মৃত হবে না,
তা বরং তোমার পাপের ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে।
১৫ তোমার নিজের ক্লেশের দিনে ঈশ্বর তোমার কথা মনে রাখবেন,
জমাট শিশির যেমন সূর্যতাপে গলে,
তেমনি তোমার সমস্ত পাপ গলে যাবে।
১৬ পিতাকে যে একা ফেলে রাখে, সে ঈশ্বরনিন্দুকের মত,
মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।

বিনম্রতা

১৭ সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে শালীনতা বজায় রাখ,
তবে ঈশ্বরের অনুগৃহীতদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।
১৮ তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে ;
২০ কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান,
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।
২১ তোমার পক্ষে কঠিন বিষয় বুঝতে চেষ্টা করো না,

তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপারও অনুসন্ধান করো না।
[২২] তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাতেই মন দাও,
রহস্যময় বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তোমার প্রয়োজন নেই।
[২৩] যা তোমার সাধ্যের অতীত, তাতে নিজেকে জড়িয়ো না,
তোমাকে যা দেখানো হয়েছে,
তা তো এমনিই মানুষের ধারণ-ক্ষমতার অতীত।
[২৪] অনেকেই তো নিজ ধ্যানধারণার ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছে;
তাদের কুটিল কল্পনা তাদের চিন্তা-ধারণা বিভ্রান্ত করেছে।

গর্ব

[২৬] জেদি হৃদয়ের শেষ পরিণাম হবে অমঙ্গল,
বিপদ যে ভালবাসে, সেই বিপদেই হবে তার বিনাশ।
[২৭] জেদি হৃদয়ের উপর পড়বে নানা সঙ্কটের চাপ;
পাপী মানুষ রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করবে।
[২৮] দর্পী মানুষের দুর্বিপাকের জন্য কোন প্রতিকার নেই,
কারণ তার অন্তরে স্থান পেয়েছে অনিষ্টকর শিকড়।
[২৯] সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;
মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।

সাহায্যদান

[৩০] জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়,
অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।
[৩১] যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, সে তার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাশীল;
হ্যাঁ, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।
৪ [১] সন্তান, দীনহীনকে তার জীবিকা দিতে অস্বীকার করো না,
অভাবী মানুষের চোখ যখন তোমার দিকে নিবদ্ধ, তখন পাষণ্ড হয়ো না।
[২] ক্ষুধার্তকে দুঃখ দিয়ো না,
সঙ্কটে পতিত মানুষকে ক্ষুব্ধ করো না।
[৩] ক্ষুব্ধ হৃদয়কে আলোড়িত করো না,
অভাবীকে তার প্রত্যাশিত দান থেকে বঞ্চিত করো না।
[৪] নিঃস্বের মিনতি ফিরিয়ে দিয়ো না,
দীনহীন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।
[৫] গরিব মানুষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না,
কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, এমন সুযোগ সৃষ্টি করো না,
[৬] কেননা তিক্ততা-ভরা অন্তরে কেউ তোমাকে অভিশাপ দিলে
তার নির্মাতা তার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।

[৭] জনমণ্ডলীর ভালবাসার পাত্র হতে চেষ্টা কর,
মহাব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত কর।
[৮] দীনহীনের প্রতি কান দাও,
তার শান্তি-কামনায় মমতার সঙ্গে উত্তর দাও।
[৯] অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
বিচার-দানে ছোটমনা হয়ো না।
[১০] পিতৃহীনদের কাছে পিতার মত হও,
তাদের মাতার প্রতি স্বামীসুলভ যত্ন দেখাও ;
তবে তুমি পরাৎপরের সন্তানের মত হবে,
তিনি তোমার মাতার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসবেন।

প্রজ্ঞা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে

[১১] প্রজ্ঞা নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করে,
যারা তার অন্বেষণ করে, সে তাদের যত্ন নেয়।
[১২] প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে জীবনকেই ভালবাসে,
যারা তৎপর হয়ে তার সন্ধান করে, তারা আনন্দে পূর্ণ হবে।
[১৩] যে প্রজ্ঞার অধিকারী, সে গৌরবের অধিকারী হবে,
যেইখানে সে যাক না কেন, প্রভু তাকে আশীর্বাদ করেন।
[১৪] যারা প্রজ্ঞার সেবা করে, তারা সেই পবিত্রজনেরই পরিচর্যা করে,
এবং প্রজ্ঞাকে যারা ভালবাসে, প্রভু তাদের ভালবাসেন।
[১৫] যে কেউ প্রজ্ঞার কথায় কান দেয়, সে ন্যায়বিচার সম্পাদন করে,
যে তার প্রতি মনোযোগ দেয়, সে নির্ভয়ে বাস করে।
[১৬] সে যদি প্রজ্ঞায় ভরসা রাখে, উত্তরাধিকার রূপে প্রজ্ঞাই পাবে,
আর তার বংশধরেরা সেই অধিকার রক্ষা করবে ;
[১৭] কেননা, যদিও প্রজ্ঞা আগে তাকে মোচড়ানো পথে চালনা করে,
তার অন্তরে ভয় ও আশঙ্কা সঞ্চার করে,
ও তার সংশোধন দ্বারা তাকে উৎপীড়ন করে
যতদিন না তার উপরে আস্থা রাখতে পারে
ও তার বিধিনিয়ম দ্বারা তাকে পরীক্ষা করে,
[১৮] তবু পরে প্রজ্ঞা তার কাছে সরাসরি ফিরে আসবে, তাকে আনন্দিত করবে,
ও তার আপন রহস্য তার কাছে প্রকাশ করবে।
[১৯] কিন্তু সে যদি ভ্রষ্ট পথে চলে, প্রজ্ঞা তাকে যেতে দেবে,
তার নিজের নিয়তির হাতে তাকে ফেলে রাখবে।

শালীন ব্যবহার ও পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

[২০] অবস্থা-পরিস্থিতি লক্ষ কর, অনিষ্টের বিষয়ে সাবধান থাক,

তোমার নিজের বিষয়েও লজ্জাবোধ করো না।
[২১] কেননা এমন লজ্জা আছে, যা পাপের দিকে চালিত করে,
আবার এমন লজ্জা আছে, যা গৌরব ও অনুগ্রহের নামান্তর।
[২২] নিজের বিষয়ে বেশি কঠোর হয়ো না,
লজ্জা তোমার পতন ঘটাবে, এমনটি হতে দিয়ো না।
[২৩] উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না,
তোমার প্রজ্ঞা লুকিয়ে রেখো না।
[২৪] কেননা কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ,
এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।
[২৫] সত্যের প্রতিবাদ করো না,
বরং তোমার অজ্ঞতা বিষয়ে লজ্জাবোধ কর।
[২৬] তোমার পাপ স্বীকার করতে লজ্জিত হয়ো না,
নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করো না।
[২৭] মূর্খ মানুষের অধীনে নিজেকে বশীভূত করো না,
প্রভাবশালীর পক্ষপাত করো না।
[২৮] সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর,
তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন।
[২৯] কথায় দম্ভ দেখিয়ো না
যখন কর্মে তুমি অলস ও শিথিল!
[৩০] নিজের ঘরে সিংহের মত হয়ো না,
আবার, কর্মচারীদের সামনে ভীরু হয়ো না।
[৩১] তোমার হাত পাবার উদ্দেশ্যে প্রসারিত না হোক,
আবার, ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ে তা রুদ্ধ না হোক।

ধন ও দম্ভ

৫ তোমার ধনসম্পদের উপরে নির্ভর করো না; এই কথাও বলো না,
'স্বনির্ভরশীল হবার জন্য যা দরকার, তা আমার আছে!'
[২] তোমার স্বভাব ও তোমার বলের অনুগামী হয়ো না,
হলে তোমার হৃদয়ের দুর্মতিকে প্রশ্রয় দেবে।
[৩] একথা বলো না, 'আমার উপর কে প্রভুত্ব করবে?'
কারণ প্রভু নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
[৪] একথা বলো না, 'পাপ করেছি, তবু আমার কী অমঙ্গল ঘটল?'
কারণ প্রভু ধৈর্য রাখতে পারেন!
[৫] ক্ষমালাভের বিষয়ে তত নিশ্চিত হয়ো না,
যার ফলে আরও রাশি রাশি পাপ জমাতে থাক।
[৬] একথা বলো না, 'তাঁর করুণা মহান;

তিনি আমার বহু পাপ ক্ষমা করবেন',
কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে,
আর তাঁর রোষ পাপীদের উপর বর্ষিত হবে।
৭ প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না,
দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
কারণ প্রভুর ক্রোধ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে,
তখন, সেই শাস্তির দিনে, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।
৮ অন্যায়-ধনসম্পদের উপর আস্থা রেখো না,
তাতে দুর্বিপাকের দিনে তোমার উপকার হবে না।

প্রজ্ঞাবানের নীতিকথা

৯ গম যে কোন বাতাসে ঝেড়ো না,
যে কোন পথেও পা বাড়িয়ো না,
যেমনটি দু'কথার মানুষ সেই পাপী করে থাকে!
১০ তোমার নিশ্চিত ধারণায় নিষ্ঠাবান হও,
এক কথার মানুষ হও।
১১ শুনতে আগ্রহ দেখাও,
উত্তর দিতে ধীর হও।
১২ কোন বিষয়ে তোমার জানা থাকলে তোমার প্রতিবেশীকে উত্তর দাও ;
জানা না থাকলে মুখে হাত দাও।
১৩ কথনে সম্মানও থাকতে পারে, অসম্মানও থাকতে পারে ;
মানুষের জিহ্বাই তার সর্বনাশ।
১৪ তুমি হয়ো না পরনিন্দুক নামের যোগ্য,
তোমার জিহ্বা দিয়ে ফাঁদ বসিয়ো না,
কারণ লজ্জা যেমন চোরের প্রাপ্য,
কঠোর দন্ড তেমনি মিথ্যাবাদীর মজুরি।
১৫ তুমি ছোট কি বড় ব্যাপারে কারও অপমান করো না,
বন্ধুত্বের বিনিময়ে শত্রুতার পাত্র হয়ো না ;
৬ ১ কারণ দুর্নাম লজ্জা ও ঘৃণা আকর্ষণ করে ;
ঠিক তাই ঘটে দু'কথার মানুষ সেই পাপীর ক্ষেত্রে।
২ নিজের দুর্মতির হাতে নিজেকে তুলে দিয়ো না,
পাছে তা রোষভরা বৃষের মত তোমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ;
৩ তুমি তোমার নিজের পল্লব গ্রাস করবে, নিজের যত ফল বিনষ্ট করবে,
শেষে নিজেকে শুষ্ক কাঠের অবস্থায় ফেলে রাখবে।
৪ উগ্রমেজাজের অধীন যে মানুষ, সেই মেজাজই তার বিনাশ ঘটায়,

তাকে তার শত্রুদের উপহাসের বস্তু করে।

বন্ধুত্ব

৫ মধুর কণ্ঠ বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শালীন কথন শান্তি-কামনা আকর্ষণ করে।
৬ যারা তোমার শান্তি-কামনা করে, তারা অনেকে হোক,
তবু সহস্রজনের মধ্য থেকে একজনমাত্রই হোক তোমার পরামর্শদাতা।
৭ যদি কাউকে তোমার বন্ধু করতে চাও, তাকে যাচাই কর;
সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আস্থা রেখো না।
৮ কেননা এমন কেউ আছে, যে নিজ সুবিধায়ই বন্ধু,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
৯ এমন বন্ধুও আছে, যে শত্রুতে রূপান্তরিত হয়
ও তোমাদের মধ্যে যে ঝগড়া
তার কথা প্রকাশ করবে—তোমার অসম্মানে!
১০ এমন বন্ধু আছে, যে খাওয়া-দাওয়াতেই সঙ্গী,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
১১ তোমার সমৃদ্ধির সময়ে সে হবে তোমার যেন দ্বিতীয় তুমি,
তোমার ঘরের সকলের সঙ্গেও সে অবাধে কথা বলবে;
১২ কিন্তু তোমার অবমাননা হলে সে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে,
তোমার সামনে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।
১৩ তোমার শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাক,
তোমার বন্ধুদের বিষয়ে সাবধান থাক।
১৪ বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়,
তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।
১৫ বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো অমূল্য সম্পদ,
তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত।
১৬ বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনদায়ী অমৃতের মত,
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারাই তেমন বন্ধুকে পাবে।
১৭ প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে,
কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমন হবে।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য সাধনা

১৮ সন্তান, তরুণ বয়স থেকে শাসনবাণী ধ্যানে রত থাক,
তবে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রজ্ঞা লাভ করবে।
১৯ লাঙল দেয় ও বীজ বোনে,
তেমন মানুষেরই মত প্রজ্ঞার কাছে এগিয়ে যাও,

গিয়ে তার উৎকৃষ্ট ফলের প্রতীক্ষায় থাক ;
চাষের জন্য তোমার একটু পরিশ্রম হবে বটে,
তবু শীঘ্রই তুমি ভোগ করবে তার উৎপন্ন ফল।
২০ প্রজ্ঞা তো সত্যিই বিশৃঙ্খলের পক্ষে কঠোর,
যার সুমতি নেই, সে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না ;
২১ তার পক্ষে বরং তা হবে মূল্যহীন একটা পাথরের মত,
তা ফেলে দিতে সে তত দেরি করবে না।
২২ কেননা প্রজ্ঞা ঠিক নিজের নামেরই মত প্রচ্ছন্ন,
অনেকের কাছে সে স্পষ্ট নয়।
২৩ সন্তান, শোন ; আমার অভিমত গ্রহণ কর ;
আমার সুমন্ত্রণা অস্বীকার করো না।
২৪ তোমার পা তার বেড়িতে ঢোকাও,
ঘাড় তার শেকলে সঁপে দাও ;
২৫ কাঁধ নত করে তা বহন করে চল,
তার বাঁধন অসহ্য বলে মনে করো না ;
২৬ সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসো,
তোমার যথাসাধ্যই তার যত পথ ধরে চল ;
২৭ তার পদচিহ্ন অনুসরণ কর, তার অন্বেষণ কর ; তোমাকে দেখা দেবে ;
একবার তার নাগাল পেয়ে তাকে আর ছেড়ো না।
২৮ কারণ পরিশেষে তার মধ্যে বিশ্রাম পাবে,
আর সে তোমার জন্য আনন্দে রূপান্তরিত হবে।
২৯ তখন তার বেড়ি হবে তোমার প্রবল আশ্রয়,
তার যত শেকল হবে গৌরব-বসন।
৩০ তার জোয়াল, তা তো সোনার ভূষণ,
তার যত শেকল, তা তো বেগুনি ফিতা।
৩১ তুমি তা গৌরব-বসন রূপেই পরিধান করবে,
তা আনন্দ-মুকুট রূপেই মাথায় পরে নেবে।
৩২ সন্তান, ইচ্ছা করলে তুমি সুশিক্ষিত হতে পারবে ;
সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলে নিপুণ হতে পারবে।
৩৩ শ্রবণে প্রীত হলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে,
কান দিলে হবে প্রজ্ঞাবান।
৩৪ প্রবীণদের সভায় যোগ দাও ;
প্রজ্ঞাবান কেউ আছে? তারই সঙ্গ নাও।
৩৫ সমস্ত ঐশবাণী সদিচ্ছার সঙ্গে শোন,
সুচিন্তিত প্রবচন যেন তোমাকে না এড়ায়।

[৩৬] সুবিবেচক কাউকে দেখলে শীঘ্রই তার কাছে যাও ;
তোমার পায়ে ক্ষয় হোক তার দরজার সোপান।
[৩৭] প্রভুর সমস্ত নির্দেশবাণী ধ্যান করে থাক,
তাঁর আজ্ঞাগুলি তোমার নিত্য চিন্তার বস্তু হোক ;
তিনি তোমার হৃদয় সুস্থির করবেন,
তখন তোমার প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পাবে।

বিবিধ পরামর্শ

৭ অনিষ্ট করো না, পাছে অনিষ্ট তোমাকে ধরে ফেলে।
[২] অন্যায় থেকে দূরে যাও, তাও তোমা থেকে দূরে যাবে।
[৩] সন্তান, অন্যায়ের হলরেখায় বীজ বুনো না,
পাছে তোমাকে তার সাতগুণ সংগ্রহ করতে হয়।
[৪] প্রভুর কাছে কর্তৃত্ব চেয়ো না,
রাজার কাছেও সম্মানের আসন যাচনা করো না।
[৫] প্রভুর সামনে নিজেকে ধার্মিক করো না,
রাজার সামনেও নিজেকে প্রজ্ঞাবান দেখিয়ো না।
[৬] বিচারক হতে চেষ্টা করো না,
পরে অন্যায় নির্মূল করার শক্তি তোমার নাও থাকতে পারে,
প্রভাবশালীর সামনে ভীরুও হতে পার,
এতে তোমার সততা কলঙ্কিত হবে।
[৭] নাগরিকদের সভার অপকার করো না,
সমাজের চোখে নিজেকে তুচ্ছ করো না।
[৮] পাপে নিজেকে দু'বার আবদ্ধ হতে দিয়ো না,
কেননা একবারমাত্রও তুমি অদণ্ডিত থাকবে না।
[৯] একথা বলো না : 'তিনি আমার উপহারের প্রাচুর্য বিস্ময়ের চোখেই দেখবেন,
পরাৎপর ঈশ্বরের কাছে আমি অর্ঘ্য নিবেদন করলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন।'
[১০] প্রার্থনাকালে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না,
অর্থদান অবহেলা করো না।
[১১] যার প্রাণ দুঃখে ভরা, এমন মানুষকে বিদ্রূপ করো না,
কেননা একজন আছেন, যিনি উন্নীত করেন, আবার নমিত করেন।
[১২] তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ো না,
বন্ধুর বিরুদ্ধেও তেমন কিছু করো না।
[১৩] সাবধান, কখনও মিথ্যায় অবলম্বন করো না,
কেননা তা থেকে ভাল কোন ফল আসতে পারে না।
[১৪] প্রবীণদের সভায় বেশি কথা বলো না,

প্রার্থনাকালে বারবার একই কথা বলো না।
১৫ ক্লান্তিকর কাজ হেয়জ্ঞান করো না,
পরাৎপরের সৃষ্টি সেই কৃষিকর্মও নয়।
১৬ পাপীদের লোকারণ্যে যোগ দিয়ো না,
মনে রেখ : ঐশ ক্রোধ দেরি করবে না।
১৭ খুবই বিনম্র হও,
কেননা ভক্তিহীনের শাস্তি আগুন ও কীট।
১৮ লোভের জন্য বন্ধুকে বিনিময় করো না,
ওফিরের সোনার জন্য বিশ্বস্ত একজন ভাইকেও নয়।
১৯ প্রজ্ঞাপূর্ণা ও মঙ্গলময়ী বধূকে হেয়জ্ঞান করো না,
কেননা তার মঙ্গলানুভবতা সোনার চেয়েও মূল্যবান।
২০ বিশ্বস্তভাবে কাজ করে যে দাস, তার প্রতি দুর্ব্যবহার করো না,
সাধ্যমত কাজ করে যে মজুর, তার প্রতিও রুক্ষ ব্যবহার করো না।
২১ সুবিবেচক যে দাস, তাকেই তোমার প্রাণ ভালবাসুক,
তাকে মুক্ত করে দিতে অস্বীকার করো না।

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বাণী

২২ তোমার কি গবাদি পশু আছে? তার যত্ন নাও ;
তোমার লাভ হলে তা নিজের অধিকারে রাখ।
২৩ তোমার কি কোন ছেলে আছে? তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা কর,
তরুণ বয়স থেকেই তাদের তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে শেখাও।
২৪ তোমার কি কোন মেয়ে আছে? তাদের দেহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
কিন্তু অধিক মমতাপূর্ণ মুখ তাদের দেখিয়ো না।
২৫ মেয়ের বিবাহ ব্যবস্থা কর, এতে তোমার এক মহাকর্ম সমাধা হবে ;
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-পূর্ণ পুরুষের সঙ্গেই তার বিবাহ দাও।
২৬ তোমার কি এমন বধূ আছে, যিনি তোমার মনের মত? তাঁকে ত্যাগ করো না ;
কিন্তু ঘৃণাস্পদ বধূকে কখনও বিশ্বাস করো না।
২৭ তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর,
তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না।
২৮ মনে রেখ, তাঁরাই তোমাকে জন্ম দিলেন ;
তাঁরা তোমার জন্য যা করলেন, তার প্রতিদানে তুমি তাঁদের কী দেবে?
২৯ প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর,
তাঁর যাজকদের সম্মান কর।
৩০ তোমার নির্মাণকর্তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাস,
তাঁর সেবকদের প্রতি অবহেলা করো না।

৩১ প্রভুকে ভয় কর, যাজককে শ্রদ্ধা দেখাও,
যাজকের প্রাপ্য অংশ তার হাতে দাও—যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:
প্রথমফসল, সংস্কার-বলি, অর্ঘ্যরূপে পশুটার কাঁধ,
পবিত্রতা-লাভের বলি, পবিত্র সমস্ত বিষয়ের প্রথমাংশ।

৩২ দীনহীনের প্রতিও হাত বাড়াও,
যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।
৩৩ তোমার দানশীলতা সমস্ত প্রাণীর উপর পরিব্যাপ্ত হোক,
মৃতজনকেও তোমার অনুগ্রহ-বঞ্চিত করো না।
৩৪ যারা কাঁদে, তাদের এড়িয়ো না,
যারা শোকার্ত, তাদের শোকের অংশী হও।
৩৫ অসুস্থকে দেখতে যেতে ইতস্তত করো না,
এইভাবে তুমি ভালবাসার পাত্র হবে।
৩৬ তোমার সমস্ত কর্মকান্ডে তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রেখ,
তবে তুমি কখনও পাপ করবে না।

দূরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞান

৮ প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
পাছে পরে তার হাতে পড়।
২ ধনী লোকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করো না,
পাছে সে তোমার বিরুদ্ধে তার অর্থের জোর খাটায়;
কেননা সোনা অনেককে ধ্বংস করেছে,
ও রাজাদের হৃদয় ভ্রষ্ট করেছে।
৩ ঝগড়াটে মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
আগুনের উপরে রাশি রাশি কাঠ দিয়ো না।
৪ মূর্খের সঙ্গে তামাশা করো না,
যেন তোমার পিতৃপুরুষদের অপমান না করা হয়।
৫ অনুতপ্ত পাপীকে গালাগালি দিয়ো না,
মনে রেখ: আমরা সকলে দণ্ডের যোগ্য!
৬ মানুষ বৃদ্ধ হলে, তাকে হেয়জ্ঞান করো না,
কেননা আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বৃদ্ধ হবে।
৭ কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ো না;
মনে রেখ: আমাদের সকলকেই মরতে হবে!
৮ প্রজ্ঞাবানদের উক্তি তুচ্ছ করো না,
বরং তাদের বচনমালার সবদিক ধ্যান কর,
কেননা তাদের কাছ থেকে আগত সুশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

মহামান্যদের সেবা করতে পারবে।
[৯] বৃদ্ধ মানুষেরা যা বলেন, তা অবহেলা করো না,
কেননা তাঁরাও তাঁদের পিতামাতাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন,
তাঁদের কাছ থেকে তুমি সদ্বিবেচনা শিখবে,
যথাসময় উত্তর দিতেও শিখবে।
[১০] পাপীর জ্বলন্ত কয়লায় ইন্ধন দিয়ো না,
পাছে তার শিখার আগুনে তুমি নিজে পোড়।
[১১] হিংসাপন্থীর সামনে থেকে পিছটান দিয়ো না,
পাছে সে তোমার নিজের কথা ফাঁদ করে তোমাকে ধরে ফেলে।
[১২] তোমার চেয়ে বলবান মানুষের কাছে ধার দিয়ো না,
তাকে যা ধার দিয়েছ, তা হারানো বলে মনে কর।
[১৩] তোমার সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে জামিন হতে যেয়ো না,
যদি হয়ে থাক, তা শোধ করতেও প্রস্তুত থাক।
[১৪] বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ো না,
কেননা তাঁর মত অনুসারে তারই পক্ষে বিচার হবে।
[১৫] অভদ্র লোকের সঙ্গে যাত্রায় পা বাড়িয়ো না,
পাছে সে তোমার কাছে অসহ্য হয়;
সে তার ইচ্ছামতই ব্যবহার করবে,
আর তার নির্বুদ্ধিতার কারণে তার সঙ্গে তোমারও সর্বনাশ হবে।
[১৬] রোষ-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করো না,
তার সঙ্গে নির্জন কোন স্থানেও যেয়ো না,
কেননা রক্তপাত তার চোখে কিছু নয়,
আর যেখানে সাহায্যের উপায় নেই,
সেইখানে সে তোমাকে আক্রমণ করবে।
[১৭] মূর্খের কাছে পরামর্শ চেয়ো না,
কেননা সে কোন গোপন কথা রক্ষা করতে পারবে না।
[১৮] অচেনা লোকের সামনে এমন কিছু করো না, যা গোপন রাখা উচিত,
কেননা তুমি জান না, সে কী না করবে।
[১৯] অমুক তমুকের কাছে তোমার হৃদয় খুলো না,
সৌভাগ্য তোমা থেকে দূর করো না।

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বাণী

৯ তোমার প্রিয়া বধূর বিষয়ে অন্তর্জ্বালায় উত্তপ্ত হয়ো না,
পাছে তাকে শেখাও, সে কেমন করে তোমাকে ক্ষতি করবে।
[২] তোমার প্রাণ কোন নারীর হাতে দিয়ো না,

পাছে সে সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর কর্তৃত্ব করে।
৩ গণিকার সঙ্গে সংসর্গ করো না,
পাছে তার ফাঁসে ধরা পড়।
৪ গায়িকার সঙ্গে দিনের পর দিন সাক্ষাৎ করো না,
পাছে তার কৌশলে আবদ্ধ হও।
৫ যুবতী মেয়ের উপর চোখ নিবদ্ধ রেখো না,
পাছে দু'জনেই একই দণ্ডের পাত্র হও।
৬ তোমার প্রাণ বেশ্যাদের হাতে দিয়ো না,
পাছে নিজের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেল।
৭ শহরের পথে পথে চোখ দমন কর,
সেই শহরের নির্জন স্থানে ঘোরাফেরা করো না।
৮ রূপবতী নারী থেকে দৃষ্টি ফেরাও,
এমন সৌন্দর্যের উপর চোখ নিবদ্ধ রেখো না, যা পরের সম্পদ।
নারীর সৌন্দর্যের কারণে অনেকে ভ্রষ্ট হয়েছে;
এমনটি করলে, কামনা আগুনের মতই জ্বলে ওঠে।
৯ বিবাহিতা নারীর সঙ্গে কখনও বসো না,
আঙুররস পান করার জন্য তার সঙ্গে এক টেবিলে বসো না,
পাছে তোমার প্রাণ তার প্রতি আসক্ত হয়,
আর তুমি আত্মসংযম হারিয়ে সর্বনাশে পিছলে পড়।

একে অন্যের প্রতি সম্পর্ক

১০ অনেক দিনের বন্ধুকে ত্যাগ করো না,
কেননা অল্প দিনের বন্ধু তার সমকক্ষ নয়।
নতুন আঙুররস, নতুন বন্ধু,
পরিণত হলে তা তৃপ্তির সঙ্গেই পান কর।
১১ পাপীর গৌরব বিষয়ে হিংসা করো না,
কেননা তার যে কী পরিণাম হবে, তা তুমি জান না।
১২ ভক্তিহীনদের সাফল্য বিষয়ে খুশি হয়ো না,
মনে রেখ: অদণ্ডিত হয়ে তারা পাতালে পৌঁছবে না।
১৩ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা যার হাতে, এমন মানুষ থেকে দূরে থাক,
তবে মৃত্যুভয়ের অভিজ্ঞতা করবে না।
তার কাছে গেলে, সতর্ক থাক যেন কোন ভুল না কর,
পাছে সে তোমার জীবন হরণ করে; জেনে রাখ: তুমি ফাঁদের মধ্যে চলছ,
নগরপ্রাচীরের প্রাকারের উপরেই হাঁটছ।
১৪ প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার যথাসাধ্য সুসম্পর্ক রাখ,

প্রজ্ঞাবানদের কাছে পরামর্শ নাও।
১৫ কথা বলতে ইচ্ছা করলে, সদ্‌জ্ঞানী মানুষদের সঙ্গেই আলাপ কর,
পরাৎপরের বিধানমালাই হোক তোমার আলাপের বিষয়।
১৬ ধার্মিক মানুষেরাই হোক তোমার ভোজনের সঙ্গী,
তোমার গর্ব প্রভুভয়ে স্থাপিত হোক।
১৭ নিপুণ হাতের কারুকাজ প্রশংসার বস্তু,
কিন্তু জননেতাকে কথায়ই নিপুণ হওয়া চাই।
১৮ বাচাল মানুষ তার নিজের শহরের সন্ত্রাস,
যে কথা দমন করতে অক্ষম, সে হবে বিতৃষ্ণার পাত্র।

শাসন সম্বন্ধে বাণী

১০ প্রজ্ঞাবান শাসনকর্তা তার আপন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে,
সদ্‌জ্ঞানী মানুষের শাসন পালিত হবে।
২ যেমন বিচারক, তেমন তাঁর কর্মচারী;
যেমন নগরপাল, তেমন নগরবাসী।
৩ বিশৃঙ্খল রাজা হবেন নিজের জনগণের সর্বনাশ,
শহরের সমৃদ্ধি সমাজনেতাদের সুবুদ্ধিতেই নির্ভর করে।
৪ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ প্রভুর হাতে,
তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মানুষের উদ্ভব ঘটাবেন।
৫ মানুষের সাফল্য প্রভুর হাতে,
তিনিই শাস্ত্রীকে গৌরবে ভূষিত করেন।

গর্বের বিরুদ্ধে

৬ তোমার প্রতিবেশীর যে কোন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না;
ক্রোধের বশে কিছুই করো না।
৭ প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু,
অন্যায্যতা উভয়েরই দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাজ।
৮ অন্যায্যতা, হিংসা ও অর্থলালসার কারণে
রাজক্ষমতা এক জাতি থেকে অন্য জাতির হাতে যায়।
৯ যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?
সে জীবিত থাকতেও তার অন্ত্ররাজি বিতৃষ্ণার বস্তু।
১০ দীর্ঘদিনের অসুস্থতা চিকিৎসককে হাসির পাত্র করে;
আজ যিনি রাজা, কাল তিনি লাশমাত্র।
১১ কেননা মানুষ যখন মরে,
তখন পোকা, হিংস্র পশু ও কীট, এ তো তার উত্তরাধিকার।
১২ প্রভু থেকে সরে যাওয়া,

আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।
১৩ যেহেতু পাপ-ই তো গর্বের সূচনা,
পাপের হাতে যে নিজেকে সঁপে দেয়, চারপাশে সে জঘন্য কাজ ছড়ায়।
এজন্য প্রভু কল্পনার অতীত দুর্বিপাকে আঘাত করেন,
তাদের নিঃশেষে উল্টিয়ে দেন।
১৪ প্রভু নৃপতিদের আসন ভেঙে দিলেন,
তাদের পদে বিনম্রদেরই আসন দিলেন।
১৫ প্রভু জাতিসকলের মূল উপড়ে ফেললেন,
তাদের স্থানে নিম্নাবস্থার মানুষকে রোপণ করলেন।
১৬ প্রভু জাতিসকলের দেশ উল্টিয়ে দিলেন,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল থেকেই তাদের ধ্বংস করলেন।
১৭ তিনি তাদের উৎপাটন করে নিশ্চিহ্ন করলেন,
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি মুছে দিলেন।
১৮ গর্ব মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়নি,
রোষপূর্ণ ক্রোধও নারীজাতদের জন্য নয়।
১৯ কোন্ জাতি সম্মানের পাত্র? মানবজাতি।
কোন্ জাতি সম্মানের পাত্র? তারা, প্রভুভীরু যারা।
কোন্ জাতি অসম্মানের পাত্র? মানবজাতি।
কোন্ জাতি অসম্মানের পাত্র? তারা, বিধান লঙ্ঘন করে যারা।
২০ নেতা তার নিজের ভাইদের মধ্যে সম্মানের পাত্র;
আর যারা প্রভুভীরু, তারা তাঁর সম্মানের পাত্র।
২২ ধনী মানুষ, মহামান্য মানুষ, দীনহীন মানুষ,
প্রভুভয়ই হোক এদের সকলের গর্ব।
২৩ সুবিবেচক যে গরিব, তাকে হেয়জ্ঞান করা ন্যায্য নয়,
এবং পাপী মানুষকে শ্রদ্ধা করা আদৌ উচিত নয়।
২৪ গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিচারক ও প্রভাবশালী মানুষ সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র,
কিন্তু তারা কেউই প্রভুভীরুর চেয়ে মহান নয়।
২৫ স্বাধীন মানুষেরা প্রজ্ঞাবান ক্রীতদাসের সেবা করবে,
উদ্বুদ্ধ মানুষেরা এতে গজগজ করবে না।

বিনম্রতা ও অকপটতা

২৬ নিজের কাজ সম্পাদনে নিজেকে তত দেখিয়ো না,
তত গর্বও করো না, যখন অভাবের মধ্যে আছ!
২৭ গর্ব ক'রে যে ঘুরে বেড়ায় অথচ যার খাদ্যের অভাব,
তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়, যে পরিশ্রম করে, কিন্তু সবকিছুতে পরিপূর্ণ।

২৮ সন্তান, নিজের বিষয়ে মাত্রা বজায় রেখেই গর্ব কর,
তোমার প্রকৃত যোগ্যতা অনুসারেই নিজেকে গণ্য কর।
২৯ নিজে নিজের ক্ষতি করে, এমন মানুষের পক্ষ কে সমর্থন করবে?
নিজে নিজেকে হেয়জ্ঞান করে, এমন মানুষকে কে শ্রদ্ধা করবে?
৩০ দরিদ্র মানুষ তার সুবুদ্ধির জন্যই সম্মানিত,
ধনী মানুষ তার ঐশ্বর্যের জন্যই শ্রদ্ধার পাত্র।
৩১ দরিদ্রতায় যে শ্রদ্ধার পাত্র, ঐশ্বর্যে সে আর কতই না শ্রদ্ধার পাত্র হবে!
ঐশ্বর্যে যে অশ্রদ্ধার পাত্র, দরিদ্রতায় সে আর কতই না অশ্রদ্ধার পাত্র হবে!

বাইরের চেহারা থেকে সাবধান

১১ প্রজ্ঞা বিনম্রকে মাথা উচ্চ করতে সক্ষম করে তোলে,
তাকে মহামান্যদের মধ্যে আসন দেয়।
২ তার সৌন্দর্যের জন্য কারও প্রশংসা করো না,
তার বাহ্যিক চেহারার জন্য কারও অপছন্দ করো না।
৩ যত প্রাণীদের পাখা আছে, তাদের মধ্যে মৌমাছি ক্ষুদ্র বটে,
কিন্তু তার উৎপাদিত বস্তু মিষ্ট জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্ট।
৪ তোমার সাজসজ্জা নিয়ে গর্ব করো না,
গৌরবের দিনেও অহঙ্কার করো না,
কেননা প্রভুর কর্মকীর্তি আশ্চর্যময়,
অথচ তাঁর কর্মকীর্তি মানুষের কাছে গুপ্ত।
৫ অনেক নৃপতিকে ধুলায় বসতে বাধ্য করা হয়েছে,
এবং অচেনা মানুষ তাঁদের কিরীট নিজের মাথায় নিল।
৬ অনেক প্রভাবশালীকে নমিত করা হল,
গণ্যমান্য বহু মানুষকে পরের হাতে তুলে দেওয়া হল।
৭ অনুসন্ধান করার আগে নিন্দা করো না,
আগে ভাব, পরে ভর্ৎসনা কর।
৮ শুনবার আগে উত্তর দিয়ো না,
বক্তৃতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করো না।
৯ যা তোমার বিষয় নয়, তা নিয়ে তর্কাতর্কি করো না,
পাপীদের ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করো না।

কেবল ঈশ্বরেই ভরসা রাখ

১০ সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে বেশি কিছু হাতে নিয়ো না,
বেশি বাড়ালে দণ্ড এড়াতে পারবে না;
দৌড়লেও কোথাও গিয়ে পৌঁছবে না,
পালালেও রেহাই পাবে না।

১১ এমন মানুষ আছে, যে যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাজ করে,
তত পিছেই পড়ে থাকে।
১২ এমন মানুষ আছে, যে দুর্বল, যার সাহায্য প্রয়োজন,
যে সম্পদে নির্ধন ও দরিদ্রতায় ধনবান ;
অথচ প্রভু তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন,
হীনাবস্থা থেকে তাকে তুলে আনেন,
১৩ তার মাথা উচ্চ করে রাখেন,
তাতে অনেকে বিস্মিত হয়।
১৪ মঙ্গল-অমঙ্গল, জীবন-মৃত্যু,
নিঃস্বতা-ঐশ্বর্য—সবই প্রভু থেকেই আগত।
১৭ প্রভুর দান ভক্তদের জন্য নিশ্চিত,
চিরকাল ধরে তাদের চালিত করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ সর্বদাই উপস্থিত।
১৮ এমন মানুষ আছে, যে কৃপণতা ও কষ্টভোগের জোরেই ধনী হয় ;
এই দেখ, তার প্রাপ্য মজুরি এ :
১৯ যদিও সে ভাবে, 'স্বস্তি পেলাম, এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব,'
তবু সে জানে না, আর কতদিন বাকি আছে!
অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!
২০ তোমার কর্তব্য কাজে নিষ্ঠাবান হও, তাতে রত থাক,
তোমার কাজ করতে করতেই প্রাচীন হও।
২১ পাপীর কর্মকীর্তির সামনে হা করে থেকো না,
প্রভুতে আস্থা রাখ, পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান হও,
কেননা দরিদ্রকে হঠাৎ, এক নিমেষেই, ধনবান করা,
এমন কাজ প্রভুর পক্ষে সহজ।
২২ প্রভুর আশীর্বাদ, এ তো ভক্তের মজুরি,
ঈশ্বর এক নিমেষেই আপন আশীর্বাদ মুকুলিত করেন।
২৩ তুমি একথা বলো না, 'আমার কিসের প্রয়োজন?
এখন থেকে আমার হাতে কতটুকু সম্পদ থাকবে?'
২৪ একথা বলো না, 'স্বনির্ভরশীল হবার জন্য যা দরকার, তা আমার আছে ;
এখন আমার প্রতি আর কী অমঙ্গল ঘটতে পারে?'
২৫ প্রাচুর্যের দিনে মানুষ দুর্দশার কথা ভুলে যায়,
আর দুর্দশার দিনে প্রাচুর্যের কথা তার মনে থাকে না।
২৬ মৃত্যুর দিনে
মানুষকে তার আচরণের যোগ্য প্রতিফল দেওয়া প্রভুর পক্ষে সহজ।
২৭ এক ঘণ্টার দুঃখ সুখের কথা মুছে দেয় ;
মানুষের মৃত্যুক্ষণে তার কর্ম প্রকাশ পাবে।

২৮ শেষ পরিণামের আগে কাউকে ভাগ্যবান বলো না ;
শেষ পরিণামেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়।

দুর্জনে ভরসা রেখো না

২৯ অমুক তমুককে ঘরে এনো না,
কেননা প্রবঞ্চনাকারীর ফাঁদ বহু।
৩০ যেমন কাচে রুদ্ধ তিতিরপাখি, তেমন গর্বিতের হৃদয় :
গুপ্তচরের মত সে তোমার পতনের জন্য লক্ষ রাখে,
৩১ সে মঙ্গল অমঙ্গলে পরিণত করে, ওত পেতে থাকে,
উত্তম জিনিসের মধ্যেও খুঁত পাবে।
৩২ আগুনের একটামাত্র স্ফুলিঙ্গের ফলে হাপর ভরে,
পাপী রক্তপাতের জন্য ওত পেতে থাকে।
৩৩ পাষণ্ডের বিষয়ে সাবধান—সে তো অপকর্ম সাজায়—
পাছে তোমাকেও সবসময়ের মত কলুষিত করে।
৩৪ অচেনা লোককে ঘরে ওঠাও, সে সবকিছু উল্টোপাল্টো করবে,
তোমার আপনজনদের কাছেও তোমাকে অচেনা করবে।

মঙ্গল করার সময়ে উপকারী কয়েকটা নিয়ম

১২ কারও মঙ্গল করতে গেলে, জেনে নাও কার্ মঙ্গল করতে যাচ্ছ,
তবে তোমার শুভকর্ম পুরস্কৃত হবে।
২ ভক্তপ্রাণের মঙ্গল কর, তেমন মঙ্গলের প্রতিদান পাবে,
হয় তো তার কাছ থেকে নয়, কিন্তু নিশ্চয় পরাৎপরের কাছ থেকে।
৩ অন্যায় কর্মে যে স্থিতমূল, তার জন্য নেই মঙ্গল ;
অর্থদান করতে যে অস্বীকার করে, তার জন্যও নেই।
৪ ভক্তপ্রাণের প্রতি দানশীল হও,
পাপীর সাহায্যে যেয়ো না।
৫ বিনম্রের প্রতি দানশীল হও, ভক্তিহীনকে কিছু দিয়ো না ;
তাকে খাদ্য দিতে বাধা দাও, তুমি নিজেও দিয়ো না,
পাছে তা দ্বারা সে তোমার চেয়ে শক্তিশালী হয় ;
বস্তুত তার প্রতি তোমার প্রতিটি উপকারের জন্য
তুমি দ্বিগুণ অমঙ্গল পাবে।
৬ কেননা পরাৎপর নিজেই পাপীদের ঘৃণা করেন,
আর তিনি ভক্তিহীনদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
৭ সৎমানুষের প্রতি দানশীল হও,
পাপীর সাহায্যে যেয়ো না।

প্রকৃত ও ভণ্ড বন্ধু

[৮] অনুকূলতার দিনে বন্ধুকে চেনা নাও যেতে পারে,
কিন্তু প্রতিকূলতার দিনে শত্রু নিশ্চয় লুকিয়ে থাকবে না।
[৯] একজনের মঙ্গলের দিনে তার শত্রুরা দুঃখে থাকে,
একজনের অমঙ্গলের দিনে তার বন্ধুও দূরে দাঁড়ায়।
[১০] তোমার শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করো না,
কেননা যেমন ব্রঞ্জে মরচে, তেমনি তার শঠতা।
[১১] যদিও সে নমিত ভাবে নুব্জ হয়ে এগিয়ে আসে,
তুমি সাবধান থাক, তার বিষয়ে সতর্ক থাক;
তার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার কর, তুমি যেন আয়না পরিষ্কার কর,
দেখতে পাবে, তার মরচে তত দীর্ঘস্থায়ী নয়।
[১২] তাকে তোমার পাশে দাঁড়াতে দিয়ো না,
পাছে তোমাকে উল্টিয়ে নিজেই দাঁড়ায় তোমার স্থানে;
তাকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ো না,
পাছে সে তোমার আসন নিতে চেষ্টা করে;
শেষে আমার কথা তোমার মনে পড়বে,
আর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করবে যে, আমার কথা ঠিক ছিল।
[১৩] সাপ সাপুড়কে কামড়ালে কে তাকে সহানুভূতি দেখাবে?
হিংস্র জন্তুর সঙ্গে যে ঝুঁকি নেয়, তার জন্যও কে দুঃখ পাবে?
[১৪] পাপীর সঙ্গে যে সংসর্গ রাখে,
তার অপকর্মে যে সঙ্গী, তেমনি হবে তার দশা।
[১৫] সে তোমার কাছে কিছুকালের মত থাকবে,
কিন্তু তোমার প্রথম পতনে সে রুখে দাঁড়াবে।
[১৬] শত্রুর ওষ্ঠে মধু থাকতেও পারে,
কিন্তু তার হৃদয়ে থাকবেই তোমাকে গর্তে ফেলবার মতলব।
শত্রুর চোখে জল দেখা দিতেও পারে,
কিন্তু সুযোগ পেলে সে তোমার রক্তেও যথেষ্ট তৃপ্তি পাবে না।
[১৭] তোমার অমঙ্গল ঘটলে, সে ওখানে প্রথম হয়েই দাঁড়াবে,
আর তোমাকে সাহায্য করার ছুতায় তোমাকে উল্টিয়ে দেবে।
[১৮] সে মাথা নাড়াবে, হাততালি দেবে,
পরে যথেষ্টই বিড়বিড় করবে ও তার মুখের ভাবের পরিবর্তন দেখা দেবে।

তোমার সমকক্ষদের সঙ্গেই মেলামেশা কর

১৩ আলকাতরা যে স্পর্শ করে, সে কলুষিত হবে,
গর্বিতের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখে, সে তার মত হবে।

২ অধিক ভারী বোঝা বহন করো না,
তোমার চেয়ে শক্তিশালী ও ধনবান মানুষের সঙ্গে সংসর্গ করো না।
মাটির পাত্র কেন হাপরের কাছে রাখবে?
একে অপরের ধাক্কা খেলে পাত্রটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।
৩ ধনী অন্যায় সাধন করে, এমনকি চিৎকারও করে,
দরিদ্র অন্যায় ভোগ করে, এমনকি তাকে ক্ষমাও চাইতে হয়।
৪ তুমি উপযোগী হলে ধনী তোমাকে শোষণ করবে,
তুমি অভাবী হলে সে তোমাকে ত্যাগ করবে।
৫ তুমি কি ধনবান? সে তোমার সঙ্গে জীবনযাপন করবে;
তোমাকে বিবস্ত্র করার ব্যাপারে তার বিবেক অস্থির হবে না।
৬ তার কি তোমার দরকার আছে? সে তোমাকে ভোলাবে,
তোমাকে হাসি মুখ দেখাবে, তোমাকে আশা দেবে,
তোমাকে মিষ্টি কথা শোনাবে,
এই কথাও বলবে: 'তোমার কিছু দরকার আছে কি?'
৭ তার ভোজসভায় সে তোমাকে লজ্জার বস্তু করবে,
তোমাকে দু' তিনবার শোষণ করবে,
আর শেষে তোমার পিছনে হাসবে;
পরে তোমাকে দেখলে তোমাকে এড়াবে,
আর তোমার বিষয়ে খুশিতে মাথা নাড়াবে।

৮ সাবধান, নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না,
তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে অবনমিতও হতে দিয়ো না।
৯ প্রভাবশালী তোমাকে ডাকলে তুমি অনিচ্ছা দেখাও;
সে তোমাকে উত্তরোত্তর ডেকে থাকবে।
১০ জোর করে বেশি এগিয়ে যেয়ো না, পাছে তোমাকে একপাশে ফেলা হয়;
কিন্তু বেশি দূরেও থেকো না, পাছে তোমার কথা বিস্মৃত হয়।
১১ তার সমকক্ষ বলে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে চেষ্টা করো না,
তার এক সাগর-কথায় আস্থা রেখো না;
১২ কেননা তার বাচালতা দিয়ে সে আসলে তোমাকে পরীক্ষা করবে,
হাসি মুখ দেখাবে, কিন্তু তোমাকে যাচাই করবে।
১৩ গোপন কথা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্মম,
দুর্ব্যবহার ও শেকল থেকে তোমাকে রেহাই দেবে না।
১৪ সাবধান থাক, খুবই সতর্ক থাক,
কারণ তুমি তোমার নিজের সর্বনাশের সঙ্গেই হেঁটে চলছ!

১৫ প্রতিটি প্রাণী তার সদৃশ প্রাণীকে ভালবাসে,

প্রতিটি মানুষ তার প্রতিবেশী মানুষকে ভালবাসে।
১৬ প্রতিটি প্রাণী তার জাতের প্রাণীর সঙ্গে মেশে,
মানব তার সদৃশ মানবের সঙ্গে সংসর্গ করে।
১৭ নেকড়ে ও মেষশাবকের মধ্যে কেমন একাত্মতা থাকতে পারে?
পাপী ও ভক্তপ্রাণের মধ্যে ঠিক তাই।
১৮ হায়না ও কুকুরের মধ্যে কেমন শান্তি থাকতে পারে?
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেও কেমন শান্তি থাকবে?
১৯ যেমন প্রান্তরে বন্য গাধা সিংহের শিকার,
তেমনি দরিদ্র ধনীর চারণমাঠ।
২০ যেমন অহঙ্কারীর চোখে হীনাবস্থা ঘৃণ্য বস্তু,
তেমনি দরিদ্র ধনীর চোখে ঘৃণ্য।
২১ ধনী হোঁচট খেলে বন্ধুরা তাকে ধরে রাখে;
দরিদ্র পড়লে বন্ধুরা তাকে তাড়িয়ে দেয়।
২২ ধনী পিছলে পড়লে অনেকে তার সাহায্য করে;
বাজে কথা বললেও সে প্রশংসার পাত্র।
দরিদ্র পিছলে পড়লে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়;
সুচিন্তিত কথা বললেও কেউ তাকে মূল্য দেয় না।
২৩ ধনী কথা বলে—সবাই চুপ করে থাকে;
পরে মেঘলোক পর্যন্ত তার কথার প্রশংসা করে।
দরিদ্র কথা বলে—সবাই বলে: এ কে?
সে হোঁচট খেলে তারা তাকে আরও উল্টিয়ে দেয়।
২৪ ধন ভাল, যদি তা পাপবিহীন;
দরিদ্রতা মন্দ, এ ভক্তিহীনের কথা।
২৫ হৃদয় মানুষের চেহারার পরিবর্তন ঘটায়:
হয় ভালোর দিকে, না হয় মন্দের দিকে।
২৬ আনন্দময় মুখ উত্তম হৃদয়ের পরিচয়,
কিন্তু প্রবচন রচনা করা ক্লান্তিকর কাজ।

প্রকৃত সুখ

১৪ সুখী সেই মানুষ, যে মুখে পাপ করেনি,
পাপের কারণে যাকে দুঃখ করতে নেই।
২ সুখী সেই জন, যার বিবেক তাকে ভর্ৎসনা করে না,
যে কখনও আশা হারায়নি।

হিংসা ও লোভ

৩ নীচ মানুষের পক্ষে ধন শোভা পায় না,

কৃপণের পক্ষে ধনের কি দরকার?
৪ নিজেকে অভাবে রেখে যে জমায়, সে পরের জন্যই জমায়,
তার ধন নিয়ে অন্যেরা ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবনযাপন করবে।
৫ নিজের ক্ষেত্রে যে হীন, সে কার্ উপকার করবে?
সে নিজের ধনও ভোগ করতে অক্ষম!
৬ নিজের ক্ষেত্রে যে হীন, তার চেয়ে হীনতর আর কেউ নেই;
এ-ই তার অধর্মের প্রতিদান!
৭ সে মঙ্গল করলে, ইচ্ছা না করেই তা করে,
আর শেষে সে নিজে নিজের অধর্ম প্রকাশ করে।
৮ যার চোখ হিংসুক, সে অপকর্মা;
সে অন্য দিকে তাকায়, পরের প্রাণের জন্য তার চিন্তা নেই।
৯ লোভী মানুষের চোখ তার অংশটুকু নিয়ে তৃপ্ত নয়,
লোভ প্রাণকে শুষ্ক করে ফেলে।
১০ কৃপণ রুটির বিষয়েও হিংসায় গজগজ করে;
তার টেবিলে অভাব বিরাজ করে।

১১ সন্তান, সাধ্যমত নিজের মঙ্গল কর,
প্রভুর কাছে যোগ্য অর্ঘ্য নিবেদন কর।
১২ মনে রেখ: মৃত্যু দেরি করবে না,
পাতালের ক্রয়-পত্রও তুমি কখনও দেখনি।
১৩ মরার আগে বন্ধুর মঙ্গল কর;
তোমার সামর্থ্য অনুসারে তার প্রতি দানশীল হও।
১৪ আজকের মঙ্গল অস্বীকার করো না,
উত্তম বাসনার একটা অংশও তোমার পাশ কাটিয়ে চলে না যাক।
১৫ তোমাকে কি পরের হাতে তোমার সম্পদ রেখে যেতে হবে না?
তোমার শ্রমের ফলও কি গুলিবাঁট দ্বারা ভাগ ভাগ করা হবে না?
১৬ দাও, গ্রহণ কর, প্রাণ আপ্যায়িত কর,
কেননা পাতালে আমোদের মত খোঁজ করার কিছু নেই।
১৭ প্রতিটি দেহ পোশাকের মত জীর্ণ হয়,
এ সনাতন বিধান: মানুষ মরবেই মরবে!
১৮ যেমন ঘন শাখাময় গাছের পাতার মত,
যার কয়েকটা খসে পড়ে, আর কয়েকটা গজে ওঠে,
তেমনি রক্তমাংসের মানুষ:
একজন মরে, আর একজন জন্ম নেয়।
১৯ প্রতিটি সাধনার ফল একদিন পচবে, মিলিয়ে যাবে;

সেই কর্মের সাধকও তার সঙ্গে চলে যাবে।

প্রজ্ঞাবানের সুখ

[২০] সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
[২১] প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।
[২২] সে শিকারীর মত তার পিছু পিছু ধাওয়া করে,
তার সমস্ত পথে ওত পেতে থাকে;
[২৩] তার জানালায় উঁকি মারে,
তার দরজায় আড়ি পেতে শোনে;
[২৪] তার বাড়ির পাশে বাসা বাঁধে,
তার দেওয়ালে খুঁটি মারে;
[২৫] তার কাছে তার আপন তাঁবু বসিয়ে
উৎকৃষ্ট আশ্রয় নেয়;
[২৬] তার আপন সন্তানদের তার ছায়ায় রাখে,
তার শাখার তলে দিন কাটায়;
[২৭] তার দ্বারা সে গরম থেকে রক্ষা পাবে,
তার গৌরবের ছায়ায় বসতি করবে।

১৫ যে প্রভুকে ভয় করে, সে এভাবে ব্যবহার করবে,
যে বিধানপণ্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে।
[২] প্রজ্ঞা মাতার মত তার কাছে এগিয়ে আসবে,
কুমারী কনের মত তাকে গ্রহণ করবে;
[৩] সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
[৪] সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।
[৫] প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
জনসমাবেশের মাঝে তার মুখ খুলে দেবে;
[৬] সে পাবে সুখ, পাবে আনন্দ-মুকুট,
লাভ করবে চিরন্তন নাম।
[৭] অবোধেরা প্রজ্ঞাকে কখনও পেতে পারবে না,
পাপীরাও কখনও পাবে না তার দর্শন।
[৮] প্রজ্ঞা তো গর্ব থেকে দূরে থাকে,
মিথ্যাবাদীরা তাকে স্মরণ করে না।

৯ প্রশংসাবাদ পাপীর মুখে শোভা পায় না,
যেহেতু তা প্রভু দ্বারা সেখানে রাখা হয়নি।
১০ কেননা প্রশংসাবাদ কেবল প্রজ্ঞার আশ্রয়েই উচ্চারিত হতে হবে ;
স্বয়ং প্রভুই প্রশংসাবাদের প্রেরণা দেন।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

১১ তুমি একথা বলো না, 'আমার বিদ্রোহের জন্য প্রভুই দায়ী,'
কারণ তিনি যা ঘৃণা করেন, তা করেন না।
১২ একথা বলো না, 'তিনিই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন,'
কারণ পাপী তাঁর কোন প্রয়োজনে আসে না।
১৩ প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন,
তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।
১৪ আদিতে তিনি মানুষকে গড়লেন,
পরে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।
১৫ ইচ্ছা করলে তুমি আজ্ঞাগুলি পালন করবে ;
বিশ্বস্ত হওয়াই তোমার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করবে।
১৬ তিনি তোমার সামনে রেখেছেন আগুন ও জল ;
তোমার যেদিকে ইচ্ছে, সেইদিকে হাত বাড়াও।
১৭ মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ ;
এক একজন যাতে প্রীত, তা-ই তাকে দেওয়া হবে।
১৮ কেননা প্রভুর প্রজ্ঞা মহান,
তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বদর্শী।
১৯ প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে ;
মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।
২০ ভক্তিহীন হতে তিনি তো কাউকে বাধ্য করেননি,
পাপ করতেও কাউকে অনুমতি দেননি।

ভক্তিহীনদের শেষ দশা

১৬ অযোগ্য সন্তানসন্ততি বাসনা করো না,
ভক্তিহীন সন্তানের বিষয়ে প্রীত হয়ো না।
২ তারা যতই বহুসংখ্যক হোক না কেন, তাদের বিষয়ে প্রীত হয়ো না,
যদি তাদের মধ্যে প্রভুভয় না থাকে।
৩ তাদের দীর্ঘায়ুর উপরে নির্ভর করো না,
তাদের সংখ্যার উপরে অধিক আস্থা রেখো না,
কেননা সহস্রজনের চেয়ে মাত্র একজনেরই পিতা হওয়া শ্রেয়,
ভক্তিহীন সন্তানের পিতা হওয়ার চেয়ে নিঃসন্তান হয়ে মরা শ্রেয়।

৪ একজনমাত্র সদ্‌জ্ঞানী শহরকে জনপূর্ণ করতে পারে,
কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
৫ আমার চোখ তেমন কিছুর মত বহু কিছু দেখেছে,
আমার কান এর চেয়ে ভারী কিছুও শুনেছে।
৬ পাপীদের জনসমাবেশে আগুন জ্বলে ওঠে,
বিদ্রোহী জাতির উপর জ্বলন্ত ঐশ ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে।
৭ ঈশ্বর আদিকালের সেই মহাবীরদের ক্ষমা করেননি,
তারা তো নিজেদের শক্তিতে আস্থা রেখেই বিদ্রোহ করেছিল।
৮ তিনি লোটের সহনাগরিকদের রেহাই দেননি,
বরং তাদের গর্বের জন্য তাদের ঘৃণাই করলেন।
৯ তিনি বিনাশের জাতিগুলির প্রতি মমতা দেখাননি,
তারা তো নিজেদের পাপকর্মের বিষয়ে গর্ববোধ করত।
১০ তেমনিভাবে তিনি সেই ছ'লক্ষ মানুষের প্রতিও ব্যবহার করলেন,
যারা তাদের জেদে একজোট হয়েছিল।
১১ একজনমাত্র মানুষ থাকলেও যে কঠিনমনা,
সে যে অদণ্ডিত থাকবে, তা সত্যি অদ্ভুত,
১২ কেননা দয়া ও ক্রোধ ঈশ্বরেরই হাতে :
ক্ষমাদানে ও ক্রোধবর্ষণে তিনি পরাক্রমী।
তাঁর দয়া তত মহান, তাঁর কঠিনতা যত মহান :
তিনি মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন।
১৩ তার অন্যায়-লাভ সঙ্গে নিয়ে পাপী রেহাই পাবে না,
ভক্তপ্রাণের ধৈর্যও আশাভ্রষ্ট হবে না।
১৪ তিনি সমস্ত অর্থদানের প্রতি লক্ষ রাখেন ;
প্রত্যেকের প্রতি যে যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

ঈশ্বরের প্রতিদান নিশ্চিত

১৭ এই কথা বলো না : 'প্রভুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকব!
সেই ঊর্ধ্বলোকে কে আমাকে স্মরণ করবে?
এত সংখ্যক লোকদের মধ্যে কেউ আমাকে লক্ষ করবে না,
সীমাহীন সৃষ্টির মধ্যে আমি কী?'
১৮ দেখ, তাঁর আগমনে স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ,
অতল গহ্বর ও মর্ত কম্পিত হয়।
১৯ তিনি দৃষ্টিপাত করলে
পাহাড়পর্বত ও পৃথিবীর ভিতও নিস্তেজ হয়ে কেঁপে ওঠে।
২০ কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কেউ মন দেয় না,

কেইবা তাঁর গতির কথা ভাবে?
২১ ঝড়ো হাওয়া নিজেতে অদৃশ্য,
তাঁর কর্মকীর্তির বেশির ভাগও মানবদৃষ্টি এড়িয়ে চলে।
২২ 'কে প্রচার করবে তাঁর ন্যায়কর্মের কথা?
কে চেয়ে থাকবে? সন্ধি কি?—তা তো অতীতের কথা!'
২৩ এ-ই তার চিন্তা, যার হৃদয় ধূর্ত;
তেমন মানুষ নির্বোধ, ভ্রষ্ট, নিজ মূর্খতায় মগ্ন।

সৃষ্টিকর্মে মানুষের স্থান

২৪ সন্তান, আমাকে শোন; সদ্‌জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হও;
হৃদয়গভীরে আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও।
২৫ আমি আমার শিক্ষাবাণী সূক্ষ্মরূপেই ব্যক্ত করব,
সযত্নেই সদ্‌জ্ঞানের কথা প্রচার করব।
২৬ আদিতে যখন ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন,
তখন সেগুলো হতে হতেই তাদের যে যার নির্ধারিত স্থান দিলেন;
২৭ তিনি আপন কর্মকাণ্ড চিরকালের মতই নিরূপণ করলেন,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য সেগুলোর স্বীয় স্বীয় কাজ স্থির করলেন।
সেগুলোর ক্ষুধাও পায় না, শ্রান্তিও হয় না,
অথচ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কখনও ক্ষান্ত হয় না।
২৮ সেগুলোর একটাও আর একটার পথ ঘেঁষে না,
তাঁর একটা আজ্ঞাও সেগুলো কখনও অমান্য করবে না।
২৯ তারপর প্রভু পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলেন,
তাঁর আপন পরমদানে তা পরিপূর্ণ করলেন;
৩০ মাটির বুকে তিনি সবরকম প্রাণী বসিয়ে রাখলেন,
আর এই প্রাণীসকল পৃথিবীর গর্ভে ফিরে যাবে।

১৭ প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন,
আবার সেই মাটিতে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।
২ তিনি মানুষকে কতগুলো দিন ও কাল না দিলেন!
পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, তাদের উপর অধিকার তাকেই দিলেন।
৩ তাকে শক্তিমণ্ডিত করলেন তিনি নিজেই যেমন শক্তিমণ্ডিত,
নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন।
৪ প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভয় সঞ্চার করলেন,
যেন মানুষ পশু ও পাখিদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে।
৬ তিনি বিচারবুদ্ধি, জিহ্বা, চোখ ও কান তাদের দিলেন,
একটি হৃদয়ও তাদের দিলেন, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।

৭ তিনি সদ্জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন ;
তাদের দেখালেন কি মঙ্গল আর কি অমঙ্গল।
৮ তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন,
যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন ;
১০ আর তারা যেন তাঁর কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে
তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসাবাদ করে।
১১ তাদের সামনে তিনি সদ্জ্ঞান রাখলেন,
উত্তরাধিকার রূপে তাদের দিলেন জীবন-বিধান।
১২ তাদের সঙ্গে চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাদের কাছে তাঁর আপন বিচারমালা জ্ঞাত করলেন।
১৩ তাদের চোখ তাঁর গৌরবের মহত্ত্বের দর্শন পেল,
তাদের কান তাঁর মহিমময় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।
১৪ তিনি তাদের বললেন, 'সমস্ত অন্যায়-অধর্ম বিষয়ে সাবধান থাক!'
প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশও তিনি এক একজনকে দিলেন।

বিচারকর্তা ঈশ্বর

১৫ মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই তাঁর সামনে,
তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
১৭ প্রতিটি জাতির উপরে তিনি এক একজন জননেতা নিযুক্ত করলেন,
কিন্তু ইস্রায়েল প্রভুরই আপন স্বত্বাংশ।
১৯ তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত,
তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
২০ তাদের অন্যায়-অধর্ম তাঁর কাছে গোপন নয়,
তাদের সকল পাপ প্রভুর সামনে উপস্থিত।
২২ অর্থদান তাঁর কাছে সীলমোহর স্বরূপ,
দানশীলতাকে তিনি চোখের মণির মত রক্ষা করবেন।
২৩ একদিন তিনি উঠে তাদের প্রতিদান দেবেন,
তাদের উপর তাদের যোগ্য প্রতিফল বর্ষণ করবেন।
২৪ কিন্তু যে অনুতাপ করে, তাকে তিনি ফিরে আসতে দেন,
আশাভ্রষ্ট যত মানুষের প্রাণে আশা সঞ্চার করেন।

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

২৫ প্রভুর কাছে ফের, আর পাপ নয়!
তাঁর শ্রীমুখের সামনে মিনতি জানাও,
আর এইভাবে নিজ অপরাধ লঘুভার কর।
২৬ পরাৎপরের কাছে ফিরে এসো, অধর্মের প্রতি পিঠ ফেরাও ;

শঠতা নিঃশেষেই ঘৃণা কর।
২৭ কেননা সেই জীবিতেরা যারা তাঁকে স্তুতির অর্ঘ্য অর্পণ করে,
তাদের পরিবর্তে সেই পাতালে কেইবা পরাৎপরের প্রশংসাগান করবে?
২৮ যার কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্তুতিবাদের মত মৃতদের স্তুতিবাদও শূন্য,
যে জীবিত, যে সুস্থ, সে-ই প্রভুর প্রশংসাগান করে!
২৯ আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা!
যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
৩০ মানুষ তো সবকিছু পেতে পারে না,
কেননা মানবসন্তান অমর নয়।
৩১ সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কী আছে? অথচ তাও ম্লান হয়।
তেমনি অনিষ্টের প্রতিই রক্তমাংসের লালসা।
৩২ তিনি উচ্চতম আকাশমণ্ডলের বাহিনী পরিদর্শন করেন,
কিন্তু মানুষেরা, তারা সকলে মাটি ও ছাইমাত্র।

ঈশ্বরের মহত্ত্ব

১৮ চিরজীবনময় যিনি, তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।
২ কেবল প্রভুই ধর্মময় বলে গণ্য হবেন।
৪ কাউকে দেওয়া হয়নি তাঁর কর্মকীর্তি প্রচার করতে;
কে তলিয়ে দেখবে তাঁর মহা মহা কাজ?
৫ কে পরিমাণ করবে তাঁর মহত্ত্বের প্রতাপ?
কে তাঁর দয়ার কীর্তি-কাহিনী উত্তরোত্তর বর্ণনা করে যাবে?
৬ যোগ করা বা বিয়োগ করার কিছু নেই,
প্রভুর আশ্চর্য কাজ তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়।
৭ একজন যখন শেষ করে, সে তখনই শুরু করে;
আর যখন থামে, তখন বিহ্বল হয়।

মানুষের শূন্যতা

৮ মানুষ কী? তার উপযোগিতা কী?
তার পক্ষে মঙ্গল কী? অমঙ্গল কী?
৯ মানুষের আয়ু: উপরে একশ’ বছর!
১০ সমুদ্রে যেমন এক জলবিন্দু বা বালুর এক কণা,
শাশ্বতকালের সামনে তেমনি এই স্বল্প বছরগুলি।
১১ এজন্য প্রভু মানুষের প্রতি ধৈর্যশীল,
ও তাদের উপরে তাঁর দয়া বর্ষণ করেন।
১২ তিনি তো দেখেন ও জানেন তাদের পরিণাম কেমন হীন,
এজন্য নিজের করুণা তত মহান করেন।

১৩ মানুষের দয়া প্রতিবেশী পর্যন্ত বিস্তৃত,
কিন্তু প্রভুর দয়া নিখিল প্রাণীর প্রতিই প্রসারিত।
তিনি ভর্ৎসনা করেন, সংশোধন করেন, উদ্বুদ্ধ করেন,
এবং মেষপালকের মত ফিরিয়ে আনেন তাঁর আপন পাল।
১৪ যারা তাঁর সংশোধনের বাণী গ্রহণ করে,
ও তাঁর সুবিচার অন্বেষণে তৎপর, তিনি তাদের প্রতি দয়াবান।

দান করা সম্বন্ধে বাণী

১৫ সন্তান, উপকারের সঙ্গে ভর্ৎসনা,
ও উপহারের সঙ্গে তিক্ত কথা মিশিয়ো না।
১৬ শিশির কি উত্তাপকে প্রশমিত করে না?
তেমনি উপহারের চেয়ে কথাই মূল্যবান।
১৭ দেখ, উত্তম উপহারের চেয়েও কথা কি শ্রেয় নয়?
দানশীল মানুষ দু'টোই অর্পণ করে।
১৮ মূর্খ মানুষ কিছু অর্পণ করে না—কেবল টিটকারিই তার দান;
হিংসুকের উপহার চোখ ক্ষীণ করে।

চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতা

১৯ কথা বলার আগে, শেখ;
অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে, নিজের প্রতি যত্ন নাও।
২০ বিচার আসবার আগে নিজেকে পরীক্ষা কর,
তাই ঐশ রায়ের দিনে নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন হবে।
২১ অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে নিজেকে নমিত কর,
কিন্তু একবার পাপ করলে, অনুতাপ দেখাও।
২২ ঠিক সময়ে মানত পূরণ করায় কিছুই যেন তোমাকে বাধা না দেয়,
শোধ করতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো না।
২৩ মানত করার আগে নিজেকে প্রস্তুত কর,
এমন একজনের মত হয়ো না, প্রভুকে যে যাচাই করে।
২৪ চরম দিনগুলির ঐশরোষের কথা মনে রেখ,
প্রতিফলের কালের কথাও চিন্তা কর, যখন তিনি শ্রীমুখ ফিরিয়ে নেবেন।
২৫ সমৃদ্ধির দিনে দুর্ভিক্ষের কথা ভাব;
প্রাচুর্যের দিনে দরিদ্রতা ও অভাবের কথা চিন্তা কর।
২৬ সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে,
প্রভুর সামনে সবকিছু ক্ষণস্থায়ী।
২৭ প্রজ্ঞাবান সমস্ত কিছুতে সতর্ক,
পাপের দিনে শঠতা থেকে মুক্ত থাকে।

[২৮] সদ্‌জ্ঞানী যে কোন মানুষ প্রজ্ঞা চেনে,
প্রজ্ঞার যে সন্ধান পেয়েছে, তাকে সে সম্মান করে।
[২৯] যারা উক্তির অর্থ বোঝে, তারাও প্রজ্ঞাবান,
নিজেদের প্রজ্ঞা দেখায়।

আত্মসংযম

[৩০] তোমার কামনা-বাসনা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়ো না,
তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।
[৩১] নিজের প্রাণকে যদি তার যত কামনা-বাসনায় তৃপ্তি পেতে দাও,
তা তোমাকে তোমার শত্রুদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করবে।
[৩২] আমোদপ্রমোদে ভরা জীবন ভোগ করো না,
দ্বিগুণ দরিদ্রতা: এ তার ফলাফল।
[৩৩] ধার নেওয়া অর্থ অপব্যয় ক'রে দরিদ্রতার পথে যেয়ো না,
—যখন তোমার থলিতে কিছু নেই!

১৯ [১] মদ্যপ্রিয় মজুর কখনও ধনী হবে না;
সামান্য ব্যাপার যে হেয়জ্ঞান করে, শীঘ্রই তার পতন হবে।
[২] আঙুররস ও নারী সুবিবেচক মানুষকে ভ্রষ্ট করে,
যে বারবার বেশ্যাদের সঙ্গে যায়, সে লজ্জাবোধ হারাবে।
[৩] পোকা ও কীট তাকে উত্তরাধিকার রূপে পাবে;
যার লজ্জাবোধ নেই, সে প্রাণ হারাবে।

বাচালতার বিরুদ্ধে

[৪] সহজে যে পরের উপর আস্থা রাখে, সে হালকা মনা,
পাপকর্ম যে সাধন করে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।
[৫] অনিষ্টে যে প্রীত, সে শাস্তি পাবে;
[৬] বাচালতা যে ঘৃণা করে, সে অনিষ্ট এড়ায়।
[৭] তোমাকে যা বলা হয়েছে, তা কখনও রটিয়ে বেড়িয়ো না,
তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না;
[৮] বন্ধু হোক কি শত্রু হোক, কাউকেই সেই কথা বলো না,
চুপ করায় যদি তোমার পাপ না হয়, সেই বিষয়ে কিছুই বলো না।
[৯] কেননা কেউ তোমাকে শুনবেই, ফলে তুমি অবিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হবে,
আর পরিশেষে তুমি ঘৃণার পাত্র হবে।
[১০] কিছু শুনেছ? তা তোমার সঙ্গে মরুক!
সাহস ধর, তা তোমাকে ফাটাবে না!
[১১] এক টুকরো সংবাদের জন্য মূর্খ যন্ত্রণায় ভুগবে,
শিশুর জন্য যেমন প্রসবিনী নারী যন্ত্রণায় ভোগে।

[১২] যেমন উরুতের মাংসে বিদ্ধ তীর,
তেমনি মূর্খের বুকে সংবাদ।

যা কিছু শোন তা বিশ্বাস করো না

[১৩] বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ কর: হয় তো সে কিছুই করেনি,
আর কিছু যদি করেই থাকে, তবে আর করবে না।
[১৪] পরকে জিজ্ঞাসাবাদ কর: হয় তো সে কিছুই বলেনি,
আর কিছু যদি বলেই থাকে, তবে আর বলবে না।
[১৫] বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ কর, কারণ পরনিন্দা খুবই সাধারণ,
সব কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।
[১৬] সময় সময় মানুষ পিছলে পড়ে, কিন্তু ইচ্ছা করে নয়;
নিজের জিহ্বা দিয়ে কখনও পাপ করেনি এমন মানুষ কে?
[১৭] হুমকি দেবার আগে তোমার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসাবাদ কর;
এবং পরাৎপরের বিধানকে স্থান দাও।

প্রকৃত ও নকল প্রজ্ঞা

[২০] ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা,
এবং সমস্ত প্রজ্ঞায় রয়েছে বিধান-পালন।
[২২] কিন্তু অনিষ্ট-জ্ঞানে প্রজ্ঞা থাকে না,
পাপীদের মন্ত্রণায়ও সদ্বিবেচনা আদৌ থাকে না।
[২৩] এমন নৈপুণ্য আছে, যা জঘন্য,
প্রজ্ঞা যার নেই, সে নির্বোধ।
[২৪] বুদ্ধিতে পূর্ণ হওয়া ও বিধান লঙ্ঘন করার চেয়ে
কম বুদ্ধিমান ও ভয়ে পূর্ণ হওয়াই শ্রেয়।
[২৫] এমন নৈপুণ্য আছে যা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু অন্যায্যতাই যার লক্ষ্য,
আবার এমন কেউ আছে যে প্রতারণা অবলম্বন করেই মামলায় জয়ী হয়।
[২৬] এমন মানুষ আছে, যে দুঃখে নুব্জ হয়ে হাঁটে,
অথচ তার অন্তর প্রবঞ্চনায় পূর্ণ;
[২৭] সে মাথা নত রাখে, সে বধির হওয়ার ভান করে,
তুমি তার মুখোশ না খুলে দিলে সে তোমার উপর জয়ী হবে।
[২৮] এমন মানুষ আছে, যে শক্তির অভাবেই পাপ করে না,
কিন্তু সুযোগ পেলে অনিষ্ট সাধন করবে।
[২৯] চেহারা থেকেই মানুষের পরিচয়লাভ,
মুখ দেখলেই সদ্বিবেচক মানুষকে চেনা যায়।
[৩০] মানুষের সাজসজ্জা, তার হাসির ভঙ্গি,
ও তার চলার গতি—এতে তার পরিচয় প্রকাশ পায়।

নীরবতা বজায় রাখা ও কথা বলা

২০ এমন ভর্ৎসনা আছে, যা অসময়োচিত,
আবার এমন কেউ আছে যে মৌন থাকে, সে-ই সুবিবেচক।
[২] আহা, রোষ পোষণ করার চেয়ে ভর্ৎসনা করা কতই না শ্রেয়!
[৩] নিজেকে যে দোষী বলে স্বীকার করে, সে অবমাননা এড়ায়।
[৪] নপুংসক মানুষ যুবতীর কুমারীত্ব হরণ করতে চেষ্টা করে যেমন,
তেমনি সেই মানুষ, যে বলপ্রয়োগেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
[৫] এমন মানুষ আছে যে মৌন থাকে ও প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য হয়,
আবার এমন মানুষ আছে, যে তার বাচালতার জন্য ঘৃণার পাত্র।
[৬] এমন মানুষ আছে যে কেমন উত্তর দেবে না জানায় মৌন থাকে,
আবার এমন মানুষ আছে যে উপযুক্ত সময় জানে বিধায় মৌন থাকে।
[৭] প্রজ্ঞাবান উপযুক্ত সময় পর্যন্ত মৌন থাকে,
কিন্তু বাচাল ও নির্বোধ মানুষ উপযুক্ত সময়টা সর্বদাই ভুল বোঝে।
[৮] যে বেশি কথা বলে, সে নিজেকে ঘৃণ্য করবে,
বলপ্রয়োগে যে কর্তৃত্ব দখল করে, সে ঘৃণার পাত্র হবে।

অবিশ্বাস্য অথচ সত্য!

[৯] এমন মানুষ আছে যে দুর্ঘটনায় সৌভাগ্য পায়,
আবার এমন লাভ আছে যা লোকসানে পরিণত হয়।
[১০] এমন দানশীলতা আছে যা তোমাকে উপকৃত করে না,
আবার এমন দানশীলতা আছে যা তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়।
[১১] এমন মর্যাদা আছে যা অবমাননায় চালিত করে,
আবার এমন নিম্নাবস্থার মানুষ আছে যে মাথা উচ্চ করে।
[১২] এমন মানুষ আছে যে অল্প দামে অনেক কিছু কেনে,
সেই মানুষও আছে যে তার জন্য সাতগুণ দাম দেয়।
[১৩] প্রজ্ঞাবান নিজের কথা দ্বারা নিজেকে গ্রহণীয় করে,
কিন্তু মূর্খ মানুষ বৃথাই মিষ্টি কথা বলে।
[১৪] নির্বোধের উপহার তোমার কোন উপকারে আসবে না,
কেননা সে যা দান করেছে,
তার চোখ তার সাতগুণের বেশি প্রত্যাশা করে।
[১৫] সে কম দেয় আর বেশি দাবি করে,
সে ঘোষকের মতই মুখ খোলে।
আজ ধার দেয়, কাল ফেরত চায়,
তেমন মানুষ ঘৃণ্য।
[১৬] মূর্খ বলে: 'বন্ধু নেই আমার!

আমার শুভকর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা নেই;
১৭ যারা আমার রুটি ভাগ করে খায়, তারা শঠতাপূর্ণ জিভের মানুষ!’
সে কতবারই ও কতজনেরই না হাসির বস্তু হবে!

অনুচিত কথন

১৮ জিহ্বার ভুলের চেয়ে ভুলবশত মাটিতে পিছলে পড়াই শ্রেয়,
এভাবে অন্যায়কারীর পতন এত শীঘ্রই আসে।
১৯ রুক্ষ মানুষ এমন অশিষ্ট গল্পের মত,
যা বারে বারে অভদ্রলোকদের মুখে থাকে।
২০ মূর্খের মুখ থেকে এলে মহাবাক্য পরিত্যক্ত হয়,
যেহেতু সে উপযুক্ত সময়ে তা উচ্চারণ করে না।
২১ এমন মানুষ আছে যে দরিদ্রতার কারণেই পাপ করতে বাধা পায়,
বিশ্রামকালে তার বিবেক অস্বস্তিবোধ করে না।
২২ এমন মানুষ আছে যে মিথ্যা-লজ্জার খাতিরে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে,
নির্বোধের অভিমতের খাতিরেই সে নিজের ক্ষতি সাধন করে।
২৩ এমন মানুষ আছে যে মিথ্যা-লজ্জার খাতিরে বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুত হয়,
আর এভাবে বন্ধুকে সে আপনা-আপনিই শত্রু করে।

মিথ্যাকথা

২৪ মিথ্যা মানুষের গায়ে বিশ্রী কলঙ্ক,
তা উচ্ছৃঙ্খলদের মুখে সর্বদা বিরাজমান।
২৫ অভ্যস্ত মিথ্যাবাদীর চেয়ে চোরই শ্রেয়,
তবু দু’জনে সমান সর্বনাশের অধিকারী হবে।
২৬ মিথ্যাভ্যাস জঘন্য অভ্যাস,
লজ্জাই হবে মিথ্যাবাদীর চিরসঙ্গী।

নানা উক্তি

২৭ প্রজ্ঞাবান কথা দ্বারাই নিজের পদোন্নতি ঘটায়,
সুবিবেচক মানুষ মহামান্যদের প্রিয়পাত্র হয়।
২৮ যে মাটি চাষ করে, সে প্রচুর ফসল সংগ্রহ করবে,
যে মহামান্যদের প্রিয়পাত্র হয়, সে অন্যায়ের ক্ষমা জয় করবে।
২৯ দান ও উপহার প্রজ্ঞাবানদের চোখ অন্ধ করে,
যেন মুখে দেওয়া কাপড়ের মত তা তীব্র তিরস্কারের শ্বাস রুদ্ধ করে।
৩০ গুপ্ত প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য ধন:
উভয়তে কী লাভ?
৩১ নিজের প্রজ্ঞা যে গুপ্ত রাখে, তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়,
যে নিজের মূর্খতা গুপ্ত রাখে।

নানা ধরনের পাপ

২১ সন্তান, তুমি কি পাপ করেছ? আর পাপ নয়;
এবং প্রাক্তন অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও।
২ পাপ থেকে যেন সাপ থেকেই পালাও,
কাছে গেলে সে তোমাকে কামড়াবে।
তার দাঁত সিংহেরই দাঁত,
তা মানুষের প্রাণ হরণ করে।
৩ সমস্ত অপরাধ দুধারী খড়্গের মত,
তেমন ঘায়ের জন্য প্রতিকার নেই।
৪ আতঙ্ক ও হিংসা ধনকে মিলিয়ে দেয়,
তেমনি গর্বিত মানুষের গৃহ উৎসন্নস্থান হবে।
৫ দরিদ্রের মুখে উচ্চারিত প্রার্থনা সরাসরি ঈশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছে,
আর তাঁর বিচার আসতে দেরি করে না।
৬ ভর্ৎসনা যে ঘৃণা করে, সে পাপীর পদচিহ্নে চলে,
কিন্তু যে প্রভুকে ভয় করে, সে হৃদয়গভীরেই অনুতাপ করে।
৭ বাচাল মানুষ চারদিকেই নিজেকে পরিচিত করে,
কিন্তু সুবিবেচক মানুষের কাছে নিজের সমস্ত ত্রুটি পরিচিত।
৮ পরের ধনে যে নিজের ঘর বাঁধে,
সে এমন মানুষের মত, যে নিজের কবরের জন্য পাথর জমায়।
৯ দুষ্কৃতকারীদের সভা রাশি রাশি তুষ যেন,
বিশাল অগ্নিশিখাই তাদের পরিণাম।
১০ পাপীদের পথ সমতল ও পাথরবিহীন,
কিন্তু তার শেষে রয়েছে পাতালের গহ্বর।

প্রজ্ঞাবান ও মূর্খ

১১ যে কেউ বিধান মেনে চলে, সে নিজের স্বভাবের গতির উপর প্রভুত্ব করে,
প্রজ্ঞাই প্রভুভয়ের সিদ্ধি।
১২ যার সহজাত দক্ষতার অভাব, তাকে কিছু শেখানো সম্ভব নয়,
কিন্তু এমন সহজাত দক্ষতাও আছে, যা তিক্ততা বাড়ায়।
১৩ প্রজ্ঞাবানের সদ্‌জ্ঞান বন্যার মত বৃদ্ধি পায়,
তার পরামর্শ জীবন-উৎসের মত।
১৪ মূর্খের অন্তর ভগ্ন পাত্রের মত,
তা কোন জ্ঞান ধারণ করবে না।
১৫ সুবিবেচক মানুষ যদি সুচিন্তিত কথা শোনে,
সে তা সমর্থন করে ও তার সঙ্গে আর একটা যোগ দেয়।

উচ্ছৃঙ্খল মানুষ যদি একই কথা শোনে, সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
ও নিজের পিঠের পিছনে তা ফেলে দেয়।
১৬ মূর্খের আলাপ যাত্রাপথে বোঝার মত,
কিন্তু বুদ্ধিমানের ওষ্ঠে প্রসাদই পাওয়া যায়।
১৭ সদ্বিবেচকের কথন জনমণ্ডলীতে অপেক্ষিত,
তিনি যা বলেন, তা হবে গভীর চিন্তার বিষয়।
১৮ মূর্খের প্রজ্ঞা ধ্বংসিত গৃহের মত,
অবোধের জ্ঞান এলোমেলো বকবকানি মাত্র।
১৯ বুদ্ধিহীনের দৃষ্টিতে শাসন পায়ে শেকল স্বরূপ,
তার ডান হাতে হাতকড়ি স্বরূপ।
২০ মূর্খ জোর গলায় হাসে,
কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ মৃদু হাসিমুখ দেখায়।
২১ সদ্বিবেচকের দৃষ্টিতে শাসন সোনার হার;
তার ডান হাতে ভূষণ যেন।
২২ মূর্খ সরাসরিই বাড়ির ভিতরে পা বাড়ায়,
অভিজ্ঞ মানুষ সম্মান দেখায়।
২৩ নির্বোধ মানুষ দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারে,
ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করে।
২৪ দরজায় কান দেওয়া অভদ্রতার চিহ্ন,
সদ্বিবেচক মানুষ তেমন ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করবে।
২৫ মূর্খদের ওষ্ঠ কেবল পরের কথাই আবৃত্তি করে,
সদ্বিবেচকের কথা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা কথা।
২৬ মূর্খদের হৃদয় তাদের মুখে রয়েছে,
কিন্তু প্রজ্ঞাবানদের মুখ তাদের হৃদয়ে বিরাজ করে।
২৭ ভক্তিহীন যখন শয়তানকে অভিশাপ দেয়,
তখন নিজেকেই অভিশাপ দেয়।
২৮ পরনিন্দুক নিজেরই ক্ষতি করে,
সে হবে তার নিজের পরিবেশের ঘৃণার পাত্র।

অলস সম্বন্ধে বাণী

২২ অলস মানুষ কলঙ্কপূর্ণ পাথরের মত,
তার লজ্জাকর অবস্থায় লোকে শিস দেয়।
২ অলস মানুষ গোবর-পিণ্ডের মত,
যে কেউ তা তুলে নেয়, সে হাত ঝেড়ে ফেলে।

অভদ্র ছেলে সম্বন্ধে বাণী

৩ অভদ্র ছেলের পিতা হওয়া লজ্জার বিষয়,
কিন্তু মেয়ের জন্ম লোকসান।
৪ সদ্বিবেচক মেয়ে স্বামীর পক্ষে হবে ধন,
কিন্তু নির্লজ্জ মেয়ে তার আপন পিতার পক্ষে হবে দুঃখ।
৫ নির্লজ্জ মেয়ে পিতার ও স্বামীর দু'জনেরই মর্যাদাহানির কারণ,
সে হবে দু'জনেরই ঘৃণার পাত্র।
৬ অসময় কথন যেন শোকের দিনে বাজনার মত,
কিন্তু সময়ে অসময়ে কশা ও সংশোধন প্রজ্ঞার নামান্তর।

মূর্খ সম্বন্ধে বাণী

৯ মূর্খকে যে সদুপদেশ দেয়, সে আঠা দিয়ে কুচির সঙ্গে কুচি লাগায়,
সে ঘোর নিদ্রা থেকে নিদ্রামগ্নকে জাগায়।
১০ মূর্খের সঙ্গে যে যুক্তি করে, সে নিদ্রামগ্নের সঙ্গেই যুক্তি করে;
শেষে সে তাকে বলবে: 'ব্যাপারটা কি?'
১১ মৃতলোকের জন্য অশ্রুপাত কর, সে তো আলো হারিয়ে ফেলেছে;
মূর্খের জন্য অশ্রুপাত কর, সে তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।
কিন্তু মৃতলোকের জন্য তোমার অশ্রুপাত কম তিক্ত হোক,
সে তো এখন বিশ্রাম করছে;
কেননা মূর্খের জীবন মৃত্যুর চেয়ে শোচনীয়।
১২ মৃতলোকের জন্য শোকপালন সাত দিন;
মূর্খ ও ভক্তিহীনের জন্য শোকপালন তোমার জীবনের সমস্ত দিন।
১৩ নির্বোধের সঙ্গে বেশি কথা ব্যয় করো না,
অবোধের সঙ্গে সংসর্গ করো না,
তার বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে তোমার অসুবিধা ঘটে,
তার সংস্পর্শে পাছে তোমার কলুষ হয়।
তার কাছ থেকে দূরে থাক, শান্তি পাবে,
ও তার নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাকে ক্ষুব্ধ হতে হবে না।
১৪ সীসার চেয়ে গুরুভার আর কী আছে?
'মূর্খ' এনাম ছাড়া তার আর কী নাম?
১৫ অবোধকে বহন করার চেয়ে
বালু, লবণ, লোহার পিণ্ড বহন করা সহজ।
১৬ গৃহের সুসংবদ্ধ কড়িকাঠ
ভূমিকম্পে অসংলগ্ন হয় না,
তেমনি চিন্তা-ভাবনার পরে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হৃদয়

বিপদের দিনে সঙ্কুচিত হবে না।
[17] সুচিন্তিত ধারণায় স্থাপিত যে হৃদয়,
তা মসৃণ দেওয়ালের উপরে লেপের মত।
[18] উচ্চস্থানের উপরে রাখা কুচি
বাতাসের মুখে দাঁড়ায় না,
তেমনি মূর্খের হৃদয়, যে নিজের ভাবনায় ভীত হয়ে
ভয়ের মুখে দাঁড়ায় না।

বন্ধুত্ব

[19] চোখ বিঁধিয়ে দাও, অশ্রু ঝরবে,
হৃদয় বিঁধিয়ে দাও, তার ভাব ব্যক্ত করবে।
[20] পাখিদের পাথর মার, তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে,
বন্ধুকে অপমান কর, বন্ধুত্ব নষ্ট করবে।
[21] যদি বন্ধুর বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করে থাক,
নিরাশ হয়ো না, এখনও আছে প্রত্যাগমনের পথ।
[22] যদি বন্ধুর বিরুদ্ধে মুখ খুলে থাক,
ভয় করো না, এখনও আছে মিলনের আশা;
কিন্তু অপমান, উদ্ধত ভাব, গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ, ও পিঠে আঘাত—
এই সকল ক্ষেত্রে মিলিয়ে যাবে সমস্ত বন্ধু।
[23] তোমার প্রতিবেশীর আস্থা তার অভাবের দিনেই জয় কর,
যেন তার সঙ্গে তার নবীন সমৃদ্ধি ভোগ কর।
ক্লেশের দিনে তার পাশে পাশে থাক,
যেন তার উত্তরাধিকারের অংশী হও।
[24] আগুনের আগে হাপরে দেখা দেয় বাষ্প ও ধূম,
তেমনি রক্তপাতের আগে দেখা দেয় কটুকথা।
[25] বন্ধুকে আশ্রয় দিতে আমি লজ্জা করব না,
তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোব না;
[26] আর যদি তার কারণে আমার অমঙ্গল ঘটে,
তবে যে কেউ একথা শুনবে, সে তার বিষয়ে সাবধান থাকবে।

সতর্কতা

[27] কে আমার মুখের দ্বারে রাখবে প্রহরী,
আমার ওষ্ঠে উপযোগী সীলমোহর,
যেন তার কারণে আমার পতন না হয়,
ও আমার জিহ্বা আমার সর্বনাশ না ঘটায়?

২৩ [১] হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী,
তাদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না,
তাদের কারণে আমাকে পড়তে দিয়ো না।
[২] কে আমার চিন্তা-ভাবনার উপর প্রয়োগ করবে কশা,
আমার হৃদয়ের উপর প্রজ্ঞার শাসন,
যেন আমার ভুল-ত্রুটি রেহাই না পায়,
আমার পাপগুলি অদণ্ডিত না থাকে,
[৩] পাছে আমার ভুল-ত্রুটি বহুসংখ্যক হয়,
এবং আমার পাপগুলি এমনই প্রচুর হয় যে,
আমি আমার বিপক্ষদের সামনে পড়ি
ও আমার শত্রু আমার বিষয়ে উল্লাস করে?
[৪] হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী,
আমার চোখ যেন উদ্ধত না হয়,
[৫] আমা থেকে হিংসা দূর করে দাও,
[৬] লাম্পট্য ও কামাসক্তি যেন আমাকে না ধরে ফেলে,
আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

শপথ সম্বন্ধে বাণী

[৭] সন্তানেরা, আমার মুখের উপদেশ শোন,
যে কেউ তা রক্ষা করে, সে ধরা পড়বে না।
[৮] পাপী তার নিজের ওষ্ঠ দ্বারা জড়ানো,
পরনিন্দুক ও গর্বিত মানুষ তাতে হোঁচট খায়।
[৯] তোমার মুখকে শপথ করতে অভ্যস্ত করো না,
সেই পবিত্রজনের অযথা নাম-উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ো না;
[১০] কেননা যে দাসের উপর অবিরতই কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়,
তার গা যেমন ঘা-বিহীন হবে না,
যে শপথ করে ও শুধু শুধু সেই নাম উচ্চারণ করে,
সেও তেমনি পাপবিহীন হবে না।
[১১] বহু শপথের মানুষ অধর্মে পূর্ণ হয়,
তার গৃহ থেকে কশা দূরে যাবে না।
সে যদি অপরাধ করে, তার পাপ তার উপরেই বর্তে,
সে যদি অসতর্ক থাকে, দ্বিগুণ পাপ করে।
সে যদি মিথ্যা শপথ করে, সে নিরপরাধী বলে গণ্য হবে না,
বস্তুত তার গৃহ দুর্বিপাকে পূর্ণ হবে।

অনুচিত কথন

[১২] এমন কথা বলার ভঙ্গি আছে, যা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় ;
তা যেন যাকোবের উত্তরাধিকারের মধ্যে পাওয়া না যায়,
কেননা ভক্তপ্রাণেরা তেমন কিছু প্রত্যাখ্যান করে থাকে ;
না, পাপের মধ্যে তারা গড়াগড়ি দেবে না।
[১৩] তোমার মুখ অশিষ্ট কথনে অভ্যস্ত না হোক,
কেননা তাতে পাপময় কথা উপস্থিত।
[১৪] যখন তুমি গণ্যমান্যদের মধ্যে বস,
তখন তোমার পিতামাতার কথা স্মরণ কর ;
পাছে তাদের সামনে নিজেরই কথা ভুলে গিয়ে
মূর্খের মত ব্যবহার কর ;
তখন তুমি ইচ্ছা করবে, তোমার যেন কখনও জন্ম না হত,
আর নিজের জন্মের দিনকে অভিশাপ দেবে।
[১৫] নির্লজ্জ কথনে অভ্যস্ত মানুষ
সারা জীবন ধরে নিজেকে সংস্কার করবে না।

অশুচিতা

[১৬] দু' প্রকার মানুষ আছে, যারা পাপের সংখ্যা বাড়ায়,
তৃতীয় প্রকার মানুষও আছে, যে ঐশক্রোধ ডেকে আনে :
জ্বলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত বাসনা
নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত নিভবে না ;
যে মানুষ নিজ দেহমাংস অশুচিতার হাতে ছাড়ে,
আগুন তাকে পুড়িয়ে ক্ষয় না করা পর্যন্ত থামবে না ;
[১৭] অশুচি মানুষের পক্ষে সমস্ত খাদ্য রুচিকর,
তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না।
[১৮] যে মানুষ নিজ বিবাহ-শয্যার প্রতি অবিশ্বস্ত,
ও মনে মনে বলে : 'কে আমাকে দেখতে পায় ?
আমার চারদিকে অন্ধকার, প্রাচীর আমাকে লুকোয়,
কেউ আমাকে দেখতে পারে না, কেন ভয় করব ?
আমার পাপগুলির কথা পরাৎপরের মনে থাকবে না,'
[১৯] মানুষদের চোখ-ই তেমন মানুষের ভয়ের বিষয় ;
সে তো জানে না যে,
প্রভুর চোখ সূর্যের চেয়ে সহস্র গুণে উজ্জ্বল ;
প্রভুর চোখ মানুষদের সকল কাজ দেখতে পায়,
গুপ্ততম স্থানও ভেদ করতে পারে।

[২০] সৃষ্ট হবার আগেও সবকিছু তাঁর কাছে জ্ঞাত ছিল,
সম্পন্ন হবার পরেও জ্ঞাত রয়েছে।
[২১] তেমন মানুষ শহরের ময়দানেই শাস্তি পাবে,
তার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তেই সে ধরা পড়বে।

ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক

[২২] একই প্রকারে ঘটবে সেই বধূর বেলায়, যে স্বামীকে ত্যাগ করে,
ও তার স্বামীর সামনে এমন উত্তরাধিকারী উপস্থিত করে
যে অন্যজনের সঙ্গে মিলনের ফল।
[২৩] প্রথম কথা : সে পরাৎপরের বিধানের প্রতি অবাধ্য হয়েছে,
দ্বিতীয় কথা : সে স্বামীর প্রতি প্রবঞ্চনাময়ী হয়েছে,
তৃতীয় কথা : সে ব্যভিচারে বেশ্যার মত ব্যবহার করেছে,
এবং এমন সন্তানদের প্রসব করেছে যারা অন্যজনের সঙ্গে মিলনের ফল।
[২৪] তেমন নারীকে জনমণ্ডলীর সামনে আনা হবে,
এবং তার সন্তানদের বিষয় তদন্ত করা হবে।
[২৫] তার সন্তানেরা কোথাও মূল গাড়বে না,
তার শাখাগুলোতে ফল ধরবে না।
[২৬] সে অভিশপ্তই এক স্মৃতি রেখে যাবে,
কখনও মোছা হবে না তার দুর্নাম।
[২৭] যারা বেঁচে যাবে, তারা তখন বুঝবে যে, প্রভুভয়ের চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই,
তাঁর আজ্ঞা-পালনের চেয়ে মধুর কিছু নেই।

প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

২৪ প্রজ্ঞা নিজেই নিজের প্রশংসাবাদ করে,
তার আপন জনগণের মাঝে নিজের গুণকীর্তন করে।
[২] পরাৎপরের জনমণ্ডলীর মধ্যে মুখ খোলে,
তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে নিজের গুণকীর্তন করে :
[৩] 'আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত,
কুয়াশাই যেন পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হলাম।
[৪] আমি সেই ঊর্ধ্বেই আমার তাঁবু স্থাপন করলাম,
মেঘ-স্তম্ভেই স্থাপিত ছিল আমার সিংহাসন।
[৫] আমি একাকীই আকাশমণ্ডল পরিক্রমা করলাম,
গভীর গহ্বরের মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম ;
[৬] সাগরের ঊর্মিমালার উপরে, সারা পৃথিবীর উপরে,
সমস্ত জাতি ও দেশের উপরেই কর্তৃত্ব নিলাম।
[৭] এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম,

সন্ধান করছিলাম, কার্ অঞ্চলে বসতি করব।
৮ তখন বিশ্বস্রষ্টা আমাকে এক আজ্ঞা দিলেন,
আমার স্রষ্টা নিজেই আমার জন্য তাঁবু স্থাপন করলেন,
আমাকে বললেন, “যাকোবেই তাঁবু বসাও,
ইস্রায়েলকে নিজ উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ কর।”
৯ অনাদিকাল থেকে—সেই প্রারম্ভেই—তিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন,
অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।
১০ পবিত্র তাঁবুতে আমি তাঁর সম্মুখে সেবাকর্ম পালন করলাম,
এভাবে সিয়োনে প্রতিষ্ঠিত হলাম।
১১ ভালবাসার পাত্র সেই নগরীতেই তিনি আমার বিশ্রামস্থান দিলেন,
যেরুসালেমেই রয়েছে আমার অধিকার।
১২ আমি গৌরবময় এক জাতির মাঝে শিকড় গাড়লাম,
হ্যাঁ, প্রভুর স্বত্বাংশে, তাঁর সেই উত্তরাধিকারে।
১৩ আমি বৃদ্ধি পেয়েছি যেন লেবাননের একটা এরসগাছের মত,
হার্মোন পর্বতের উপরে একটা দেবদারুগাছের মত;
১৪ বৃদ্ধি পেয়েছি যেন এন্-গেদির একটা খেজুরগাছের মত,
যেরিখোর একটা গোলাপ ঝোপের মত,
সমভূমিতে মহীয়ান জলপাইগাছের মত,
বৃদ্ধি পেয়েছি সরলগাছের মত।
১৫ দারুচিনি ও সুগন্ধি মলম যেন আমি ছড়িয়েছি সুগন্ধ,
সেরা গন্ধনির্যাস যেন বিস্তার করেছি আমার সুবাস;
হ্যাঁ, গাল্বানাস, ওনিক্স, স্তাক্ত যেন,
তাঁবুতে একটা ধূপ-মেঘই যেন।
১৬ যেন তার্পিনগাছের মত ডালপালা বাড়িয়ে দিয়েছি,
আমার ডালপালা মহিমা ও কান্তির ডাল।
১৭ আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর,
আর আমার ফুল, তা তো গৌরব ও ঐশ্বর্যের ফুল।
১৯ আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো,
আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও।
২০ কারণ আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর,
উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।
২১ যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে,
যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।
২২ যে কেউ আমার প্রতি বাধ্য, তাকে লজ্জিত হতে হবে না,
আমাতেই যে কেউ কর্ম সাধন করে, সে কখনও পাপ করবে না।

প্রজ্ঞা ও বিধান

[২৩] এই সমস্ত কিছু হল পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান-পুস্তক,
সেই যে বিধান মোশী আমাদের জন্য আদিষ্ট করলেন,
যাকোবের জনসমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার।
[২৫] এই সমস্ত কিছুই প্রজ্ঞাকে উপচিয়ে পড়ায় পিশোন নদীর মত,
ও নবীন ফলের সময়ে টাইগ্রীস নদীর মত;
[২৬] এই সমস্ত কিছুই সুবুদ্ধিকে উথলে পড়ায় ইউফ্রেটিসের মত,
ও ফসল কাটার সময়ে যর্দনের মত;
[২৭] এবং শাসনকে প্রবাহিত করায় নীল নদীর মত,
আঙুরফল সংগ্রহ করার সময়ে গিহোন নদীর মত।
[২৮] প্রথম মানুষ তার বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে শেষ করেনি,
চরম মানুষও তা সূক্ষ্মরূপে তলিয়ে দেখতে পারেনি;
[২৯] কেননা প্রজ্ঞার চিন্তা সমুদ্রের চেয়েও বিস্তৃত,
ও তার সুমন্ত্রণা অতল গহ্বরের চেয়েও গভীর।
[৩০] আমি—নদী থেকে উদ্গত নালার মত,
উদ্যানের মধ্যে প্রবাহী জলস্রোতের মত—
[৩১] এই আমি বললাম, 'আমার উদ্যান জলসিক্ত করব,
আমার বাগিচায় জল সিঞ্চন করব।'
আর দেখ, আমার সেই নালা নদী হয়ে গেছে,
আমার নদী হয়ে গেছে সাগর।
[৩২] আমি আমার শিক্ষাবাণী উষারই মত আবার উজ্জ্বল করে তুলব,
তার দীপ্তি বহু দূরে প্রসারিত করব।
[৩৩] আমি শিক্ষাবাণী নবীয় বাণীরই মত আবার বর্ষণ করব,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য তা রেখে যাব।
[৩৪] দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়,
বরং শিক্ষাবাণীর অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি।

উত্তম স্বামী ও ধূর্ত স্বামী

২৫ তিনটে বিষয় আছে, যা আমার প্রাণের প্রীতি,
যা প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর:
ভাইদের মধ্যে মনের মিল, প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব,
এবং সেই বধূ ও স্বামী, যারা একত্রে আনন্দময় জীবন যাপন করে।
[২] তিন প্রকার মানুষ আছে, যারা আমার প্রাণের বিতৃষ্ণার পাত্র,
যাদের জীবন আমার চোখে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য:
উদ্ধতমনা দরিদ্র, মিথ্যাবাদী ধনী,

এবং ব্যভিচারী এমন বৃদ্ধ মানুষ, যার জ্ঞানবোধ নেই।
৩ যৌবনকালে যখন সংগ্রহ করনি,
তখন তোমার বার্ধক্যকালে কেমন করে কিছু পাবে?
৪ আহা, পাকাচুলের মানুষের পক্ষে বিচার করা কেমন শোভা পায়!
প্রবীণদের পক্ষে সুমন্ত্রণায় দক্ষ হওয়া কেমন সমীচীন!
৫ প্রাচীনদের পক্ষে প্রজ্ঞা কেমন শোভা পায়!
গণ্যমান্যদের পক্ষে সুচিন্তিত পরামর্শ ও সুমন্ত্রণা কেমন সমুচিত!
৬ বহুবিধ অভিজ্ঞতা, এ প্রবীণদের মুকুট,
প্রভুভয়, এ তাদের গৌরব।
৭ ন'টা বিষয় আছে, যার কথা ভেবে আমি অন্তরে সুখ পাই;
দশম একটা আছে, তা এখন আমার মুখে উপস্থিত:
সেই মানুষ, যে নিজ সন্তানদের বিষয়ে গর্ব করতে পারে,
সেই মানুষ, যে তার শত্রুদের পতন দেখা পর্যন্ত জীবিত থাকে,
৮ সুখী সেই জন, যে বুদ্ধিমতী বধূর সঙ্গে ঘর করে,
যে বলদ ও গাধা একসঙ্গে জুড়ে চাষ করে না,
যে নিজের জিহ্বা দিয়ে পাপ করে না,
যে নিজের চেয়ে অযোগ্য মানুষের সেবা করতে বাধ্য নয়,
৯ সুখী সেই জন, যে সদ্বিবেচনার সন্ধান পেয়েছে,
যে মনোযোগী কান উদ্দেশ করে কথা বলে,
১০ প্রজ্ঞার যে সন্ধান পেয়েছে, সে কেমন মহান!
কিন্তু যে প্রভুকে ভয় করে, তার চেয়ে মহান কেউ নেই।
১১ প্রভুভয় সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে;
যে কেউ তা জয় করেছে, তার সঙ্গে কার্ তুলনা করা যাবে?

ধূর্ত নারী

১৩ যে কোন ক্ষত! কিন্তু হৃদয়ের ক্ষত নয়;
যে কোন ধূর্ততা! কিন্তু নারীর ধূর্ততা নয়;
১৪ যে কোন দুর্বিপাক! কিন্তু বিদ্বেষীদের ঘটিত দুর্বিপাক নয়;
যে কোন প্রতিশোধ! কিন্তু শত্রুদের প্রতিশোধ নয়।
১৫ সাপের বিষের চেয়ে অনিষ্টকর বিষ নেই,
শত্রুর রোষের চেয়ে তীব্র রোষ নেই।
১৬ ধূর্ত বধূর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে
আমি বরং একটা সিংহ বা একটা নাগদানবের সঙ্গেই বাস করব!
১৭ নারীর ধূর্ততা তার চেহারা বিকৃত করে,
তার মুখ ভালুকের মুখের মত ভয়ানক করে।

১৮ যখন তার স্বামী প্রতিবেশীদের মধ্যে আসন নেয়,
তখন ইচ্ছা না করলেও সে তীব্র আর্তনাদ ছাড়ে।
১৯ নারীর শঠতার তুলনায় অন্য সমস্ত শঠতা কিছুই নয়;
আহা, তার উপর পাপীর ভাগ্য ঝাঁপিয়ে পড়ুক!
২০ বৃদ্ধ মানুষের পায়ের পক্ষে বালিয়াড়িতে আরোহণ করা যেমন,
তেমনি শান্ত প্রকৃতির মানুষের পক্ষে ঝগড়াটে স্ত্রীলোক।
২১ নারীর সৌন্দর্যে নিজেকে বশীভূত হতে দিয়ো না,
কোন নারীর জন্য মাথা হারিয়ো না।
২২ বধূ যদি স্বামীর ভরণপোষণ করে,
স্বামী হবে ক্রোধ, অপমান ও মহাঘৃণার পাত্র।
২৩ বিষণ্ন মন, দুঃখার্ত মুখ, বিদীর্ণ হৃদয়:
তেমনি ধূর্ত স্ত্রীলোক।
শিথিল হাত ও দুর্বল হাঁটু:
তেমনি সেই বধূ, যে আপন স্বামীকে সুখী করে না।
২৪ একজন নারী দ্বারাই হয়েছে পাপের সূচনা,
আবার তার কারণেই আমাদের সকলকে মরতে হয়।
২৫ জলকে ছিদ্র পেতে দিয়ো না,
ধূর্ত স্ত্রীলোককেও কথা বলার পূর্ণ সুযোগ দিয়ো না।
২৬ সে যদি তোমার কথামত না চলে,
তাকে ছাড়।

গুণবতী নারীর স্বামীর সুখ

২৬ যার বধূ গুণবতী, সেই মানুষ, আহা, কেমন সুখী!
দ্বিগুণ হবে তার আয়ুষ্কাল।
২ উত্তম বধূ তার নিজের স্বামীর সুখ,
তার স্বামী শান্তিতেই জীবনযাপন করবে।
৩ গুণবতী বধূ উত্তম সম্পদ!
তাকে তাদেরই জন্য বণ্টন করা হয়, যারা প্রভুকে ভয় করে।
৪ সেই স্বামী ধনী হোক কি নির্ধন হোক, তার হৃদয় আনন্দিত হবে,
যে কোন সময় উৎফুল্ল হবে তার মুখ।

ধূর্ত নারী

৫ তিনটে বিষয় আছে, যা আমার হৃদয় ভয় করে:
চতুর্থ একটা বিষয় আমাকে সন্ত্রাসিত করে:
শহরে রটিয়ে পড়া পরনিন্দা, জনতার কোলাহল,
এবং মিথ্যা অভিযোগ—এই সমস্ত কিছু মৃত্যুর চেয়েও মন্দ;

৬ কিন্তু একটি নারী যে আর একটি নারীর বিষয়ে অন্তর্জ্বালায় পোড়ে,
তা হৃদয়ভঙ্গ ও শোকের ব্যাপার ;
এবং তার জিহ্বার কশা সমস্ত কিছু একসঙ্গে বাঁধে।
৭ বলদের অসংলগ্ন জোয়াল : এ ধূর্ত স্ত্রীলোক !
যে তাকে জয় করতে চায়, সে বিছেকে ধরতে চায়।
৮ মাতাল স্ত্রীলোক ক্ষোভের ব্যাপার,
সে নিজের লজ্জা লুকোতে পারবে না।
৯ স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা তার বড় বড় চোখেই প্রকাশিত,
তার চোখের পাতাই তা সত্য বলে প্রমাণ করে।
১০ জেদি মেয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
প্রশ্রয় পেলে সে যেন কোন সুযোগ সৃষ্টি না করে।
১১ তার নির্লজ্জ চোখের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
সে তোমার অসম্মান ঘটালে আশ্চর্য হয়ো না !
১২ পিপাসিত যাত্রী যেমন মুখ খুলে
পাশাপাশির যে কোন জল পান করে,
তেমনি সে তাঁবুর প্রতিটি খুঁটির ধারে ধারে ব'সে
যত তীরের জন্য তূণ খুলে দেয়।

উত্তম বধূর প্রশংসা

১৩ বধূর লাবণ্য স্বামীকে মুগ্ধ করবে,
তার সদ্‌জ্ঞান তার সমৃদ্ধি ঘটায়।
১৪ নীরব নারী, এ প্রভুরই দান,
মার্জিত চরিত্রের মূল্যে কোন দাম মেটে না।
১৫ শালীনা নারী অনুগ্রহধারা স্বরূপ,
বিনয়িনী প্রাণের মূল্য গণনার অতীত।
১৬ সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল,
গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।
১৭ পবিত্র দীপাধারের উপরে যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ,
তেমনি সুগঠিত দেহে মুখমণ্ডলের কান্তি।
১৮ রুপোর ভিত্তির উপরে যেমন সোনার স্তম্ভ,
তেমনি দৃঢ় পায়ের পাতার উপরে সুগঠিত পা।

দুঃখজনক বিষ

২৮ দু'টো বিষয় আছে, যা আমার হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে,
তৃতীয় একটা আছে, যা আমার রোষ ডেকে আনে :
একটি যোদ্ধা, সে যখন চরম দরিদ্রতায় নিঃশেষিত হয়,

সুবিবেচক মানুষেরা, তারা যখন বিদ্রূপের বস্তু,
একজন মানুষ, সে যখন ধর্মময়তা থেকে পাপের দিকে ফেরে :
তেমন মানুষকে প্রভু খড়্গের জন্য চিহ্নিত করে রাখেন।

বাণিজ্য

[২৯] বণিকের পক্ষে অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা বড়ই কঠিন,
ব্যবসায়ীও নিজেকে পাপমুক্ত করে রাখতে পারবে না।

২৭ [১] অর্থলাভের খাতিরে অনেকে পাপ করেছে,
যে ধনবান হতে চেষ্টা করে, সে [প্রভুভয় থেকে] চোখ ফেরায়।
[২] দু'টো পাথরের জোড়ায় খুঁটা স্থান নেয়,
ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পাপ জোর করে ঢোকে।
[৩] মানুষ যদি ভালোমত প্রভুভয় আঁকড়ে না ধরে,
তার গৃহ শীঘ্র উল্টে যাবে।

কথন থেকেই মানুষের পরিচয় লাভ

[৪] কুলো চালালে কেবল আবর্জনা বাকি থাকে,
তেমনি মানুষের ত্রুটি তার কথনেই ভেসে ওঠে।
[৫] হাপর কুমোরের পাত্র যাচাই করে,
মানুষের পরীক্ষা তার কথাবার্তায় সাধিত।
[৬] ফল দেখায় গাছ কেমনভাবে চাষ করা হয়েছে,
তেমনি কথন প্রকাশ করে মানুষের ভাব।
[৭] মানুষ কথা বলার আগে তার প্রশংসা করো না,
এ-ই মানুষকে পরীক্ষা।

সদ্‌গুণ

[৮] যদি সদ্‌গুণের চেষ্টায় থাক, তার নাগাল পাবেই,
তা গৌরব-বসনই যেন পরিধান করবে।
[৯] পাখিরা তাদের সদৃশদের সঙ্গে সংসর্গ করে,
সত্য সত্যের সাধকের কাছে ফিরবে।
[১০] সিংহ ওত পেতে থাকে শিকারের জন্য,
তেমনি পাপ অন্যায়কারীদের জন্য।
[১১] ভক্তপ্রাণের কথায় সর্বদাই প্রজ্ঞা বিরাজিত,
কিন্তু নির্বোধ চাঁদের মত পরিবর্তনশীল।
[১২] অবোধদের মধ্যে থাকতে সময়ের দিকে লক্ষ রাখ,
সুবিবেচকদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাও।
[১৩] মূর্খদের কথন ঘৃণ্য,
তাদের হাসি পাপময় উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ধ্বনিত।

[14] প্রায়ই যারা শপথ করে, তাদের কথনে শ্রোতার চুল শিহরে ওঠে,
তাদের ঝগড়া-বিবাদ তোমাকে কান বন্ধ করতে বাধ্য করে।
[15] গর্বিতদের মধ্যে ঝগড়ার ফল রক্তপাত,
তাদের কটুকথা কেবল শোনাও লজ্জাকর।

গুপ্ত কথা

[16] গুপ্ত কথা যে প্রকাশ করে, সে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়,
প্রিয় কোন বন্ধুকেও সে আর কখনও পাবে না।
[17] বন্ধুকে ভালবাস, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
কিন্তু যদি তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করে থাক, তার পিছনে আর যেয়ো না,
[18] কেননা মানুষ যাকে হত্যা করেছে তাকে যেমন ধ্বংস করে,
তেমনি তুমি তোমার প্রতিবেশীর বন্ধুত্ব হত্যা করেছ।
[19] আবার, তুমি যেমন পাখিকে তোমার হাত থেকে পালাতে দিয়েছ,
তেমনি তোমার বন্ধুকে যেতে দিয়েছ, তাকে আর ফিরে পাবে না।
[20] তার পিছনে আর যেয়ো না, সে তো দূরেই গেছে;
সে পালিয়েছে—যেমন হরিণ ফাঁস থেকে পালায়।
[21] কেননা ঘা বাঁধানো যায়, ও অপমান ক্ষমা করা যায়,
কিন্তু গুপ্ত কথা যে প্রকাশ করেছে, তার পক্ষে আর আশা নেই।

কপটতা

[22] যে চোখ পিটপিট করে, সে অনিষ্ট আঁটে,
কেউ তা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না।
[23] তোমার সামনে তার কথা মিষ্ট,
তোমার আলাপে সে বিস্ময় প্রকাশ করে,
কিন্তু তোমার পিছনে উল্টো কথা বলবে,
ও তোমার কথা পদস্খলনের ব্যাপারেই পরিণত করবে।
[24] আমি বহু কিছু ঘৃণা করি, কিন্তু তার মত কিছুই ঘৃণা করি না;
প্রভুও তাকে ঘৃণা করেন।
[25] ঊর্ধ্বে যে পাথর ছোড়ে, সে নিজের মাথার উপরেই তা ছোড়ে,
পিঠে আঘাত তাকেই আঘাত করে, যে আঘাত হেনেছে।
[26] যে গর্ত খোঁড়ে, সে নিজে তার মধ্যে পড়বে,
যে ফাঁস বসায়, সে তাতে জড়িয়ে পড়বে।
[27] অপকর্ম অপকর্মার উপরেই আবার নেমে আসবে,
তা কোথা থেকে আসে, সে তাও বুঝতে পারবে না।
[28] বিদ্রূপ ও অপমান অহঙ্কারীর চিহ্ন,
কিন্তু প্রতিশোধ সিংহের মত তার জন্য ওত পেতে থাকবে।

[২৯] ভক্তপ্রাণদের পতনে যারা আনন্দিত, তারা ফাঁসে ধরা পড়বে,
মৃত্যুর আগে যন্ত্রণাই তাদের ক্ষয় করবে।

ক্ষমা

[৩০] ক্ষোভ ও ক্রোধ: তাও জঘন্য বস্তু,
পাপী মানুষ দু'টোতেই নিপুণ।
২৮ [১] যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে,
যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।
[২] তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর,
আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।
[৩] যে কেউ অন্তরে অপরের প্রতি ক্রোধ পোষণ করে,
সে কেমন করে প্রভুর কাছে সুস্থতা দাবি করবে?
[৪] সে যখন তার নিজের সদৃশ মানুষেরই প্রতি দয়াবান নয়,
তখন কোন্ সাহসেই বা নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে?
[৫] রক্তমাংসের মানুষমাত্র হয়ে সে যখন অন্তরে ক্ষোভ রাখে,
তখন কেইবা তার পাপ ক্ষমা করবে?
[৬] তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রাখ, আর ঘৃণা নয়!
ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা মনে রেখে আজ্ঞাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাক।
[৭] আজ্ঞাগুলির কথা মনে রাখ, অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি ক্ষোভ রেখো না,
পরাৎপরের সন্ধির কথা মনে রাখ, অপমানের হিসাব রেখো না।

ঝগড়া-বিবাদ

[৮] ঝগড়া-বিবাদ এড়াও, তাতে কম পাপ করবে,
কেননা ঝগড়াটে মানুষ ঝগড়া বাধায়।
[৯] পাপী মানুষ বন্ধুদের মধ্যে গোলমালের বীজ বোনে,
এবং শান্তশিষ্ট মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঢোকায়।
[১০] ইন্ধন যে প্রকারের, সেই প্রকারের আগুন জ্বলে,
হিংসা যে প্রকারের, সেই প্রকারের ঝগড়া বাধে;
মানুষের রোষ তার বলের পরিমাপে,
তার ধন যত বাড়ে, তার ক্রোধও তত বাড়ে।
[১১] আকস্মিক ঝগড়া আগুন জ্বালায়,
হিংস্র বিবাদের শেষ পরিণাম রক্তপাত।
[১২] স্ফুলিঙ্গে ফুঁ দাও, তা জ্বলে উঠবে,
তাতে থুথু ফেল, তা নিভে যাবে:
অথচ ফুঁ ও থুথু দু'টোই তোমার মুখ থেকে বের হয়!

জিহ্বা

১৩ পরনিন্দুক ও ত্রি-জিহ্বা মানুষ অভিশপ্ত হোক,
শান্তিতে জীবন কাটাত, এমন বহু মানুষের সে-ই ঘটিয়েছে সর্বনাশ।
১৪ তৃতীয় ব্যক্তির শোনা কথা অনেকের শান্তি নষ্ট করেছে,
তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাড়িয়ে দিয়েছে,
নানা শক্তিশালী নগর ধ্বংস করেছে,
বলবান কতগুলো কুল উল্টিয়ে দিয়েছে।
১৫ তৃতীয় ব্যক্তির শোনা কথা উত্তম উত্তম বধূকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলেছে,
তাদের শ্রমের ফল-বঞ্চিতা করেছে।
১৬ তাকে যে মনোযোগ দেয়, সে আর কখনও মনে শান্তি পাবে না,
জীবনে সে আর কখনও সুখ দেখবে না।
১৭ কশাঘাতে গায়ে দাগড়ার দাগ ওঠে,
কিন্তু জিহ্বার আঘাতে হাড় ভঙ্গ হয়।
১৮ অনেকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল,
কিন্তু আরও বেশি মারা পড়ল জিহ্বার কারণে।
১৯ সুখী সেই মানুষ, যে তা থেকে আশ্রয় পেয়েছে,
যে তার রোষের অভিজ্ঞতা করেনি,
যে তার জোয়াল টানেনি,
যে তার শেকলে আবদ্ধ হয়নি।
২০ কেননা তার জোয়াল লোহার জোয়াল,
তার শেকল ব্রঞ্জের শেকল।
২১ তার ঘটিত মৃত্যু শোচনীয়,
তার তুলনায় পাতাল বাঞ্ছনীয়।
২২ ভক্তপ্রাণ মানুষের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই,
এরা তার জ্বালায় পুড়বে না।
২৩ প্রভুকে ত্যাগ করেছে যারা, তারা তার মধ্যে পড়বে,
তেমন মানুষদের মধ্যে তা জ্বলে উঠবে, নিভবে না;
তাদের উপর সিংহের মতই ঝাঁপিয়ে পড়বে,
বাঘের মত তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।
২৪ দেখ, কাঁটাগাছ দিয়ে তোমার জমিটুকু ঘিরে ফেল,
সোনা-রুপো তালাবদ্ধ রাখ,
২৫ পরে দাঁড়িপাল্লা তৈরি করে তোমার সমস্ত কথা ওজন কর,
এবং দরজা ও খিল দিয়ে তোমার মুখ রুদ্ধ কর।
২৬ জিহ্বার কারণে যেন হোঁচট না খাও, এবিষয়ে সতর্ক থাক,
পাছে তারই সামনে তোমার পতন হয়, যে তোমার জন্য ওত পেতে আছে।

ধার দেওয়া সম্বন্ধে বাণী

২৯ দয়াকর্ম যে পালন করে, সে প্রতিবেশীকে ধার দেয়,
নিজের হাত দিয়েই যে তাকে সবল করে, সে আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।
২ অভাবের দিনে প্রতিবেশীকে ধার দাও,
তুমিও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেশীকে ধার ফিরিয়ে দাও।
৩ নিজের দেওয়া কথা রক্ষা কর, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
তবে তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তা যে কোন মুহূর্তেই পাবে।
৪ অনেকে ধার একটা অপ্রত্যাশিত লাভ বলে মনে করে,
যারা তাদের সাহায্য করেছে, তারা তাদের অসুবিধা ঘটায়।
৫ যতক্ষণ না পায় মানুষ দাতার হাত চুম্বন করে,
বন্ধুর সাহায্য পাবার আশায় বিনীত কণ্ঠে কথা বলে,
কিন্তু পরিশোধের সময় এলে সে আরও সময় নিতে চায়,
শূন্য কথাই ফিরিয়ে দেয়, পরিস্থিতিকেই দায়ী করে।
৬ তাকে ধার ফিরিয়ে দেওয়াতে পারলেও
দাতা কেবল অর্ধেকাংশই ফিরে পাবে,
এমনকি, তাও অপ্রত্যাশিত লাভ বলে তাকে মনে করতে হবে;
অন্যথা, দাতা তার আপন সম্পদ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হবে,
অকারণে তার নতুন আর এক শত্রু হবে,
সেই শত্রু তাকে অভিশাপ ও অপমান ফিরিয়ে দেবে,
দেয় সম্মানের চেয়ে কটুবাক্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে।
৭ অনেকে ধার দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু শঠতার কারণে নয়;
তারা তো উদ্বিগ্ন, পাছে অকারণেই প্রবঞ্চিত হয়।

অর্থদান

৮ তথাপি তুমি নিঃস্বের প্রতি ধৈর্যশীল হও,
ভিক্ষার জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ো না।
৯ আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর,
তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।
১০ ভাই ও বন্ধুর জন্য তোমার টাকা-কড়ি হারিয়ে যাক,
তা একটা পাথরের তলে পড়ে থেকে তাতে বৃথা মরচে না পড়ুক।
১১ ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,
তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
১২ তোমার ভিক্ষাদান তোমার গোলাঘরে জমিয়ে রাখ,
তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।
১৩ শক্ত ঢাল ও ভারী বর্শার চেয়েও

তা শত্রুর সামনে তোমার হয়ে লড়াই করবে।

জামিন সম্বন্ধে বাণী

[১৪] সৎমানুষ প্রতিবেশীর পক্ষে জামিন হয়,
কেবল নির্লজ্জ মানুষই তাকে ত্যাগ করবে।
[১৫] যে তোমার পক্ষে জামিন হয়েছে, তার উপকার ভুলো না,
তোমার পক্ষে সে নিজের প্রাণ দিয়েছে।
[১৬] পাপী মানুষ তার জামিনের ধনের জন্য চিন্তাটুকু করে না,
অকৃতজ্ঞ মানুষ স্বভাবতই তার নিজের নিস্তারকর্তাকে ভুলে যাবে।
[১৭] জামিন ঘটিয়েছে বহু সৎমানুষের সর্বনাশ,
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তাদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছে;
[১৮] প্রতাপশালী মানুষকে নির্বাসিত করেছে,
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে
উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছে।
[১৯] যে পাপী তৎপরতার সঙ্গে জামিন দিতে এগিয়ে আসে,
ও লাভের চেষ্টায় আছে, সে অসংখ্য মামলায় জড়িত হবে।
[২০] তোমার সামর্থ্য অনুসারে তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য কর,
কিন্তু নিজের বিষয়েও সাবধান থাক, পাছে তোমার পতন হয়।

পরের বাড়িতে অধিক সময় কাটানো সম্বন্ধে বাণী

[২১] জীবনে প্রথম বিষয় এই এই: জল, রুটি, বস্ত্র,
এবং পারিবারিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঘর।
[২২] পরের ঘরে জাঁকজমকের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করার চেয়ে
খারাপ তক্তার ছাদের নিচে দরিদ্রের মত বাস করা শ্রেয়।
[২৩] কম থাকুক কি বেশি থাকুক, তোমার যা আছে, তাতে খুশি হও,
তবে তোমার পরিজনদের অসন্তোষের কথা শুনবে না।
[২৪] ঘর ঘর করা কেমন হীন জীবন!
যেইখানে থাক না কেন, মুখ খোলারও সাহস তোমার হয় না;
[২৫] তুমি সেখানকার একজন নও,
পরের পাত্রে আঙুররস ঢালবে, কিন্তু 'ধন্যবাদ' শুনবে না,
এমনকি, তিক্ত কথাই তোমাকে শুনতে হবে, যেমন:
[২৬] 'ওঠ, বিদেশী, ভোজের জন্য সব সাজাও,
তৈরী তোমার কী আছে? আমাকে কিছু খেতে দাও!'
[২৭] 'চলে যাও, বিদেশী, গণ্যমান্য লোকদের জন্য স্থান দাও;
আমার ভাই অতিথি হয়ে আসছে, আমার ঘরের দরকার।'
[২৮] আতিথ্য ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা শোনা ও ঋণীই যেন অপমানিত হওয়া,

তেমন কিছু বুদ্ধিমানের কাছে ভারীই বিষয়।

সন্তানপালন

৩০ নিজের সন্তানকে যে ভালবাসে, সে প্রায়ই তাকে কশাঘাত করে,
যেন শেষে তার বিষয়ে আনন্দিত হতে পারে।
২ নিজের সন্তানকে যে শাসন করে, সে নিজে উপকৃত হবে,
এবং আত্মীয়দের মধ্যে বড়াই করতে পারবে।
৩ নিজের সন্তানকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে, সে শত্রুকে ঈর্ষান্বিত করবে,
কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে গর্ব করতে পারবে।
৪ পিতা কি মরলেন? মরলেও তা এমন, যেন তিনি মরেননি,
কেননা নিজের পরে নিজের মত একজনকে রেখে যান।
৫ জীবনকালে তিনি সন্তানের সাহচর্যে আনন্দ পেতেন,
মৃত্যুকালে তিনি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত।
৬ শত্রুদের সামনে তিনি প্রতিফলদাতা একজনকে রেখে যান,
বন্ধুদের জন্য এমন একজনকে রেখে যান,
যে তাদের উপর উপকার বর্ষণ করবে।
৭ নিজের সন্তানকে যে আদর করে, সে একদিন তার ক্ষত বাঁধবে,
এক একটা চিৎকারে তার হৃদয় ফেটে যাবে।
৮ ভালোমত দমন না করা ঘোড়া জেদি হয়,
নিজের ইচ্ছার হাতে ছেড়ে রাখা সন্তান একগুঁয়ে হয়।
৯ সন্তানকে বেশি প্রশ্রয় দাও, আর সে তোমাকে আতঙ্কিত করবে,
তার সঙ্গে খেলা কর, আর সে তোমার উপর দুঃখ ডেকে আনবে।
১০ তার সঙ্গে হেসো না, পাছে একদিন তোমাকে তার সঙ্গে কাঁদতে হয়,
এবং পরিশেষে তোমাকে দাঁতে দাঁত ঘষতে হয়।
১১ তার তরুণ বয়সে তাকে তত স্বাধীনতা দিয়ো না,
তার দোষত্রুটি না দেখার ভান করো না।
১২ তার তরুণ বয়সেই তার ঘাড় নত কর,
সে ছোট থাকতেই তার গায়ে আঘাত কর,
পাছে একদিন একগুঁয়ে হয়ে তোমার প্রতি অবাধ্য হয়,
আর তোমাকে গভীর দুঃখ ভোগ করতে হয়।
১৩ তোমার সন্তানকে শাসন কর, অধ্যবসায়ী হয়ে তাকে যত্ন কর,
নইলে তোমাকে তার উদ্ধত ভাবের সম্মুখীন হতে হবে।

স্বাস্থ্য

১৪ দেহে পীড়িত ধনীর চেয়ে
সুস্থ ও বলবান দরিদ্র শ্রেয়।

[১৫] সুস্বাস্থ্য ও তেজ সমস্ত সোনার চেয়ে মূল্যবান,
শক্তিশালী দেহও অসীম ধনের চেয়ে মূল্যবান।
[১৬] দৈহিক স্বাস্থ্যের চেয়ে শ্রেয় ধন নেই,
হৃদয়ের আনন্দের ঊর্ধ্বে সুখ নেই।
[১৭] হীন জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়,
চিরন্তন সেই বিশ্রামও চিরস্থায়ী অসুস্থতার চেয়ে শ্রেয়।
[১৮] কবরের উপরে রাখা খাদ্য-নৈবেদ্য যেমন,
রুদ্ধ মুখে ঢালা ভাল ভাল খাদ্য তেমন।
[১৯] ফল-নৈবেদ্যে দেবমূর্তির কী উপকার?
তা তো খায় না, তার সুগন্ধও ঘ্রাণ করে না;
তেমনি সেই মানুষ, যে প্রভু দ্বারা নির্যাতিত।
[২০] সে চেয়ে থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
সে এমন নপুংসকের মত, যে যুবতী মেয়েকে আলিঙ্গন করে,
—সে কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

আনন্দ

[২১] দুঃখের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ো না,
নিজের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে নিজেকে উৎপীড়ন করো না।
[২২] হৃদয়ের আনন্দ মানুষের পক্ষে জীবন,
মানুষের উৎফুল্লতা দীর্ঘায়ু দান করে।
[২৩] তোমার প্রাণ আপ্যায়িত কর, তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দাও,
দুঃখ-মায়া দূর করে রাখ।
কেননা দুঃখ-মায়া অনেকের বিনাশ ঘটিয়েছে,
উপকারিতা বলতে তাতে নেই কিছু।
[২৪] প্রেমের অন্তর্জ্বালা ও রোষ আয়ু সঙ্কুচিত করে,
দুশ্চিন্তা বার্ধক্যকালকে কাছে আনে।
[২৫] আনন্দপূর্ণ হৃদয় খাদ্যের সামনে খুশি,
যা খায়, তা সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই খায়।

ধন-সম্পদ

৩১ ধনজনিত অনিদ্রা দেহ জীর্ণ করে,
তেমন দুশ্চিন্তা নিদ্রা দূর করে।
[২] অনিদ্রাজনিত দুশ্চিন্তা তোমার নিদ্রায় বাধা দেয়,
কঠিন রোগের মত তা নিদ্রা বিচ্যুত করে।
[৩] ধন সংগ্রহণে ধনী শ্রম করে,
থামলে সে বিলাসিতা গান্ডেপিণ্ডে ভোগ করে।

৪ তার হীনাবস্থায় দরিদ্র শ্রম করে,
থামলে সে নিঃস্বতায় পড়ে।
৫ সোনা যে ভালবাসে, সে অপরাধ থেকে মুক্ত হবে না,
অর্থের পিছনে যে ছোটে, সে তা দ্বারা বিকৃত হবে।
৬ সোনার কারণে অনেকের বিনাশ ঘটেছে,
তাদের সর্বনাশ তাদের সামনেই ছিল উপস্থিত।
৭ যারা তার চরণে বলি উৎসর্গ করে, তা তাদের জন্য ফাঁস,
নির্বোধ তাতে ধরা পড়ে।
৮ সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
৯ কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।
১০ পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?
১১ তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

খাওয়া-দাওয়া

১২ তোমার সামনে কি ঘটা করে আয়োজিত ভোজন-টেবিল রয়েছে?
তার দিকে মুখ হা করো না;
একথা বলো না: 'এ কেমন প্রাচুর্য!'
১৩ মনে রেখ: লোভী চোখ ভাল নয়।
চোখের চেয়ে মন্দ কী সৃষ্ট হয়েছে?
এজন্য চোখ অবিরত অশ্রুপাত করে।
১৪ গৃহকর্তা যে খাদ্যের উপর চোখ নিবদ্ধ রাখে,
তার দিকে হাত বাড়িয়ো না,
তার সঙ্গে একই থালায় রুটি ভিজিয়ো না।
১৫ তোমার নিজের প্রয়োজনের আলোয় অন্যজনদের প্রয়োজন বুঝে নাও,
সব কিছুতে চিন্তাশীল হও।
১৬ তোমার সামনে যা আয়োজিত হয়, তা ভদ্রলোকেরই মত গ্রহণ কর,
তোমার খাবার পেটুকের মত গ্রাস করো না,
পাছে নিজেকে ঘৃণার পাত্র কর।
১৭ ভদ্রতার খাতিরে তুমিই প্রথম থাম,
পেটুক হয়ো না, পাছে সকলের নিন্দার পাত্র হও;

[১৮] আর তুমি অনেক অতিথির মধ্যে বসলে
তবে এমনটি না হয় যেন তুমিই প্রথম হাত বাড়াও।
[১৯] ভদ্রলোকের পক্ষে সামান্য কিছুই যথেষ্ট,
একবার শয্যায় শয়ন করলে তার শ্বাস রুদ্ধ হয় না।
[২০] ভোজনে মিতাচার স্বাস্থ্যকর নিদ্রা বয়ে আনে,
মানুষ বেশ সকালেই ওঠে, আর তার চিত্ত প্রফুল্ল;
অনিদ্রা, পেটে ব্যথা ও বমি-বমি করা গা,
এ পেটুকের সঙ্গী।
[২১] যদি তোমাকে বেশি খেতে বাধ্য করা হয়,
ওঠ, গিয়ে খাবারটা উগরে দাও, তাতে আরাম পাবে।
[২২] সন্তান, আমাকে শোন, আমাকে হেয়জ্ঞান করো না,
শেষে তুমি দেখতে পাবে যে, আমার কথা সত্য।
তোমার সমস্ত কাজে মাত্রা বজায় রেখে চল,
তবে রোগ কখনও তোমার নাগাল পাবে না।
[২৩] যে ঘটা করে ভোজের আয়োজন করে, অনেকের ওষ্ঠ তার প্রশংসা করবে,
আর তার বদান্যতার সাক্ষ্য সত্যাশ্রয়ী।
[২৪] কিন্তু ভোজ আয়োজনে যে কৃপণতা দেখায়,
তার বিষয়ে সকলে গজগজ করে,
আর তার কৃপণতার সাক্ষ্য যথার্থ।

আঙুররস সম্বন্ধে বাণী

[২৫] আঙুররসের বিষয়ে নিজেকে তত বলবান দেখিয়ো না,
কেননা আঙুররস অনেকের সর্বনাশ ঘটিয়েছে।
[২৬] হাপর লোহার টেম্পার যাচাই করে,
তেমনি আঙুররস দাম্ভিকদের প্রতিযোগিতায় হৃদয় যাচাই করে।
[২৭] মানুষের পক্ষে আঙুররস যেন জীবনের মত,
অবশ্যই, তুমি যদি মাত্রা বজায় রেখে পান কর।
জীবন কী, আঙুররস যদি না থাকে?
মানুষের আনন্দের উদ্দেশ্যেই তা সৃষ্ট হয়েছে।
[২৮] হৃদয়ের ফুর্তি, প্রাণের আনন্দ,
তা-ই আঙুররস, যখন যথাসময় ও যথামাত্রায় পান করা হয়।
[২৯] উত্তেজনার সঙ্গে বা প্রতিযোগিতার জন্য অতিমাত্রায় পান করা আঙুররস
প্রাণের তিক্ততা বয়ে আনে।
[৩০] মাতলামি নির্বোধের রোষ বাড়ায়—তার নিজের সর্বনাশে,
তার বল কমায়—আর সে মার খাবে।

৩১ ভোজের সময়ে তোমার পাশের অতিথিকে প্ররোচিত করো না,
সে আনন্দ ভোগ করতে করতে তুমি তার পিছনে হেসো না,
তাকে কোন ভারী কথা শুনিয়ো না,
ঋণ শোধ করার দাবি রাখায় তাকে বিরক্ত করো না।

ভোজসভায় সমুচিত ব্যবহার

৩২ লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;
সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর;
তাদের যত্ন কর, পরে নিজে ভোজে বস;
২ তোমার কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করার পর তোমার আসন নাও,
যেন তাদের আনন্দে আনন্দ করতে পার,
ও ভোজের সাফল্যের জন্য মুকুট পেতে পার।
৩ হে প্রবীণ, কথা বল, তাতে তোমার শোভা পায়,
কিন্তু মার্জিত ভাবে, গানবাজনায় বিঘ্ন ঘটিয়ো না।
৪ সবাই শুনতে ব্যস্ত, তাই তুমি কথা বলে চলো না,
অসময় নিজেকে তত প্রজ্ঞাবান দেখিয়ো না।
৫ সোনার আঙটিতে বসানো চুনির সীলমোহর যেমন,
তেমনি ভোজসভায় গানবাজনা।
৬ সোনার ফ্রেমে বসানো পান্নার সীলমোহর যেমন,
তেমনি আঙুররসের মাধুর্যের সঙ্গে গানবাজনার সুর।
৭ হে যুবক মানুষ, কথা বল—যদি প্রয়োজন হয়!
কিন্তু দু'বার মাত্র—যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হয়, কেবল তখনই!
৮ তোমার কথন সংক্ষিপ্ত রাখ, স্বল্প কথায় অনেক কিছু বল;
এমন একজনের মত ব্যবহার কর, যে খুবই জানে, কিন্তু মৌন থাকে।
৯ গণ্যমান্যদের মধ্যে নিজেকে তাদের সমকক্ষ মনে করো না,
অন্য কেউ কথা বলার সময়ে বেশি মন্তব্য রেখো না।
১০ বজ্রনাদের আগে আসে বিদ্যুৎ-ঝলক,
অনুগ্রহ শালীন মানুষের আগে আগে চলে।
১১ ঠিক সময়ই ওঠ, সকলের শেষে প্রস্থান করো না,
শীঘ্রই ঘরে যাও, ইতস্তত করো না।
১২ ফিরে সেখানেই আমোদ কর, যা খুশি তাই কর,
কিন্তু উদ্ধত কথা বলে পাপ করো না।
১৩ এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য তোমার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাও,
তিনি তো তাঁর মঙ্গলদানে তোমাকে মত্ত করে তোলেন।

প্রভুভয়

[১৪] যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সে সংশোধনের বাণী গ্রহণ করবে;
যারা তাঁর সন্ধান করে, তারা তাঁর প্রসন্নতা পাবে।
[১৫] যে কেউ বিধানের অন্বেষণ করে, সে বিধান দ্বারা আপ্যায়িত হবে,
কিন্তু ভণ্ড মানুষ তাতে পদস্খলনের কারণ পাবে।
[১৬] যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা সুবিচার পাবে,
তাদের সৎকর্ম আলোর মত দীপ্তিময় হবে।
[১৭] পাপী মানুষ তিরস্কার সরিয়ে দেয়,
তার জেদি ব্যবহারের জন্য সে ছুতা পায়।
[১৮] বুদ্ধিমান মানুষ সাবধান বাণী তুচ্ছ করে না,
দুর্জন ও গর্বিত মানুষ ভয়ের বিষয়ে কিছু জানে না।
[১৯] চিন্তা-ভাবনা না করে কিছুই করো না,
তবে কাজ শেষে তোমাকে দুঃখ করতে হবে না।
[২০] অসমতল পথে হেঁটে বেড়িয়ো না,
পাছে পাথরে হোঁচট খাও।
[২১] সমতল পথে বেশি আত্মনির্ভরশীল হয়ো না,
[২২] তোমার নিজের সন্তানদের বিষয়েও সাবধান থাক।
[২৩] সমস্ত কাজে নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক,
এও আজ্ঞাগুলি পালন করা।
[২৪] যে কেউ বিধানে আস্থা রাখে, সে তার আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখায়,
যে কেউ প্রভুতে ভরসা রাখে, সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।

৩৩ যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, তার কোন অমঙ্গল হবে না,
পরীক্ষার মধ্যেও সে উদ্ধার পাবে।
[২] প্রজ্ঞাবান বিধান ঘৃণা করে না,
কিন্তু এবিষয়ে যে ভণ্ড, সে ঝড়ের মধ্যে জাহাজের মত।
[৩] বুদ্ধিমান মানুষ বিধানে বিশ্বাস রাখে,
তার কাছে বিধান দৈববাণীর মতই বিশ্বাসযোগ্য।
[৪] তোমার উপদেশ প্রস্তুত কর, আর লোকে তোমাকে শুনবে;
তোমার তত্ত্ব সুসংবদ্ধ কর, পরে উত্তর দাও।
[৫] মূর্খের ভাব গরুর গাড়ির চাকার মত,
তার যুক্তি চাকার বেড়ের মত নিজের উপর ঘুরতে থাকে।
[৬] অস্থির ঘোড়া বিদ্রূপকারী বন্ধুর মত,
তার পিঠে যে কেউ চরুক না কেন, সে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে।

অসমতা

[৭] কেন একটা দিন অন্য দিনের চেয়ে উত্তম,
যদিও বছরের প্রতিটি দিনের আলো সূর্য থেকেই আসে?
[৮] দিনগুলি প্রভুর মন অনুসারেই আলাদা আলাদা করা হয়েছে,
তিনি ঋতু ও পর্ব পৃথক পৃথক করেছেন।
[৯] কতগুলি দিন তিনি মর্যাদা ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছেন,
আর কতগুলি দিন তিনি সাধারণ দিনগুলির সংখ্যায় স্থান দিয়েছেন।
[১০] মানুষ মাটি থেকে আগত,
আদম নিজেই ভূমি থেকে সৃষ্ট হলেন।
[১১] প্রভু তাঁর মহাপ্রজ্ঞায় তাদের পৃথক পৃথক করেছেন,
তাদের জন্য আলাদা আলাদা নিয়তি নিরূপণ করেছেন।
[১২] কাউকে তিনি আশিসধন্য করে উন্নীত করেছেন,
ও তাদের পবিত্র করে নিজের সঙ্গে বেঁধেছেন,
কাউকে তিনি অভিশপ্ত করে নমিত করেছেন
ও তাদের পদচ্যুত করেছেন।
[১৩] যেমন কুমোরের হাতে মাটি,
যা সে নিজের ইচ্ছামত মাখে,
তেমনি তাদের নির্মাতার হাতে মানুষেরা,
যাদের তিনি তাঁর বিচারমত প্রতিফল দেন।
[১৪] অমঙ্গলের বিপরীতে দাঁড়ায় মঙ্গল,
মৃত্যুর বিপরীতে জীবন;
তেমনি ভক্তপ্রাণের বিপরীতে দাঁড়ায় পাপী।
[১৫] সুতরাং পরাৎপরের সকল কর্ম বিবেচনা করে দেখ;
তুমি দেখবে, সেগুলি দু'টো দু'টো করে দাঁড়ায়
—একটা আর একটার বিপরীতে।
[১৬] আমি যদিও সকলের পরে এসেছি, তবু অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকলাম,
হ্যাঁ, আঙুরফল-সংগ্রহকারীরা যা ফেলে রেখেছে,
তা কুড়োয় এমন মানুষের মত।
[১৭] প্রভুর আশীর্বাদে লক্ষ্যে পৌঁছেছি,
আঙুরফল-সংগ্রহকারীর মত মাড়াইকুন্ড পূর্ণ করেছি।
[১৮] লক্ষ কর—কেবল নিজের জন্যই শ্রম করেছি, এমন নয়;
যারা শিক্ষাবাণীর অন্বেষণ করে, তাদেরও জন্য।
[১৯] হে সমাজনেতা সকল, আমার কথা শোন,
তোমরা, যারা জনমণ্ডলীকে পরিচালনা কর, মনোযোগ দাও।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

[২০] পুত্র কি বধূ, ভাই কি বন্ধু,
তুমি জীবিত থাকতে এদের কাউকেই তোমার উপর অধিকার দিয়ো না।
অন্য কাউকেও তোমার ধন দান করো না,
পাছে পরে তোমার দুঃখ হলে তার কাছ থেকে তা ফিরিয়ে চাইতে হয়।
[২১] যতদিন জীবিত থাক, যতদিন তোমার শ্বাস থাকে,
ততদিন কারও হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ো না।
[২২] সন্তানদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করার চেয়ে,
এ-ই বরং ভাল যে, সন্তানেরা তোমারই কাছে যাচনা করবে।
[২৩] তোমার সমস্ত কাজে তুমিই হও কর্তা,
তোমার সুনাম কলঙ্কিত হবে এমনটি হতে দিয়ো না।
[২৪] যখন তোমার জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যায়,
সেই মৃত্যুক্ষণেই উত্তরাধিকার বণ্টন কর।

ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে বাণী

[২৫] গাধার জন্য জাব, লাঠি ও বোঝা;
ক্রীতদাসের জন্য রুটি, শাসন ও কাজ।
[২৬] তোমার দাসকে কঠোর পরিশ্রম করাও, তুমি মনে বিশ্রাম পাবে;
তার হাত শিথিল রাখ, আর সে স্বাধীনতা চাইবে।
[২৭] জোয়াল ও বল্গা ঘাড় নত করে;
ধূর্ত ক্রীতদাসের জন্য উৎপীড়ন ও শাস্তি।
[২৮] তাকে কাজে লাগাও, সে যেন শিথিল না থাকে,
কেননা শিথিলতা যত কুকর্ম শেখায়।
[২৯] তার যে উচিত কাজ, তাকে সেই কাজ করাও,
সে অবাধ্য হলে তার পায়ে বেড়ি লাগাও।
[৩০] কিন্তু কারও কাছ থেকে অতিমাত্রায় কিছুই দাবি করো না;
ন্যায্যতা-বিপরীত কিছু করো না।
[৩১] তোমার কি একজনমাত্র ক্রীতদাস আছে? সে তোমারই মত হোক,
যেহেতু তোমার নিজের রক্তমূল্যে তাকে কিনেছ;
[৩২] তোমার কি একজনমাত্র ক্রীতদাস আছে?
তোমার কাছে সে ভাইয়েরই মত হোক,
যেহেতু তুমি যেমন নিজের কাছে প্রয়োজনীয়,
সেও তেমনি তোমার কাছে প্রয়োজনীয়।
[৩৩] তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলে সে যদি পালিয়ে যায়,
কোন্ পথ ধরে তুমি তার খোঁজে যাবে?

স্বপ্ন সম্বন্ধে বাণী

৩৪ অসার ও মোহময় আশা অবোধেরই জন্য,
স্বপ্ন নির্বোধদের গায়ে পাখা লাগায়।
২ যে ছায়া ধরে ও বাতাসের পিছনে ছোটে, সে যেমন
তেমনি সেই লোক, যে স্বপ্নে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।
৩ স্বপ্নের দৃশ্য প্রতিবিম্বমাত্র,
একটি মুখের সামনে মুখের প্রতিচ্ছবি।
৪ অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধের মত কী বের হবে?
মিথ্যা থেকে সত্যের মত কী বের হবে?
৫ দৈববাণী, শাকুনবিদ্যা ও স্বপ্ন, সবই অসারতামাত্র,
তা যন্ত্রণাভুক্ত প্রসবিনী নারীর ছায়ামূর্তির মত।
৬ যদি পরাৎপরের কাছ থেকে সেগুলি প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত না হয়ে থাকে,
তবে তোমার মনকে তাতে ব্যস্ত হতে দিয়ো না।
৭ কেননা স্বপ্ন অনেককে ভ্রান্ত করেছে,
আর যারা সেগুলিতে আশা রেখেছিল, স্বপ্ন তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।
৮ বিধান পালনের জন্য তেমন মিথ্যা দরকার নেই,
প্রজ্ঞা সত্যবাদী মুখেই সিদ্ধতায় মণ্ডিত হয়।

যাত্রার উপকারিতা

৯ যে যথেষ্ট যাত্রা করেছে, সে অনেক কিছু জানে;
মহা অভিজ্ঞতার মানুষ সুবুদ্ধির সঙ্গেই কথা বলবে।
১০ যে কখনও পরীক্ষিত হয়নি, সে কম জানে;
যে যথেষ্ট যাত্রা করেছে, সে বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে।
১১ যাত্রাকালে আমি অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি,
আমার জানা আমার কথার চেয়ে বড়।
১২ বহুবার বিপদে পড়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি,
কিন্তু রেহাই পেয়েছি, আর তার কারণ এই:
১৩ প্রভুভীরুদের আত্মা চীরজীবী হবে,
কেননা তাদের আশা তাঁরই উপরে স্থাপিত,
যিনি তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম।
১৪ যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সে কিছুতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়,
সে ভীত নয়, কেননা তিনিই তার আশা।
১৫ যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সুখী তার প্রাণ,
কার্ উপর তার নির্ভর? কে তার অবলম্বন?
১৬ প্রভুর দৃষ্টি তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভালবাসে;

তিনি তাদের প্রতাপময় নিরাপত্তা ও বলবান অবলম্বন,
উত্তপ্ত বাতাস থেকে আশ্রয়, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য থেকে আশ্রয়,
হোঁচট থেকে রক্ষা, পতনের দিনে সহায়;
[১৭] তিনি প্রাণ জুড়ান, চোখ আলোময় করেন,
সুস্বাস্থ্য, জীবন ও আশিস দান করেন।

প্রকৃত ধর্মিষ্ঠতা

[১৮] অন্যায়ভাবে পাওয়া বলির উৎসর্গ ত্রুটিপূর্ণ উৎসর্গ;
দুষ্কর্মাদের উপহার গ্রহণীয় নয়।
[১৯] পরাৎপর ভক্তিহীনদের অর্ঘ্যে প্রীত নন,
বলির বাহুল্যে তিনি পাপ ক্ষমা করেন না।
[২০] দরিদ্রদের সম্পদ থেকে নেওয়া বলি উৎসর্গ করা
পিতার চোখের সামনে সন্তানকে বধ করার মত।
[২১] অল্প রুটি দরিদ্রদের জীবন;
তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা নরহত্যার মত।
[২২] পরের খাদ্য যে কেড়ে নেয়, সে তাকে হত্যা করে,
মজুরকে মজুরি দিতে যে অস্বীকার করে, সে রক্তপাত করে।
[২৩] যদি একজন গাঁথে ও আর একজন নামিয়ে দেয়,
কষ্ট ছাড়া তারা তাতে কী পাবে?
[২৪] যদি একজন আশীর্বাদ করে ও আর একজন অভিশাপ দেয়,
প্রভু কার্ কণ্ঠস্বর শুনবেন?
[২৫] মৃতদেহকে স্পর্শ করার পর স্নান করা, আর পরে তা আবার স্পর্শ করা,
এমন প্রক্ষালনে কি লাভ?
[২৬] তেমনি সেই মানুষ, যে নিজের পাপের জন্য উপবাস করে,
আর পরে গিয়ে আবার সেই পাপ করে।
কে তার প্রার্থনা শুনবে?
তেমন আত্ম-অবমাননায় তার কী লাভ?

৩৫ [১] যে কেউ বিধান পালন করে, সে অর্ঘ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে;
যে কেউ আজ্ঞাগুলিকে মেনে চলে, সে মিলন-যজ্ঞ নিবেদন করে।
[২] যে কেউ কৃতজ্ঞতা জানায়, সে সেরা ময়দাই নিবেদন করে,
যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে।
[৩] অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম,
অন্যায্যতা থেকে দূরে থাকা, এ প্রায়শ্চিত্তবলি স্বরূপ।
[৪] প্রভুর সম্মুখে খালি হাতে এগিয়ে এসো না,
কেননা এই সমস্ত কিছু আজ্ঞাগুলিরই দাবি।

৫ ধার্মিকের অর্ঘ্য যজ্ঞবেদির সমৃদ্ধি ঘটায়,
তার সুবাস পরাৎপরের সম্মুখে ঊর্ধ্বে যায়।
৬ ধার্মিক মানুষের বলিদান গ্রহণযোগ্য,
তার বলির স্মৃতি-অংশ বিস্মৃত হবে না।
৭ অন্তরের দানশীলতায় প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
তোমার শ্রমের ফল দানে কৃপণ হয়ো না।
৮ অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও,
আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরের উদ্দেশে দশমাংশ নিবেদন কর।
৯ পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও,
তোমার সামর্থ্য অনুসারে অন্তরের দানশীলতায় দানশীল হও;
১০ কেননা প্রভু এমন, যিনি প্রতিফল দেন,
তিনি সাত সাতবারই ফিরিয়ে দেবেন।
১১ উপহার দানে তাঁকে কিনবার চেষ্টা করো না, তিনি তা গ্রহণ করবেন না,
অসৎ মনে উৎসর্গ-করা বলিদানের উপরে নির্ভর করো না;
১২ কেননা প্রভু এমন বিচারক,
কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।
১৩ দরিদ্রের বিরুদ্ধে তিনি কারও পক্ষপাতী নন,
এমনকি, অত্যাচারিতের প্রার্থনাই তিনি শোনেন।
১৪ তিনি এতিমের মিনতি অবহেলা করেন না,
বিধবার মিনতিও নয়, সে যখন তার মনের দুঃখ উজাড় করে দেয়।
১৫ বিধবার চোখের জল কি তার চোয়াল বেয়ে ঝরে না?
তার চিৎকারও কি তারই বিরুদ্ধে নয়, যে সেই চোখের জলের কারণ?
১৬ সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে,
তার প্রার্থনা মেঘলোকের নাগাল পাবে।
১৭ বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায়,
যতক্ষণ না এসে পৌঁছে, ততক্ষণ সেই প্রার্থনা কোন সান্ত্বনা মানে না;
১৮ না, পরাৎপর লক্ষ না করা পর্যন্ত,
ধার্মিকদের যোগ্যতা প্রমাণিত ক'রে তিনি ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত
সেই প্রার্থনা ক্ষান্ত হবে না।
১৯ তখন প্রভু ধীর হবেন না,
তাদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হবেন না,
২০ যতদিন না তিনি নির্মমদের কোমর চূর্ণ করেন,
ও দেশগুলির উপরে প্রতিফল বর্ষণ করেন;
২১ যতদিন না তিনি হিংসাপন্থীদের লোকারণ্য উচ্ছেদ করেন,
ও অন্যায়কারীদের প্রতাপদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করেন;

২২ যতদিন না তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী,
ও মানুষদের কাজকর্মে তাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী প্রতিফল দেন ;
২৩ যতদিন না তিনি তাঁর আপন জনগণের বিচার সম্পন্ন করেন,
ও নিজের দয়া দানে তাদের আনন্দিত করেন।
২৪ সঙ্কটকালে দয়া কেমন সুন্দর দৃশ্য !
তা অনাবৃষ্টির সময়ে বর্ষায় ভরা মেঘের মত।

ইস্রায়েলের মুক্তি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা

৩৬ সর্বেশ্বর প্রভু, আমাদের দয়া কর, চেয়ে দেখ,
সকল জাতির উপর সঞ্চার কর তোমার ভয়।
২ বিজাতিদের উপর তোল তোমার হাত,
তারা যেন দেখতে পায় তোমার প্রতাপ।
৩ তাদের চোখে যেমন আমাদের মাঝে নিজেকে দেখিয়েছ পবিত্র,
আমাদের চোখে তেমনি তাদের মাঝে নিজেকে দেখাও মহান।
৪ আমরা যেমন স্বীকার করেছি যে তুমি ছাড়া, প্রভু, অন্য ঈশ্বর নেই,
তারাও তেমনি তোমাকে স্বীকার করুক।
৫ নতুন চিহ্ন পাঠাও, আরও আশ্চর্য কাজ সাধন কর,
দেখাও তোমার হাত, তোমার ডান বাহুর গৌরব।
৬ তোমার রোষ জাগিয়ে তোল, ক্রোধ বর্ষণ কর,
বিপক্ষকে ধ্বংস কর, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন কর।
৭ দিন ত্বরান্বিত কর, শপথ স্মরণ কর,
তোমার মহা মহা কাজ কীর্তিত হোক।
৮ যে রেহাই পেয়েছে, ক্রোধের আগুন তাকে গ্রাস করুক,
তোমার জনগণকে অত্যাচার করে যারা, তারা বিনষ্ট হোক।
৯ সেই শত্রু-নেতাদের মাথা চূর্ণ কর,
যারা বলে, 'আমরা ব্যতীত আর কেউ নেই!'
১০ যাকোবের সকল গোষ্ঠী সম্মিলিত কর,
তাদের ফিরিয়ে দাও সেই উত্তরাধিকার, যেমনটি আদিতে ছিল।
১১ সেই জাতির প্রতি দয়া কর, প্রভু, যার নাম তোমার আপন নাম ;
সেই ইস্রায়েলের প্রতি, যাকে তুমি করে তুলেছ তোমার প্রথমজাতরূপে।
১২ তোমার পবিত্র নগরীর প্রতি,
তোমার বিশ্রামস্থান সেই যেরুসালেমের প্রতি দয়া কর।
১৩ সিয়োনকে তোমার প্রশংসাগানে,
তোমার আপন জাতিকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর।
১৪ প্রথমেই যাদের সৃষ্টি করেছ, তাদের পক্ষসমর্থন কর,

তোমার আপন নামে দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ কর।
১৫ যারা তোমার প্রতীক্ষায় আছে, তাদের পুরস্কৃত কর,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।
১৬ তোমার দাসদের প্রার্থনায় সাড়া দাও, প্রভু,
তোমার আপন জনগণের উপর আরোনের সেই আশীর্বচন অনুসারে;
১৭ সকল মর্তবাসী যেন জানতে পারে যে,
তুমিই প্রভু, সর্বযুগের পরমেশ্বর।

নির্ণয়বোধ

১৮ উদর সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে বটে,
কিন্তু এক খাদ্য অন্য খাদ্যের চেয়ে উত্তম।
১৯ জিহ্বা যেমন বন্যজন্তুর স্বাদ বোঝে,
তেমনি বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোতা মিথ্যাপূর্ণ কথা নির্ণয় করে।
২০ ধূর্ত হৃদয় হবে পরের দুঃখের কারণ,
তাকে কেমন প্রতিফল দেওয়া উচিত, তার জন্য অভিজ্ঞতা চাই।

বধূ বেছে নেওয়া সম্বন্ধে বাণী

২১ নারী যে কোন স্বামীকে গ্রহণ করে নেবে,
কিন্তু এক কন্যা অন্য কন্যার চেয়ে উত্তম।
২২ নারীর সৌন্দর্য দর্শকের মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করে তোলে,
তার চেয়ে মানুষের আর কোন বাসনা নেই।
২৩ আর যদি তার জিহ্বায় কোমলতা ও মাধুর্য বিরাজ করে,
তবে তার স্বামী মানবসন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান।
২৪ যে বধূকে নেয়, সে প্রধান ধন পেয়ে গেছে,
তার জন্য উপযোগী সহায়, অবলম্বন-স্তম্ভও পেয়ে গেছে।
২৫ যেখানে বেড়া নেই, সেই সম্পদ লুটের বস্তু,
যেখানে বধূ নেই, সেখানে পুরুষ ঝগড়াটে ও লক্ষ্যহীন।
২৬ শহরে শহরে ছুটে বেড়ায়,
অস্ত্রসজ্জিত এমন চোরে কে আস্থা রাখে?
২৭ তেমনি সেই পুরুষের দশা, যার নীড় নেই,
যে সেইখানে শুয়ে পড়ে, যেখানে রাত তার নাগাল পায়।

ভণ্ড বন্ধু

৩৭ যে কোন বন্ধু বলে: 'আমিও তোমার বন্ধু,'
কিন্তু এমন বন্ধু আছে, কেবল নামেই যে বন্ধু।
২ সাথী বা বন্ধু যখন শত্রু হয়,
তখন তা কি মরণদায়ী দুঃখ নয়?

৩ হে ধূর্ত প্রবণতা, কোথা থেকে তুমি বের হয়েছ যে,
তোমার শঠতায় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন কর?
৪ এক প্রকার সাথী সুখের দিনে বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ করে,
আর ক্লেশের দিনে তার বিপক্ষে দাঁড়াবে।
৫ এক প্রকার সাথী বন্ধুর জন্য অন্তরেই দুঃখ ভোগ করে,
আর সংগ্রামের সময়ে ঢাল ধারণ করবে।
৬ তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা ভুলে যেয়ো না,
তোমার সমৃদ্ধির দিনে তাকে বিস্মৃত হয়ো না।

পরামর্শদাতা

৭ যে কোন পরামর্শদাতা পরামর্শ দেয়,
কিন্তু কেউ কেউ নিজের স্বার্থেই পরামর্শ দেয়।
৮ পরামর্শদাতার বিষয়ে সাবধান থাক,
জেনে নাও তার প্রয়োজন কী কী,
—যেহেতু তার পরামর্শ ও তার স্বার্থ এক!—
পাছে তোমার বিষয়ে গুলিবাঁট ক'রে
৯ তোমাকে বলে: 'তোমার পথ উত্তম,'
পরে সরে গিয়ে দেখতে চায় তোমার কী হবে।
১০ তোমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়,
এমন লোকের কাছে পরামর্শ নিয়ো না,
তোমার বিষয়ে হিংসা পোষণ করে, এমন লোকদের কাছ থেকে তোমার সঙ্কল্প গুপ্ত রাখ।
১১ তার বিপক্ষীয়ার বিষয়ে কোন নারীর কাছে পরামর্শ নিয়ো না,
যুদ্ধের বিষয়ে কাপুরুষের কাছেও নয়,
মূল্যের বিষয়ে ব্যবসায়ীর কাছেও নয়,
বিক্রয়ের বিষয়ে ক্রেতার কাছেও নয়,
কৃতজ্ঞতার বিষয়ে হিংসুকের কাছেও নয়,
মমতার বিষয়ে নির্মম মানুষের কাছেও নয়,
যে কোন কাজের বিষয়ে অলসের কাছেও নয়,
ফসল কাটার বিষয়ে সাময়িক মজুরের কাছেও নয়,
বড় কোন কাজের বিষয়ে অলস ক্রীতদাসের কাছেও নয়;
কোনও পরামর্শের বিষয়ে এদের উপর নির্ভর করো না।
১২ বরং ভক্তপ্রাণের সঙ্গেই সাহচর্য কর,
যাকে তুমি আজ্ঞা-পালনকারী বলে জান,
যার প্রাণ তোমার প্রাণের মত,
তুমি হোঁচট খেলে যে তোমাকে সহানুভূতি দেখাবে।

১৩ শেষে, তোমার হৃদয় যে পরামর্শ দেয়, তাতেই স্থির থাক,
কেননা তার চেয়ে তোমার কাছে বিশ্বস্ত কেউ নেই ;
১৪ বস্তুত মানুষের প্রাণ প্রায়ই তাকে স্পষ্ট এমন সাবধান বাণী দেয়,
যা মিনারে থাকা সাতজন প্রহরীর সাবধান বাণীর চেয়েও স্পষ্ট।
১৫ এই সমস্ত কিছু বাদে তুমি পরাৎপরের কাছে প্রার্থনা কর,
যেন তিনি সত্যের শরণে তোমার পদক্ষেপ চালিত করেন।

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

১৬ আলাপ-আলোচনাই সমস্ত কাজের সূচনা :
যে কোন কাজের আগে বিচার-বিবেচনা করা উচিত।
১৭ হৃদয়ই চিন্তা-ভাবনার মূল,
আর এ থেকে এই চারটে বিষয় উদ্গত হয়, তথা :
১৮ মঙ্গল ও অমঙ্গল, জীবন ও মৃত্যু,
আর এই সমস্তের উপরে জিহ্বাই সর্বদা প্রভুত্ব চালায়।
১৯ কেউ আছে যে পরকে শেখাতে দক্ষ,
কিন্তু নিজের বেলায় একেবারে অকেজো।
২০ আবার বাক্পটু কেউ আছে, যে ঘৃণার পাত্র,
শেষে সে না খেয়ে মরবে,
২১ সে তো প্রভুর কাছ থেকে অনুগ্রহ পায়নি,
যেহেতু একেবারে প্রজ্ঞাবিহীন।
২২ আবার কেউ আছে, যে কেবল নিজেকেই প্রজ্ঞাবান মনে করে ;
তার মতে : তার সুবুদ্ধির ফল সুনিশ্চিত।
২৩ কিন্তু প্রকৃত প্রজ্ঞাবান জনগণকে সদুপদেশ দেয়,
তারই সুবুদ্ধির ফল সুনিশ্চিত।
২৪ প্রজ্ঞাবান মানুষ আশীর্বাদে পরিপূর্ণ,
যারা তাকে দেখে, তারা সকলে তাকে সুখী বলে।
২৫ মানুষের আয়ুষ্কালে দিনগুলির সংখ্যা নিরূপিত,
কিন্তু ইস্রায়েলের দিনগুলি অগণন।
২৬ প্রজ্ঞাবান জনগণের মধ্যে আস্থা জয় করবে,
তার নাম জীবিত থাকবে চিরকাল।

ভোজনে মিতাচার

২৭ সন্তান, তোমার জীবনকালে নিজের প্রাণ যাচাই কর,
তার জন্য যা কিছু ক্ষতিকর, তা তাকে দিয়ো না।
২৮ কেননা সবকিছু যে সবার জন্য উপযোগী এমন নয়,
সবাই যে সবকিছু পছন্দ করে, তাও নয়।

[29] রুচিকর খাদ্যের বিষয়ে পেটুক হয়ো না,
খাদ্য-সামগ্রীর প্রতি লোভী হয়ো না,
[30] কেননা বেশি খেলে অসুখ হয়,
অতিরিক্ত খেলে পেটে ব্যথা হয়।
[31] অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অনেকে মরেছে,
কিন্তু যে কেউ সংযত থাকে, সে নিজের প্রাণ দীর্ঘায়িত করে।

ঔষধ ও অসুস্থতা

৩৮ চিকিৎসককে উচিত সম্মান দেখাও,
সেও প্রভু দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।
[2] রোগমুক্তি পরাৎপর থেকেই আসে,
তা রাজার কাছ থেকে পাওয়া উপহারের মত।
[3] চিকিৎসকের জ্ঞান তার মাথা উচ্চ রাখে,
মহামান্যদের মধ্যেও সে সম্ভ্রমের পাত্র।
[4] প্রভু মাটি থেকে ঔষধ সৃষ্টি করেছেন,
সদ্বিবেচক মানুষ তা হেয়জ্ঞান করে না।
[5] জল একসময় কি এক টুকরো কাঠ দ্বারা মিষ্ট হয়নি,
যাতে প্রকাশিত হয় তার প্রভাব?
[6] ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন,
সে যেন তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি বিষয়ে গৌরববোধ করতে পারে।
[7] সেগুলি দ্বারা তিনি নিরাময় করেন ও কষ্টে আরাম দেন,
এবং ঔষধ-প্রস্তুতকারী মিশ্রণ প্রস্তুত করে।
[8] তাই তাঁর কর্মকীর্তির শেষ নেই,
তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি আসে।
[9] সন্তান, অসুখের দিনে অবসন্ন হয়ো না,
বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন।
[10] ত্রুটিপূর্ণ সমস্ত কিছু ত্যাগ কর, হাত অকলুষিত রাখ,
সমস্ত পাপ থেকে হৃদয় পরিশুদ্ধ কর।
[11] ধূপ অর্পণ কর, সেরা ময়দা অর্ঘ্যরূপে নিবেদন কর,
তোমার সামর্থ্য অনুসারে নধর পশুর বলি উৎসর্গ কর।
[12] পরে চিকিৎসককে স্থান দাও—প্রভু তাকেও সৃষ্টি করেছেন!—
সে তোমা থেকে দূরে না থাকুক, কেননা তোমার দরকার আছে।
[13] এমন সময় আছে, যখন সাফল্য তাদেরই হাতে।
[14] কেননা তারাও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবে,
যেন উপশম করার ব্যাপারে তিনি তাদের অনুগ্রহ দান করেন,

নিরাময়ের ব্যাপারেও সহায়তা করেন, যাতে পীড়িত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়।
১৫ নিজের নির্মাতার চোখে যে কেউ পাপ করে,
সে চিকিৎসকের হাতে পড়ুক!

শোকপালন

১৬ সন্তান, মৃতজনের উপরে চোখের জল ফেল,
গভীর দুঃখ ভোগ করে এমন মানুষের মত বিলাপগান গেয়ে ওঠ;
পরে মৃতদেহকে উপযুক্ত রীতি অনুযায়ী সমাধি দাও,
ও তার সমাধিমন্দির অবহেলা করো না।
১৭ তিক্ত অশ্রু ফেল, বুক চাপড়াও,
শোকপালন মৃতজনের মর্যাদা অনুযায়ী হোক:
—দু' তিন দিন, নিন্দাজনক কথা এড়াবার জন্য—
পরে তোমার দুঃখে সান্ত্বনা পাও।
১৮ কেননা দুঃখ মৃত্যুতে চালিত করতে পারে,
হৃদয়ের দুঃখ শক্তি ক্ষয় করে।
১৯ দুর্বিপাকে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী,
দুঃখে ভরা জীবন হৃদয়ের কাছে দুঃসহ।
২০ তোমার হৃদয় দুঃখের হাতে ছেড়ে দিয়ো না,
তা দূর করে দাও, নিজের পরিণামের কথা ভাব।
২১ ভুলো না: ফিরে আসার উপায় নেই!
এতে মৃতজনের কোন উপকার নেই,
আর তুমি নিজে নিজের ক্ষতি সাধন কর।
২২ আমার দশা মনে রেখ, যেহেতু তা তোমারও হবে:
গতকাল আমি, আজ তুমি!
২৩ মৃতজনকে একবার বিশ্রাম দেওয়া হলে,
তার স্মৃতিকেও বিশ্রাম করতে দাও,
তার আত্মা একবার চলে গেলে তার জন্য আর অস্থির হয়ো না।

নানা পেশা সম্বন্ধে বাণী

২৪ শাস্ত্রীর প্রজ্ঞালাভ তার অবসরের ফল,
যার কর্মকাণ্ড সীমিত, সে প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠবে।
২৫ যে লাঙল চালায়, সে যখন অঙ্কুশ চালাতেই গর্ব করে,
সে কেমন করে প্রজ্ঞাবান হতে পারবে?
সে তো বলদ চালায়, তাদের কাজেই ব্যস্ত,
বাছুরই তার একমাত্র কথাবার্তার বিষয়!
২৬ হালের রেখা দিতেই তার মন ব্যস্ত,

গাভীদের জাব দেবার জন্য সে অনিদ্র থাকে।
২৭ তেমনি সেই সমস্ত কারিগর বা কারুশিল্পী,
যারা যেমন দিন তেমনি রাতও কাটায় ;
যারা সীলমোহর খোদাই করে,
যারা নতুন অঙ্কন আবিষ্কার করতে নিত্য ব্যাপৃত,
নমুনাটিকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে নিবিষ্ট ;
কাজ শেষ করার জন্য তারা তো রাতে জেগে থাকে।
২৮ তেমনি কর্মকার ; সে নেহাইয়ের সামনে বসে থাকে,
লোহার যত কাজে মন ব্যস্ত রাখে ;
আগুনের নিশ্বাস তার দেহ দগ্ধ করে,
হাপরের তাপের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয় ;
হাতুড়ির শব্দ তার কান কালা করে,
তার চোখ কাজের নমুনার উপরে নিবদ্ধ,
কাজ শেষ করাই তার একমাত্র চিন্তা,
কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যে রাতে জেগে থাকে।
২৯ তেমনি কুমোর ; কাজে বসে
সে পা দিয়ে চক্র ঘোরায়,
তার কাজের জন্য সর্বদাই চিন্তিত ;
তার কর্মকাণ্ডের হিসাব সূক্ষ্মতম।
৩০ সে মাটিতে হাতের চাপে গড়নের রূপ দেয়,
সেইসঙ্গে পা দিয়ে মাটির গতি রোধ করে ;
সূক্ষ্ম রঙ দেবার জন্য সে চিন্তান্বিত,
চুল্লি পরিষ্কার করার জন্য সে রাতে জেগে থাকে।
৩১ এরা সকলে নিজেদের হাতের উপরেই নির্ভরশীল ;
প্রত্যেকে যে যার শিল্পকর্মে নিপুণ।
৩২ এরা না থাকলে একটা নগর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না,
লোকেরাও শহরে বসতি করতে কি হাঁটাচলা করতে পারবে না।
৩৩ তবু জন-মন্ত্রণাসভায় এদের খোঁজে কেউ বেরোয় না,
জনমণ্ডলীতে এদের বিশেষ কোন স্থান নেই,
বিচারাসনেও বসে না,
বিচারের রীতিনীতিও এদের জানা নেই।
৩৪ এরা তো শিক্ষাদান উজ্জ্বল করে না, ন্যায়নীতিও নয়,
প্রবচনমালার রচয়িতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় ;
না, এরা জড় পদার্থেরই অবলম্বন,
এদের প্রার্থনা পেশাগত কাজেই সীমিত।

শাস্ত্রীর গুণকীর্তন

৩৯ কিন্তু পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে, সে তেমন নয়।
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
২ সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
৩ প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
৪ মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে,
সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
৫ খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
৬ মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
৭ সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
৮ সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
৯ বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
১০ জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
১১ দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে
যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,

সে মরলে, তা তার পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান

১২ আমি আমার ধ্যানের আরও কয়েকটা কথা ব্যক্ত করব,
অর্ধমাসের চন্দ্রের মতই আমি তাতে পরিপূর্ণ।
১৩ আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
১৪ সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।
ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
১৫ তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।
তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
১৬ 'প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
তিনি যা নিরূপণ করেছেন, তা যথাসময় ঘটবে।'
তুমি বলবে না: 'এ কি? সেটা কেন?'
সমস্ত বিষয় যথাসময় নিরীক্ষণ করা হবে।
১৭ তাঁর বাণীতে, জল থেমে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়,
তাঁর কণ্ঠে, জলভান্ডার খুলে যায়,
১৮ তাঁর আদেশে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই ঘটে,
তাঁর পরিত্রাণকর্মে কেউ বাধা দিতে পারে না।
১৯ তাঁর সম্মুখে রয়েছে মানুষের সমস্ত কাজ,
তাঁর চোখের সামনে গুপ্ত থাকা সম্ভব নয়;
২০ তাঁর দৃষ্টি এক শাশ্বতকাল থেকে অপর শাশ্বতকাল পর্যন্ত প্রসারী,
তাঁর কাছে আশ্চর্যের কিছু নেই।
২১ তুমি বলবে না: 'এ কি? সেটা কেন?'
কারণ সমস্ত কিছু একটা উদ্দেশ্য অনুসারেই সৃষ্ট হয়েছে।
২২ যেভাবে তাঁর আশীর্বাদ নদীর মত স্থলভূমি আবৃত করে,
ও বন্যার মত পৃথিবীকে জলসিক্ত করে,
২৩ সেইভাবে জাতিগুলি তাঁর ক্রোধ উত্তরাধিকাররূপে পাবে,
ঠিক সেই সময়ের মত,
যখন তিনি জলাশয় লবণাক্ত প্রান্তরে পরিণত করলেন।
২৪ পুণ্যজনদের জন্য তাঁর পথ সকল যেমন সোজা-সরল,
দুর্জনদের জন্য তেমনি হোঁচট-পাথরে পূর্ণ।

২৫ মঙ্গলদানগুলি আদি থেকে মঙ্গলকর মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে,
একই প্রকারে অমঙ্গল সব কিছু পাপীদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে।
২৬ মানুষের জীবনের জন্য প্রধান প্রয়োজন এই এই :
জল, আগুন, লোহা, লবণ,
গমের ময়দা, দুধ, মধু,
আঙুরফলের রস, তেল ও বস্ত্র।
২৭ এই সমস্ত কিছু ভক্তপ্রাণদের জন্য মঙ্গলকর,
কিন্তু পাপীদের জন্য তা অমঙ্গলকর হয়।
২৮ এমন কয়েকটা বাতাস আছে, যা শাস্তির জন্য সৃষ্ট হয়েছে,
তাঁর রোষে তিনি সেগুলিকে আঘাত হিসাবে ব্যবহার করেন ;
পরিণামের দিনে সেগুলি তাদের হিংসাত্মক শক্তি ঝেড়ে দেবে,
তাতে তাদের স্রষ্টার রোষ প্রশমিত করবে।
২৯ আগুন, শিলাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু,
এই সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে শাস্তির উদ্দেশ্যে ;
৩০ হিংস্র পশুর দাঁত, বিছে, চন্দ্রবোড়া,
ও প্রতিশোধকারী খড়্গ ভক্তিহীনদের বিনাশের উদ্দেশ্যে :
৩১ আদেশ পালন করতে করতে এই সমস্ত উল্লাস করে,
সমস্ত প্রয়োজনের জন্য তারা পৃথিবীতে তৈরী ;
উপযুক্ত সময়ে তাঁর বাণী ব্যর্থ করবে না।
৩২ এজন্য আমি আদি থেকে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলাম,
এজন্য চিন্তা-ভাবনা করেছি, এজন্য বিষয়টা লিপিবদ্ধ করেছি ;
৩৩ 'প্রভুর সকল কর্ম মঙ্গলময় ;
উপযুক্ত সময়ে তিনি প্রয়োজনমত সবকিছু যুগিয়ে দেবেন।
৩৪ তুমি বলবে না : "এটা সেটার চেয়ে মন্দ,"
কেননা উপযুক্ত সময়ে সমস্ত কিছু নিজ নিজ যোগ্যতা প্রকাশ করবে।
৩৫ তাই এখন তোমরা সমস্ত হৃদয় ও কণ্ঠ দিয়ে বন্দনাগান কর,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বল।'

মানুষের দুরবস্থা

৪০ সমগ্র মানবজাতির জন্য কঠিন দশা সৃষ্ট হল,
আদমসন্তানদের ঘাড়ে চাপা রয়েছে ভারী জোয়াল
—মাতৃগর্ভে তাদের উদ্ভবের দিন থেকে
সকলের সেই সাধারণ মাতার কাছে প্রত্যাগমন-দিন পর্যন্ত!
২ যে বিষয়ে তাদের মন দুশ্চিন্তায় ও তাদের হৃদয় ভয়ে পূর্ণ হয়,
তা হল মৃত্যুদিনের চিন্তা।

[৩] গৌরবময় সিংহাসনে আসীন মানুষ থেকে
সেই নিঃস্ব পর্যন্ত, যে মাটিতে ও ছাইয়ে শুয়ে আছে;
[৪] বেগুনি কাপড় ও মুকুট পরা মানুষ থেকে
সেই ব্যক্তি পর্যন্ত, যে চটের কাপড় পরে আছে,
সকলের জন্য সমস্ত কিছু হচ্ছে রোষ, হিংসা, সংক্ষোভ, অস্থিরতা,
মৃত্যুর ভয়, রেশারেশি ও ঝগড়া-বিবাদ।
[৫] শয্যায় শুয়ে যখন মানুষ বিশ্রাম করে,
তখনও তার নিদ্রা তার দুশ্চিন্তা আরও আলোড়িত করে।
[৬] কিছুক্ষণের মত, এক নিমেষই মাত্র, সে বিশ্রাম করে;
পরে নিদ্রাকালে, উজ্জ্বল দিনমানেই যেন,
সে নিজের হৃদয়ের ছায়ামূর্তি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়,
এমন মানুষের মত, যে যুদ্ধে রেহাই পেয়েছে;
[৭] এবং উদ্ধারের মুহূর্তে সে জাগে এতে বিস্মিত হয়ে যে,
ভয় করার মত কিছুই ছিল না!
[৮] মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর ভাগ্য এই এই,
—কিন্তু পাপীদের জন্য এর সাতগুণ!—
[৯] মৃত্যু, রক্তপাত, রেশারেশি, খড়্গ,
দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, মারী।
[১০] এই সমস্ত অমঙ্গল দুষ্কর্মাদের জন্য সৃষ্ট হল,
আর তাদের কারণেই সেই জলপ্লাবন ঘটল।
[১১] যা কিছু মাটি থেকে আগত, তা মাটিতে ফিরে যায়;
যা কিছু জল থেকে আগত, তা সমুদ্রে ফিরে যায়।

নানা বচন

[১২] সমস্ত প্রকার উৎকোচ ও অন্যায্যতা মুছে ফেলা হবে,
কিন্তু বিশ্বস্ততা থাকবে চিরকাল।
[১৩] অন্যায়ভাবে পাওয়া ধন খাদনদীর মত শুকিয়ে যাবে,
হ্যাঁ, সেই একমাত্র বজ্রনাদের মত, যা বৃষ্টির লক্ষণ।
[১৪] সে হাত খুলে আনন্দ করবে,
একই প্রকারে পাপীরা বিনাশের হাতে পড়বে।
[১৫] ভক্তিহীনদের বংশ বেশি শাখা উৎপন্ন করবে না,
কলুষিত যত মূল কেবল কঠিন পাথর পায়।
[১৬] জলস্রোত ও নদীতীরে পোঁতা যে ঝাউগাছ,
তা-ই অন্য সমস্ত ঘাসের আগে উৎপাটিত হবে।
[১৭] মঙ্গলানুভবতা যেন আশিসপূর্ণ পরমদেশের মত,

দয়াকর্ম চিরস্থায়ী।
১৮ স্বনির্ভরশীল মানুষ ও শ্রমিকের জন্য জীবন মধুর হবে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে আরও মধুর হবে তারই জন্য, যে ধনের সন্ধান পায়।
১৯ সন্তানেরা ও নগরীর ভিত একটা নাম চিরস্থায়ী করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে কলঙ্কমুক্ত নারীই অধিক সম্মানের পাত্র।
২০ আঙুররস ও গানবাজনা হৃদয়কে আনন্দিত করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে প্রজ্ঞাকে ভালবাসাই আনন্দদায়ী।
২১ বাঁশি ও বীণা সঙ্গীত শ্রুতিমধুর করে তোলে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে মধুর কণ্ঠই শ্রেয়।
২২ চোখ মাধুর্য ও সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে সবুজ মাঠ বাসনা করে।
২৩ বন্ধু ও সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সর্বদাই প্রীতিকর,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে বধূ ও স্বামীই শ্রেয়তর।
২৪ ভাইয়েরা ও মিত্রেরা বিপদের দিনে উপযোগী,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে অর্থদানই নিস্তার করবে।
২৫ সোনা ও রুপো তোমার পদক্ষেপ সুস্থির করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে সুপরামর্শই মূল্যবান বলে গণ্য।
২৬ অর্থ ও প্রতাপ হৃদয়কে আস্থাবান করে,
কিন্তু উভয়ের চেয়ে প্রভুভয়ই উত্তম।
প্রভুভয় থাকলে আর কিছুর অভাব হয় না,
তা থাকলে সাহায্যের সন্ধান নিষ্প্রয়োজন।
২৭ প্রভুভয় যেন আশিসপূর্ণ পরমদেশের মত ;
অন্য যত সুনামের চেয়ে এরই রক্ষা মূল্যবান।

ভিক্ষুক মনোভাব

২৮ সন্তান, পরজীবীর মত ব্যবহার করো না ;
পরজীবী হওয়ার চেয়ে মরাই ভাল।
২৯ পরের থালার দিকে তাকিয়ে জীবনযাপন করা
জীবন বলে গণ্য করা চলে না।
পরের খাদ্য গলা কলুষিত করে,
বুদ্ধিমান ও ভদ্র যে মানুষ, সে তেমন ব্যবহারের বিষয়ে সাবধান থাকবে।
৩০ তেমন পরজীবী যা বলে, তা মিষ্টি শোনায় বটে,
কিন্তু তার পেটে আগুনই জ্বলে।

মৃত্যু

৪১ হে মৃত্যু, তোমার কথা স্মরণ করা কেমন তিক্ত সেই মানুষের পক্ষে,

যে নিজের সম্পদ ভোগ করতে করতে শান্তিতে বাস করে,
সেই মানুষের পক্ষে, যে দুশ্চিন্তা-বিহীন ও সমস্ত কিছুতে ভাগ্যবান,
যে এখনও খাদ্যের স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম!

২ হে মৃত্যু, তোমার রায় গ্রহণীয় সেই মানুষের কাছে,
যে অভাবী ও নিঃশেষিত হচ্ছে যার বল,
সেই মানুষের কাছে, যে বার্ধক্যে জীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ,
ক্ষোভ-প্রকৃতির সেই মানুষের কাছে, যে ধৈর্য হারিয়েছে!
৩ তুমি মৃত্যুর রায় ভয় পেয়ো না,
তোমার পূর্বপুরুষদের ও তোমার বংশধরদের কথাই স্মরণ কর!
৪ এ তো প্রতিটি প্রাণীর জন্য প্রভুর রায়;
তবে পরাৎপরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি আপত্তি কেন?
দশ, কি শত, কি সহস্র বছর হোক জীবনের আয়ু,
পাতালে আয়ুর কথা তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হবে না।

ভক্তিহীনদের শাস্তি

৫ জঘন্য সন্তানেরা—তেমনই পাপীদের সন্তানেরা,
যারা মিলিত হয় ভক্তিহীনদের আস্তানায়।
৬ পাপীদের সন্তানদের উত্তরাধিকার বিনষ্ট হবে,
তাদের বংশধরেরা ভোগ করবে চিরস্থায়ী দুর্নাম।
৭ দুর্জন পিতার বিরুদ্ধে সন্তানেরা কটুবাক্য শোনাবে,
কারণ তার কারণে তারা দুর্নামের পাত্র।
৮ ধিক্ তোমাদের, দুর্জন সকল!
তোমরা তো পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান ত্যাগ করেছ।
৯ যখন তোমরা জন্মেছিলে, তখন অভিশাপের উদ্দেশ্যেই জন্মেছিলে;
আর যখন মরবে, তখন অভিশাপই হবে তোমাদের স্বত্বাংশ।
১০ যা কিছু মাটি থেকে আগত, তা মাটিতে ফিরে যায়,
তেমনি দুর্জনেরা অভিশাপ থেকে বিনাশের দিকে এগিয়ে চলে।
১১ শোকপালন মৃতজনদের লাশ-সম্পর্কিত,
পাপীদের কুনাম মুছে ফেলা হবে।
১২ তোমার সুনামের বিষয়ে সতর্ক থাক, কেননা সহস্র সোনার মহাধনের চেয়ে
নামই তোমার পক্ষে স্থায়ী হবে।
১৩ সুখের জীবনের দিনগুলির জন্য একটা সংখ্যা নিরূপিত,
কিন্তু সুনাম চিরস্থায়ী।

লজ্জাবোধ

১৪ সন্তানেরা, শান্তশিষ্ট হয়ে আমার শিক্ষাবাণী রক্ষা কর;

গুপ্ত প্রজ্ঞা ও অদৃশ্য ধন,
উভয়তে কি লাভ?
১৫ নিজের প্রজ্ঞা যে গুপ্ত রাখে, তার চেয়ে সে-ই শ্রেয়,
যে নিজের মূর্খতা গুপ্ত রাখে।
১৬ পরবর্তী এই বিষয়গুলিতে লজ্জাবোধ রক্ষা কর,
কেননা সমস্ত প্রকার লজ্জা যুক্তিসঙ্গত নয়;
সমস্ত পরিস্থিতিও সকলের কাছে সঠিকভাবে পরিগণিত নয়।
১৭ লজ্জাবোধ কর—পিতামাতার সামনে উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে,
সমাজনেতা ও প্রভাবশালীর সামনে মিথ্যার বিষয়ে,
১৮ বিচারক ও শাসকের সামনে অন্যায়ের বিষয়ে,
জনসমাবেশের সামনে অধর্মের বিষয়ে,
১৯ সাথী ও বন্ধুর সামনে অসততার বিষয়ে,
তোমার পরিবেশের সামনে চুরির বিষয়ে,
২০ শপথ ও সন্ধি লঙ্ঘন করার বিষয়ে,
খাওয়া-দাওয়ার সময়ে টেবিলের উপরে কনুই রাখার বিষয়ে,
২১ নেওয়া ও দেওয়ার সময়ে অশালীনতার বিষয়ে,
যারা তোমাকে মঙ্গলবাদ জানায়,
তাদের কাছে প্রতি-মঙ্গলবাদ না জানানোর বিষয়ে,
২২ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উপরে দৃষ্টিপাতের বিষয়ে,
স্বজাতীয় মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে,
২৩ পরের উত্তরাধিকার বা উপহারের অপহরণের বিষয়ে,
পরের বধূকে বাসনার বিষয়ে,
২৪ তার দাসীর সঙ্গে নির্লজ্জ সংসর্গের বিষয়ে
—তার শয্যার কাছে এগিয়ে যেয়ো না!—
২৫ বন্ধুদের সামনে কটুবাক্যের বিষয়ে
—উপহার দেওয়ার পর কাউকে অপমান করো না—
২৬ যা শুনেছ, তা রটিয়ে বেড়াবার বিষয়ে,
গোপন তত্ত্ব প্রকাশের বিষয়ে।
২৭ তবেই তুমি প্রকৃত লজ্জাবোধের পরিচয় পাবে,
এও দেখতে পাবে যে, তুমি সকলের অনুগ্রহের পাত্র।

৪২ ১ পরবর্তী এই বিষয়গুলিতে লজ্জাবোধ করো না,
এবং এমনটি যেন না হয় যে, কেবল জনমতের ভয়েই তুমি পাপ কর না:
২ পরাৎপরের বিধান ও সন্ধির বিষয়ে,
ভক্তিহীনকে ক্ষমা করার জন্য রায়ের বিষয়ে,

৩ সহকর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে হিসাবের বিষয়ে,
বন্ধুদের কাছে উত্তরাধিকার বণ্টনের বিষয়ে,
৪ দাঁড়িপাল্লা ও নিক্তির সঠিকতার বিষয়ে,
কম বা বেশি লাভের বিষয়ে,
৫ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দামাদামির বিষয়ে,
সন্তানদের ঘন ঘন শাসনের বিষয়ে,
রক্তাক্ত করা পর্যন্ত ধূর্ত ক্রীতদাসকে কশাঘাতের বিষয়ে।
৬ কৌতূহলী বধূ থাকাতে সীলমোহর ব্যবহার করা উচিত,
আর যেখানে বেশি হাত থাকে, সেখানে চাবির উপর নির্ভর কর।
৭ যত মাল সরবরাহ কর, সবই গণনা কর, সবই ওজন কর;
দেনা-পাওনা সবই লিখিত আকারে হোক।
৮ বুদ্ধিহীন ও মূর্খকে সংশোধন করতে লজ্জাবোধ করো না,
সেই অতিবৃদ্ধকেও নয়, যে যুবকদের সঙ্গে ঝগড়া করে;
তবেই তুমি নিজেকে সত্যি সুবিবেচক বলে দেখাবে,
ও সকলের সমর্থন জয় করবে।

মেয়ের জন্য পিতার দুশ্চিন্তা

৯ মেয়ে পিতার কাছে গুপ্ত দুশ্চিন্তা স্বরূপ,
তার বিষয়ে চিন্তা নিদ্রা দূর করে:
তার যৌবনকালে, পাছে ম্লান হয়,
তার বিবাহ-জীবনে, পাছে ঘৃণার পাত্রী হয়।
১০ সে যতদিন যুবতী, ততদিন ভয় আছে, সে ভ্রষ্টা হবে,
ও পিতৃগৃহে থাকতে গর্ভবতী হবে;
স্বামীর ঘর করার সময়ে, পাছে অপরাধে পতিতা হয়,
বিবাহকালে, পাছে বন্ধ্যা হয়।
১১ একগুঁয়ে মেয়ের উপরে আরও সতর্ক থাক,
পাছে সে তোমাকে তোমার শত্রুদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করে,
শহরের গল্প ও সমাজের আলাপের পাত্র করে,
ফলে সকলের সামনে তোমাকে লজ্জায় অভিভূত করে।
১২ সে সমস্ত পুরুষকে নিজের সৌন্দর্য যেন না দেখায়,
অন্য নারীদের সঙ্গে যেন শুধু হাতে না বসে থাকে,
১৩ কেননা পোশাক থেকে পোকা,
ও নারী থেকে শঠতা বের হয়।
১৪ নারীর কোমলতার চেয়ে পুরুষের রুক্ষ ব্যবহার শ্রেয়:
নারীরা লজ্জা ও বিদ্রূপ ঘটায়।

প্রকৃতিতে ঈশ্বরের গৌরব

১৫ এখন আমি প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব,
যা কিছু দেখেছি, তা বর্ণনা করব।
প্রভুর বাণীগুণেই তাঁর সমস্ত কর্ম অস্তিত্ব পেয়েছে,
তাঁর শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর বিধি সাধিত হয়েছে।
১৬ জ্যোতির্ময় সূর্য সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত করে,
প্রভুর গৌরবে তাঁর কর্মকীর্তি পরিপূর্ণ।
১৭ প্রভুর পবিত্রজনেরাও তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ
বর্ণনা করতে সক্ষম নন ;
নিখিল সৃষ্টি যেন তাঁর গৌরবের উদ্দেশে দৃঢ়স্থাপিত থাকে,
সর্বশক্তিমান প্রভু যা স্থির করেছেন, তাও জ্ঞাত করতে তাঁরা সক্ষম নন।
১৮ তিনি অতল গহ্বর তলিয়ে দেখেন, হৃদয়কেও তলিয়ে দেখেন,
তাদের সমস্ত গোপন তত্ত্ব ভেদ করেন।
যা কিছু জানবার আছে, পরাৎপরের কাছে সেই সবই জানা,
তিনি যত যুগলক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখেন,
১৯ তাতে তিনি অতীত কি ভাবী সব ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন,
গুপ্ত যত ঘটনার পদচিহ্ন প্রকাশ করেন।
২০ কোন চিন্তাই তাঁকে এড়াতে পারে না,
একটা কথাও তাঁর কাছে গোপন নয়।
২১ তিনি তাঁর প্রজ্ঞার মহত্ত্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করলেন,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরেই তিনি আছেন।
তাঁর সঙ্গে কিছুই যোগ করা বা বিয়োগ করাও সম্ভব নয়,
কোন মন্ত্রণাদাতা তাঁর প্রয়োজন নেই।
২২ তাঁর সাধিত কর্মকীর্তি, আহা, কত মনোরম!
অথচ সেগুলির একটা স্ফুলিঙ্গই মাত্র চোখে পড়ে!
২৩ এসমস্ত কিছু জীবন্ত, তা চিরস্থায়ী,
যে কোন অবস্থায় সবই তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে চলে।
২৪ সমস্ত কিছু জোড় জোড় করে আছে, একটা অপর একটার সামনে,
তিনি অপূর্ণাঙ্গ কিছুই করেননি :
২৫ এক একটা অপরটার উৎকৃষ্টতার পরিপূরণ ;
তাঁর গৌরব দর্শনে কেইবা তৃপ্তি পাবে?

সূর্য

৪৩ স্বচ্ছ গগনতলই ঊর্ধ্বলোকের গর্ব,
তেমনি আকাশমণ্ডলের সৌন্দর্য—গৌরবময় দৃশ্য!

২ বের হতে হতে সূর্য তার উদয়লগ্নে ঘোষণা করে :
'আহা, পরাৎপরের কর্ম কেমন আশ্চর্যময়!'
৩ মধ্যাহ্নে সে পৃথিবীকে শুষ্ক করে,
তার উত্তাপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
৪ তাপ পাবার জন্য হাপরের আগুনে ফুঁ দেওয়া দরকার,
সূর্য এর তিনগুণ বেশিই পাহাড়পর্বত পুড়িয়ে ফেলে;
অগ্নিশিখা উদ্গিরণ ক'রে
সে তার যত রশ্মি ঝলকিয়ে, ধাঁধিয়ে দেয় মানুষের চোখ।
৫ মহান সেই প্রভু, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন,
ও যাঁর বাণী তাকে তার দৌড়ে ত্বরান্বিত করে।

চন্দ্র

৬ আর সেই চন্দ্র! যা কলা-পালনে নিত্যই নিষ্ঠাবান,
যেন ঋতু চিহ্নিত করে; তা কেমন সনাতন চিহ্ন!
৭ চন্দ্রের উপরেই পর্বোৎসবের নির্দেশ নির্ভর করে;
তা এমন জ্যোতিষ্ক, যা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্ষীণকায় হয়।
৮ তা থেকেই মাস নিজের নাম ধারণ করে,
আশ্চর্যভাবে তা কলা-ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
আকাশপরদায় দীপ্তিময় হয়ে
তা ঊর্ধ্বলোকের বাহিনীর জন্য নিশান স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

তারানক্ষত্র

৯ তারানক্ষত্রের গৌরবই আকাশমণ্ডলের সৌন্দর্য!
সেগুলি ঊর্ধ্বলোকের প্রভুর দীপ্তিময় ভূষণ।
১০ তারা সেই পবিত্রজনের আদেশমতই দণ্ডায়মান হয়,
যে যার প্রহরী-স্থানে ক্ষান্ত হয় না।

রঙধনু

১১ রঙধনু লক্ষ ক'রে তাঁর নির্মাতাকে ধন্য বল;
সে তো নিজের দীপ্তিতে পরমসুন্দর!
১২ আকাশমণ্ডলকে সে গৌরবের ধনুকে ঘেরে,
পরাৎপরের নিজের হাত তা পেতে দিল।

প্রকৃতির নানা আশ্চর্যের বিষয়

১৩ তিনি এক আদেশে তুষার প্রেরণ করেন,
নিজের বিচারের বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে দেন।
১৪ একই প্রকারে তাঁর ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়,

তখন মেঘগুলি পাখির মত উড়ে যায়।
১৫ তিনি তাঁর প্রতাপ গুণে মেঘপুঞ্জ জমাট করেন,
তখন সেগুলি শিলায় শিলায় গুঁড়ো হয়।
১৭ক তাঁর বজ্রনাদ পৃথিবীকে কম্পিত করে,
১৬ তাঁর আবির্ভাবে পাহাড়পর্বত কেঁপে ওঠে,
তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দক্ষিণাবাতাস বয়,
১৭খ উত্তরা ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবায়ুও তাই করে।
১৮ তিনি তুষার বিছিয়ে দেন যেন নেমে আসা পাখির মত,
সেই তুষারপাত যেন নেমে বসা পঙ্গপালের মত ;
চোখ তুষার নির্মলতার সৌন্দর্যে বিস্মিত,
তুষারপাত দর্শনে হৃদয় আশ্চর্যান্বিত।
১৯ তিনি পৃথিবীর উপর জমাট শিশির বিছিয়ে দেন লবণের মত,
তখন তা বরফ হয়ে কাঁটার মত খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়।
২০ ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর থেকে বয়,
তাতে জলাশয়ের উপরে বরফ জমাট হয় ;
বরফ সমস্ত জলরাশির উপরে ব'সে
তা বর্মের মত পরিবৃত করে।
২১ বাতাস পর্বতমালাকে শুষ্ক করে, প্রান্তরকে পুড়িয়ে ফেলে,
ঘাস গ্রাস করে আগুনের মত।
২২ কিন্তু এই সমস্ত কিছুর প্রতিকারে আসছে আকস্মিক মেঘ,
শিশিরের আগমন উত্তাপ থেকে আরাম দেয়।
২৩ ঈশ্বর তাঁর বাণীবলে অতল গহ্বরকে দমন করলেন,
সেখানে দ্বীপপুঞ্জকে রোপণ করলেন।
২৪ সমুদ্রপথে চরে যারা, তারা সেই সমুদ্রের বিপদের কথা বলে,
তাদের বর্ণনায় আমাদের কান আশ্চর্য হয় ;
২৫ কেননা সেখানেও রয়েছে অদ্ভুত ও আশ্চর্য বস্তু,
রয়েছে সব প্রকার প্রাণী ও সামুদ্রিক নানা দানব।
২৬ ঈশ্বরের দোহায় দূত শুভযাত্রা করে,
সমস্ত কিছু চলে তাঁর বাণীমত।
২৭ আমরা আরও কতই না বলতে পারতাম !
কিন্তু কখনও শেষ করতাম না।
যাই হোক, সমাপ্তি স্বরূপ বলব : 'তিনি সবকিছু !'
২৮ তাঁর গৌরবকীর্তন করার জন্য কোথায় শক্তি পাব,
যেহেতু তিনি সেই মহান, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মের ঊর্ধ্বে ?
২৯ প্রভু ভয়ঙ্কর, মহামহিম,

তাঁর পরাক্রম আশ্চর্যময়।
৩০ প্রভুর গৌরবকীর্তনে তোমরা তাঁর বন্দনা কর,
—যথাসাধ্যই কর, কারণ তিনি এর চেয়েও বন্দনীয়।
তাঁর বন্দনাগানে তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর,
ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—তোমাদের তো কখনও শেষ হবে না।
৩১ এমন কেইবা তাঁর দর্শন পেয়েছে যে, তাঁর বর্ণনা করবে?
তিনি যেমন আছেন,
কেইবা সেই অনুসারে তাঁর মহিমাকীর্তন করতে পারে?
৩২ এর চেয়ে আরও মহা মহা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে;
তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমরা কেবল তার মুষ্টিমেয় কিছুরই দর্শন পাই।
৩৩ কেননা প্রভু সমস্ত কিছুই নির্মাণ করলেন,
আর ভক্তপ্রাণ যারা, তাদের তিনি প্রজ্ঞা দান করলেন।

পিতৃপুরুষদের প্রশংসাবাদ

৪৪ এসো, আমরা এখন সেই প্রসিদ্ধ মানুষ,
আমাদের সেই পূর্বপুরুষদেরই প্রশংসাবাদ করি,
—তাঁদের পরম্পরা-যুগ অনুসারে।
২ প্রভু তাঁদের মধ্যে বিপুল গৌরব সঞ্চার করলেন,
অনাদিকাল থেকেই তাঁর মাহাত্ম্য বিরাজিত!
৩ তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রভুত্ব করলেন,
তাঁদের পরাক্রমের জন্য ছিলেন নাম করা বীরপুরুষ;
তাঁদের সুবুদ্ধির জন্য ছিলেন সুপরামর্শদাতা,
এবং নবীয় বাণীও উচ্চারণ করলেন।
৪ তাঁদের সুমন্ত্রণা দ্বারা,
জনগণের কাছে শিক্ষাবাণী দানে তাঁদের সুবুদ্ধি দ্বারা,
ও তাঁদের সদুপদেশের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী দ্বারা
তাঁরা জনগণকে চালনা করলেন;
৫ তাঁরা নানা সঙ্গীতের সুর দিলেন,
কাব্যিক গান রচনা করলেন;
৬ আবার, তাঁরা ছিলেন ধনবান ও প্রভাবশালী,
নিজ নিজ ঘরে শান্তিতে জীবনযাপন করলেন।
৭ তাঁরা সকলে তাঁদের সমসাময়িক লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন,
ছিলেন সেই দিনগুলির গর্বের বিষয়।
৮ তাঁদের কেউ কেউ এমন সুনাম রেখে গেছেন যে,

তাঁদের প্রশংসাবাদ এখনও ধ্বনিত।
[৯] কিন্তু অন্য কারও কারও কোন স্মৃতিই নেই;
তারা মিলিয়ে গেল, যেন তাদের কখনও অস্তিত্বও হয়নি;
তাদের অবস্থা, তারা যেন কখনও হয়নি,
তারা ও তাদের পরে তাদের সন্তানেরাও সেইরূপ।
[১০] কিন্তু এঁরাই সেই দয়াগুণসম্পন্ন মানুষ,
যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।
[১১] তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেই অক্ষয় রয়েছে তাঁদের সম্পদ,
তাঁদের সেই বংশজ সম্পদ।
[১২] তাঁদের উত্তরপুরুষেরা ঐশবিধিনিয়ম পালনে নিষ্ঠাবান থাকে,
ও তেমন আদর্শের ফলে তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও তেমনি থাকবে।
[১৩] চিরস্থায়ী হবে তাঁদের বংশ,
অম্লান হবে তাঁদের গৌরব।
[১৪] তাঁদের মৃতদেহ শান্তিতে সমাহিত হল,
ও তাঁদের নাম যুগে যুগে জীবনময়।
[১৫] জাতিসকল তাঁদের প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তাঁদের প্রশংসাবাদ।

এনোখ

[১৬] এনোখ প্রভুর প্রীতির পাত্র ছিলেন ও তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হল:
মনপরিবর্তনের এমন আদর্শ, যা সকল যুগের মানুষের জন্য।

নোয়া

[১৭] নোয়া [প্রভুর দৃষ্টিতে] সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক বলে পরিগণিত হলেন,
ক্রোধের দিনে তিনি হলেন নতুন বংশের নবপল্লব;
তাঁর দ্বারা একটা অবশিষ্টাংশ পৃথিবীতে বেঁচে গেল,
যখন সেই জলপ্লাবন ঘটেছিল।
[১৮] তাঁর সঙ্গে সনাতন নানা সন্ধি স্থির করা হল,
যেন জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট না হয়।

আব্রাহাম

[১৯] বহু জাতির মহা পিতৃপুরুষ সেই আব্রাহাম!
গৌরবে কেউই তাঁর সমকক্ষ কখনও হয়নি।
[২০] তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন,
ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।
এ সন্ধি তিনি নিজের মাংসে স্থির করলেন,
এবং পরীক্ষায় বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেন।

[21] এজন্য ঈশ্বর শপথ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশে জাতিসকলকে আশিসধন্য করবেন,
তাঁর বংশের সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণার মত বৃদ্ধি করবেন,
তাঁর বংশকে জ্যোতিষ্করাজির মত উন্নীত করবেন,
ও তাদের এমন উত্তরাধিকার দান করবেন,
যা এক সাগর থেকে অন্য সাগরে
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় বিস্তৃত।

ইসায়াক ও যাকোব

[22] তাঁর পিতা আব্রাহামের খাতিরে,
ইসায়াকের কাছেও তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন
[23] গোটা মানবজাতির সেই আশীর্বাদ ;
এমনটি করলেন, যেন যাকোবের মাথার উপরেই সেই সন্ধি অধিষ্ঠিত হয়।
তিনি তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন,
তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন ;
এবং সেই দেশ নানা অংশে বিভক্ত ক'রে
বারো গোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টন করলেন।

মোশী

৪৫ তিনি তাঁর বংশ থেকে এমন দয়াবান মানুষের উদ্ভব ঘটালেন,
যিনি সবার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন :
হ্যাঁ, তিনি হলেন ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র,
সেই মোশী, যাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ !
[2] গৌরবদানে তাঁকে তিনি পবিত্রজনদের সমান করলেন,
তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা ভয়ে অভিভূত হল।
[3] তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন,
ও রাজাদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন ;
আপন জনগণের জন্য তাঁকে সেই আজ্ঞাগুলি দিলেন,
ও তাঁর আপন গৌরবের একটা অংশ তাঁকে দেখালেন।
[4] তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন,
সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নিলেন।
[5] তাঁকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন,
ও সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন,
মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন,
এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান ;
তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি,

ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

আরোন

৬ তিনি সেই আরোনকে উন্নীত করলেন, যিনি মোশীর মত পবিত্র,
তাঁর আপন ভাই, লেবি গোষ্ঠীর মানুষ।
৭ তাঁর সঙ্গে তিনি চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাঁকে জনগণের যজন-ভার আরোপ করলেন।
তাঁকে বিশিষ্ট পোশাক দানে সম্মানিত করলেন,
গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।
৮ তাঁকে তিনি গৌরবময় সিদ্ধতায় মণ্ডিত করলেন,
উৎকৃষ্ট নানা ভূষণে তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন :
সেই জাঙাল, সেই জোব্বা ও সেই এফোদ।
৯ তাঁর পোশাকের আঁচলে তিনি রাখলেন ডালিম,
তাঁর চারদিকে বহু সোনার কিঙ্কিণি,
যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সেগুলি বাজে,
আর এইভাবে তাদের রুনুঝুনু শব্দ
তাঁর জনগণের সন্তানদের পক্ষে স্মরণিকা রূপে মন্দিরে ধ্বনিত হয়।
১০ তাঁকে তিনি সোনার এবং নীল ও বেগুনি সুতোর
পবিত্র পোশাকে অলঙ্কৃত করলেন—তা সূচিশিল্পীরই কারুকাজ ;
সেই বিচারের বুকপাটায়, সেই উরিম ও তুম্মিমে,
এবং সেই সিঁদুরে-লাল ক্ষোম-সুতোতেও তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন, যা শিল্পীরই কারুকাজ ;
১১ সোনায় খচিত সীলমোহরের মত কাটা
সেই বহুমূল্য মণিমুক্তায়ও তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন,
যা খোদকারেরই কারুকাজ ;
সংখ্যা অনুসারে ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর নাম
যেন তাতে খোদাই করে লেখা থাকে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ।
১২ তিনি তাঁর পাগড়ির উপরে সোনার একটা মুকুট রাখলেন,
যার উপর পবিত্রীকরণের সীল খোদাই করা ছিল :
তা সম্মানেরই চিহ্ন, বিশিষ্ট কারুকাজ,
চোখ আনন্দিত করার জন্য হার।
১৩ তাঁর আগে তেমন সুন্দর কিছু কখনও দেখা হয়নি,
এবং অন্য কেউই তা কখনও পরিধান করেনি :
কেবল তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর বংশধরেরাই
তা পরিধান করবে চিরকাল ধরে।
১৪ তাঁর বলিদানগুলি সম্পূর্ণই পুড়িয়ে দেওয়ার কথা,

দিনে দু'বার, সবসময়ের মত।
১৫ মোশী তাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন,
তাঁকে পবিত্র তেলে অভিষিক্ত করলেন:
আর এ ছিল তাঁর পক্ষে চিরন্তন সন্ধিস্বরূপ,
তাঁর সন্তানদেরও পক্ষে—যতদিন আকাশ স্থায়ী থাকবে, ততদিন ধরে:
যেন তিনি উপাসনা পরিচালনা করেন, যাজকত্ব অনুশীলন করেন,
ও প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করেন।
১৬ প্রভু সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিলেন,
তিনি যেন তাঁর উদ্দেশে বলি,
ধূপ ও গন্ধদ্রব্য স্মরণ-চিহ্নরূপে নিবেদন করেন,
এবং তাঁর জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করেন।
১৭ তাঁর হাতে তিনি তাঁর আজ্ঞাগুলির,
ও বিধানের নিয়মনীতির ভার তুলে দিলেন,
যেন যাকোবের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম শেখান
ও তাঁর বিধান বিষয়ে ইস্রায়েলকে আলোকিত করেন।
১৮ অন্য গোত্রের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল,
মরুপ্রান্তরে তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করল:
তারা ছিল দাথান ও আবিরামের লোক,
আবার কোরাহ্‌র দলের লোক—রোষে ও ক্রোধে পরিপূর্ণ যে লোক।
১৯ প্রভু তা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন;
তারা তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধে নিশ্চিহ্ন হল।
তিনি তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে অলৌকিক কাজ সাধন করলেন,
তাঁর জ্বলন্ত আগুনে তাদের নিঃশেষ করলেন।
২০ তিনি আরোনের গৌরব বৃদ্ধি করলেন,
তাঁকে একটা উত্তরাধিকার বণ্টন করলেন,
তাঁর জন্য প্রথমফলের অর্ঘ্য স্থির করলেন,
আর সমস্ত কিছুর আগে, প্রচুর রুটি দান করলেন।
২১ বস্তুত তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা বলি ভোগ করেন,
যা তিনি আরোনের ও তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলেন।
২২ তথাপি জনগণের দেশের মধ্যে আরোনের উত্তরাধিকার নেই,
জনগণের মধ্যে তাঁর জন্য অংশ নেই,
কেননা "আমি নিজেই তোমার অংশ ও তোমার উত্তরাধিকার।"

ফিনেয়াস

২৩ এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস প্রভুভয়ে তাঁর সদাগ্রহের জন্য,

ও জনগণের বিদ্রোহের দিনে তাঁর স্থিরতার জন্য গৌরবে তৃতীয় হলেন ;
বস্তুত তিনি উদার সাহসের সঙ্গে দাঁড়ালেন
এবং ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরকে প্রশমিত করলেন।
২৪ এজন্য তাঁর সঙ্গে শান্তি-সন্ধি স্থির করা হল,
যেন পবিত্রধামে ও জনগণের মধ্যে প্রধান দায়িত্ব বহন করেন ;
তাতে তাঁর কাছে ও তাঁর বংশধরদের কাছে
মহাযাজক-মর্যাদা নিশ্চিত করা হল—চিরকালের মত।
২৫ যেসের সন্তান, যুদা গোষ্ঠীর মানুষ সেই দাউদের সঙ্গেও এক সন্ধি হল ;
তা এমন রাজকীয় পরম্পরা, যা কেবল গোত্রের অভ্যন্তরেই হস্তান্তরিত ;
কিন্তু আরোনের পরম্পরা তাঁর সকল বংশধরদেরই কাছে হস্তান্তরিত !
২৬ ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে প্রজ্ঞা সঞ্চার করুন,
যেন তোমরা জনগণকে ন্যায়নীতিতে শাসন কর,
তাতে পিতৃপুরুষদের সদ্‌গুণাবলি ম্লান হবে না,
এবং তাঁদের সকল বংশধরের কাছে হস্তান্তরিত হবে তাঁদের গৌরব।

যোশুয়া ও কালেব

৪৬ নূনের সন্তান যোশুয়া যুদ্ধে মহাবীর ছিলেন,
নবী-ভূমিকায় তিনি মোশীর পদ নিলেন।
তাঁর নামের অর্থ অনুযায়ী
তিনি ঈশ্বরের মনোনীতদের ত্রাণকর্ম সাধনে মহান হলেন,
হ্যাঁ, তিনি বিপ্লবী শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিলেন,
যেন ইস্রায়েলকে দেশের দখল বণ্টন করতে পারেন।
২ যখন হাত উত্তোলন করতেন, শহরগুলির বিরুদ্ধে যখন খড়্গ চালাতেন, তখন তিনি,
আহা, কেমন গৌরবময় ছিলেন !
৩ তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল ?
তিনি নিজেই প্রভুর যুদ্ধ চালালেন।
৪ তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি ?
একটা দিন কি দু'টো দিনের মত দীর্ঘায়িত হয়নি ?
৫ তিনি শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন,
সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল ;
এবং মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন,
শিলাবৃষ্টির কঠিন শিলাকুচি ছুড়ে মারলেন।
৬ তিনি সেই শত্রু-জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন,
সেই নিম্নগামী পথে বিরোধীদের বিনাশ করলেন,
যেন বিজাতীয়রা যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম জানতে পারে,

এও জানতে পারে যে, প্রভুর সাক্ষাতেই তারা যুদ্ধ করছিল!
৭ বস্তুত তিনি শক্তিমানের অনুসারী ছিলেন,
মোশীর সময়ে যেফুন্নির সন্তান কালেবের সঙ্গে
তিনি নিজ ভক্তি দেখালেন,
তিনি তখন গোটা জনসমাবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন,
তাতে বাধা দিলেন যেন লোকেরা পাপ না করে,
তাদের বিদ্রোহের সুর ক্ষান্ত করে দিলেন।
৮ এজন্য ছ'লক্ষ পথযাত্রীদের মধ্য থেকে
কেবল এ দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখা হল,
যেন তাঁরা ইস্রায়েলকে তার আপন অধিকারে প্রবেশ করান,
সেই দেশেই, যে দেশ দুধ ও মধুপ্রবাহী।
৯ প্রভু কালেবকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন,
যা তাঁর পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকল,
যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছতে পারেন,
যে দেশ তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারল,
১০ ফলে ইস্রায়েল সন্তান সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে,
প্রভুর অনুসরণ করা মঙ্গলময়।

বিচারকবৃন্দ

১১ আর সেই বিচারকদের ক্ষেত্রে—প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম অনুসারে—
যাঁদের হৃদয় কখনও অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়নি,
যাঁরা প্রভুকেও কখনও ছেড়ে দূরে যাননি,
আহা, তাঁদের স্মৃতি আশিসমন্ডিত হোক!
১২ তাঁদের হাড় সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,
তাই তাঁদের সুনাম তাঁদের সন্তানদের উপর বিরাজ করুক চিরকাল,
যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত।

সামুয়েল

১৩ সামুয়েল ছিলেন তাঁর প্রভুর ভালবাসার পাত্র :
তিনি হলেন প্রভুর নবী, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন,
এবং তাঁর জনগণের উপরে সেই নায়কদের অভিষিক্ত করলেন।
১৪ তিনি প্রভুর বিধানমতে জনসমাজকে শাসন করলেন,
এবং প্রভু যাকোবের উপর লক্ষ রাখলেন।
১৫ তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন,
তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।
১৬ তিনি সেই শক্তিমান প্রভুকে ডাকলেন,

হ্যাঁ, শত্রুরা যখন চারদিক থেকে তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল,
তিনি তখন দুধের মেষশিশুকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করলেন।
১৭ আর প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন;
মহা কলরবে শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর,
১৮ শত্রুদের নেতাদের ও ফিলিস্তিনিদের সকল জনপ্রধানকে
তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করলেন।
১৯ তাঁর চিরন্তন নিদ্রা-ক্ষণের আগে
তিনি প্রভুর ও তাঁর অভিষিক্তজনের সামনে এ সাক্ষ্য দিলেন:
'কারও কাছ থেকে আমি
অর্থ, এমন কি জুতোও জোর করে নিইনি,'
আর কেউই তাঁর প্রতিবাদ করেনি।
২০ নিদ্রা যাওয়ার পরেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন:
রাজার কাছে তাঁর শেষ পরিণামের কথা পূর্বঘোষণা করলেন;
সমাধিমন্দিরের মধ্য থেকেও তিনি আবার কণ্ঠস্বর শোনালেন,
যেন নবীয় বাণীগুণে জনগণের শঠতা মুছে দিতে পারেন।

নাথান

৪৭ এঁদের সকলের পরে, দাউদের সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেবার জন্য, নাথানের উদ্ভব হল।

দাউদ

২ মিলন-যজ্ঞবলি থেকে যেমন চর্বি আলাদা করে রাখা হয়,
তেমনি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে দাউদকে আলাদা করে রাখা হল।
৩ তিনি সিংহদেরই নিয়ে, যেন ছাগের ছানাই নিয়ে খেলা করলেন,
ভালুকদেরও নিয়ে যেন মেষশিশুদের নিয়ে!
৪ তাঁর তরুণ বয়সে তিনি কি সেই দীর্ঘকায়কে বধ করলেন না,
এবং জনগণ থেকে দুর্নাম মুছে দিলেন না?
তিনি তো ফিঙে দিয়ে একটা পাথর ছুড়লেন,
আর গলিয়াথের আস্ফালন খর্ব করলেন।
৫ কেননা তিনি পরাৎপর প্রভুকে ডেকেছিলেন,
আর তিনি তাঁর ডান হাতে এমন শক্তি মঞ্জুর করলেন,
যেন বলবান যোদ্ধাকে উচ্ছেদ করা হয়
ও তাঁর আপন জনগণের প্রতাপ উত্তোলন করা হয়।
৬ এজন্য লোকে তাঁর সেই দশ সহস্রজনের বিষয়ে তাঁকে স্বীকৃতি দিল,
এবং গৌরবমুকুট তাঁকে অর্পণ করায়
প্রভুর ধন্যবাদগীতি করতে করতে তাঁর প্রশংসা করল।

৭ কেননা তিনি চারদিকে শত্রুদের নিঃশেষে সংহার করলেন,
তাঁর বিপক্ষ সেই ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করলেন,
ও তাদের প্রতাপ চূর্ণ করলেন—চিরকালের মত।
৮ তাঁর সমস্ত কর্মকীর্তিতে তিনি গৌরবের কথা দ্বারা
পরাৎপর সেই পবিত্রজনকে ধন্যবাদ জানালেন;
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর উদ্দেশে স্তুতিগান করলেন,
এবং তাঁর আপন নির্মাতাকে ভালবাসলেন।
৯ তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন,
ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন;
১০ তিনি পর্বোৎসবগুলি জ্যোতির্ময় করলেন,
মহাপর্বগুলি ঘটা করে শ্রীমণ্ডিত করলেন,
তাতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম হল প্রশংসার পাত্র,
ও পবিত্রধামে ভোর থেকেই ধ্বনিত হল স্তুতিগান।
১১ প্রভু তাঁর পাপ ক্ষমা করলেন,
তাঁর প্রতাপ উত্তরোত্তর উন্নীত করলেন,
তাঁকে মঞ্জুর করলেন রাজকীয় এক সন্ধি,
ও ইস্রায়েলে গৌরবময় এক সিংহাসন।

সলোমন

১২ তাঁর পদে বুদ্ধিমান এক সন্তান অধিষ্ঠিত হলেন,
যিনি তাঁর খাতিরে নিরাপদে বাস করলেন।
১৩ সলোমন শান্তিকালে রাজত্ব করলেন,
ঈশ্বর এমনটি করলেন, যেন চারদিকে শান্তি বিরাজ করে,
যাতে তিনি তাঁর নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তোলেন,
ও চিরস্থায়ী এক পবিত্রধাম প্রস্তুত করেন।
১৪ যৌবনকালে তুমি কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিলে!
নদীর মত তুমি সুবুদ্ধিতে উপচে পড়তে!
১৫ তোমার জ্ঞান পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হল,
দুরূহ উক্তিতে তা পরিপূর্ণ করল।
১৬ তোমার নাম দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্তই গিয়ে পৌঁছল,
তোমার শান্তিতে তুমি ভালবাসার পাত্র হলে।
১৭ তোমার সঙ্গীত, তোমার প্রবাদমালা, তোমার উক্তি,
ও তোমার উত্তর ছিল বিশ্বের আশ্চর্যের বিষয়।
১৮ সেই ঈশ্বর প্রভুর নামে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর বলে অভিহিত যিনি,

তুমি রাশি রাশি সোনা সঞ্চয় করেছ যেন টিনের মত,
রুপোকে প্রচুর করেছ সীসার মত।
১৯ তুমি তোমার দেহকে নারীদের হাতে ছেড়ে দিলে,
তাতে তোমার নিজের কামনা-বাসনার দাস হলে।
২০ তোমার গৌরব কলঙ্কিত করলে,
ও তোমার বংশকে এমনভাবে কলুষিত করলে যে,
তোমার সন্তানদের উপরে ঐশ ক্রোধ,
ও তোমার ক্ষিপ্ততার জন্য যন্ত্রণা আকর্ষণ করলে।
২১ রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হল,
এবং এফ্রাইম থেকে বিদ্রোহী এক রাজ্য উৎপন্ন হল।
২২ কিন্তু প্রভু তাঁর দয়া কখনও ফিরিয়ে নেন না,
তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না;
না, তিনি তাঁর মনোনীতজনের উত্তরপুরুষদের উচ্ছেদ করবেন না,
তাঁকে যিনি ভালবেসেছেন, তাঁর বংশকে তিনি উচ্ছেদ করবেন না।
এজন্য তিনি যাকোবকে একটা অবশিষ্টাংশ,
ও দাউদকে তাঁর নিজের মূল থেকে উৎপন্ন এক পল্লব মঞ্জুর করলেন।

রেহোবোয়াম

২৩ সলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে বিশ্রাম করলেন,
তাঁর নিজের বংশের একজনকে তাঁর পদে রেখে গেলেন,
দেশের সবচেয়ে নির্বোধ সভ্য সেই বুদ্ধিহীন রেহোবোয়ামকে রেখে গেলেন,
যিনি নিজ পরামর্শ দানে জনগণকে উত্তেজিত করলেন।

যেরবোয়াম

২৪ পরে নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করালেন,
ও এফ্রাইমকে পাপের পথে নামালেন;
সেসময় থেকে তাদের অপরাধ এতই বৃদ্ধি পেল যে,
তাদের আপন দেশ থেকে তারা তাড়িত হল।
২৫ কেননা তারা সমস্ত প্রকার শঠতা সাধন করল,
যে পর্যন্ত প্রতিশোধ এসে তাদের নাগাল পেল।

এলিয়

৪৮ তখন এলিয় নবীর উদ্ভব হল: তিনি আগুনের মত,
তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।
২ তিনি তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন,
ও তাঁর ধর্মাগ্রহে তাদের সংখ্যা কমালেন।

৩ প্রভুর বাণীগুণে তিনি আকাশ রুদ্ধ করলেন,
একই প্রকারে তিন তিনবারও আগুন নামিয়ে আনলেন।
৪ এলিয়, তোমার নানা আশ্চর্য কাজ দ্বারা তুমি কেমন গৌরবময় ছিলে!
কে বড়াই করবে, সে তোমার সমকক্ষ?
৫ তুমি তো মৃত এক মানুষকে মৃত্যু থেকে,
পরাৎপরের বাণীগুণে পাতাল থেকেই জাগিয়ে তুললে;
৬ তুমি রাজাদের সর্বনাশে,
ও উচ্চপদস্থ লোকদের তাদের শয্যা থেকে ঠেলে দিলে।
৭ সিনাইয়ের উপরে তুমি ভর্ৎসনা-বাণী শুনলে,
হোরেবের উপরে শুনলে প্রতিশোধের বাণী।
৮ তুমি রাজাদের প্রতিফলদাতারূপে,
ও নবীদের তোমার পদ নিতে অভিষিক্ত করলে।
৯ তোমাকে অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ুতে ঊর্ধ্বে কেড়ে নেওয়া হল,
—অগ্নিময় অশ্বের রথে;
১০ তুমি ভাবীকালকে ভর্ৎসনা করতে নিযুক্ত হয়েছিলে,
ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ার আগে তা প্রশমিত করার জন্য,
পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ফেরাবার জন্য,
ও যাকোবের গোষ্ঠীগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।
১১ সুখী তারা, যারা তোমার দর্শন পাবে,
ও যারা ভালবাসায় নিদ্রা গেল!
কেননা আমরাও নিশ্চয় জীবন পাব।

এলিসেয়

১২ এলিয় ঘূর্ণিবায়ুর আবরণে মুড়ে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় এলিসেয় তাঁর আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন;
তাঁর জীবনকালে তিনি প্রভাবশালীদের সামনে কম্পিত হলেন না,
কেউই তাঁকে বশীভূত করতে পারল না।
১৩ তাঁর পক্ষে কোন কাজই অধিক কঠিন ছিল না,
এমনকি, সমাধিগুহাতেও তাঁর দেহ ভবিষ্যদ্বাণী দিল।
১৪ জীবনকালে অলৌকিক কাজ সাধন করলেন,
এবং মৃত্যুর পরে তাঁর কর্মকীর্তি আশ্চর্যময় ছিল।
১৫ এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও জনগণ মনপরিবর্তন করল না,
নিজেদের পাপকর্মও তারা ত্যাগ করল না,
যে পর্যন্ত তাদের নিজেদের দেশ থেকে পাল ধরে তাদের ঠেলে দেওয়া হল
ও সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

১৬ কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল,
তাদের সঙ্গে দাউদকুলের এক নায়ক ছিলেন।
এদের কয়েকজন ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় তা-ই করল,
অন্যেরা পাপের সংখ্যা বাড়াল।

হেজেকিয়া ও ইসাইয়া

১৭ হেজেকিয়া তাঁর নগরীকে দৃঢ় করলেন,
তার মধ্যে জল নিয়ে এলেন,
লোহা দিয়ে শৈলে একটা প্রণালী খনন করলেন,
ও জলভান্ডার গেঁথে তুললেন।
১৮ তাঁর দিনগুলিতে সেন্নাখেরিব রণ-অভিযানে এলেন
আর সেই রাবশাকেসকে প্রেরণ করলেন;
তিনি সিয়োনের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন,
নিজের দম্ভে আস্ফালন করে বড়াই করলেন।
১৯ তখন শহরবাসীদের হৃদয় ও হাত কাঁপতে লাগল,
তারা প্রসবিনীদের মত যন্ত্রণায় আক্রান্ত হল।
২০ তারা দয়াময় প্রভুকে ডাকল,
—তাঁর দিকে হাত প্রসারিত ক'রে।
সেই পবিত্রজন সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গলোক থেকে তাদের শুনলেন
ও ইসাইয়ার হাত দ্বারা তাদের মুক্ত করলেন।
২১ তিনি আসিরীয়দের শিবির আঘাত করলেন,
ও তাঁর দূত তাদের নিশ্চিহ্ন করলেন;
২২ কেননা হেজেকিয়া যা প্রভুর গ্রহণীয় তা-ই করলেন,
এবং তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের পথে নিষ্ঠাবান ছিলেন,
যেমনটি সেই ইসাইয়া নবী তাঁকে নির্দেশ করছিলেন,
যিনি দর্শনে মহান ও সত্যাশ্রয়ী।
২৩ তাঁর দিনগুলিতে সূর্য পিছে গেল,
তিনি রাজার আয়ু বাড়িয়ে দিলেন।
২৪ আত্মার প্রভাবে তিনি চরমকালের দর্শন পেলেন,
সিয়োনের দীনদুঃখীদের সান্ত্বনা দিলেন।
২৫ তিনি কালের সমাপ্তি পর্যন্ত ভাবীকাল,
এবং ঘটবার আগেও গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করলেন।

যোসিয়া

৪৯ যোসিয়ার স্মৃতি এমন ধূপ-মিশ্রণের মত,
যা গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতকারীর শিল্প দ্বারা প্রস্তুত।

সেই স্মৃতি সকলের মুখে মধুর মত মিষ্ট,
তা যেন ভোজসভায় গানবাজনার মত।
২ তিনি জনগণের সংস্কার-কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োজিত হলেন,
এবং অধর্মের ঘৃণ্য যত চিহ্ন আমূলে উচ্ছেদ করলেন।
৩ তিনি নিজের হৃদয়কে প্রভুতে স্থাপন করলেন,
অন্যায়কারীদের দিনগুলিতে ধর্মের প্রাধান্য তুলে ধরলেন।

শেষ রাজা ও নবীরা

৪ দাউদ, হেজেকিয়া ও যোসিয়ার কথা বাদে
তাঁরা সকলে পাপের উপর পাপ সাধন করলেন;
পরাৎপরের বিধান ত্যাগ করেছিলেন বিধায়
যুদা-রাজারা মিলিয়ে গেলেন;
৫ কারণ তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা অন্যদের হাতে,
ও তাঁদের গৌরব বিজাতীয় এক দেশের হাতে ছেড়ে দিলেন।
৬ শত্রুরা পবিত্রধামের মনোনীত নগরীটিকে পুড়িয়ে দিল,
তার সমস্ত পথ জনশূন্য করল,
৭ ঠিক যেভাবে যেরেমিয়া ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন;
কারণ তাঁরা তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করলেন,
যদিও মাতৃগর্ভে থাকতেই তিনি নবীরূপে পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন
উৎপাটন, আঘাত ও *বিনাশ করার জন্য*,
কিন্তু *গেঁথে তোলা ও রোপণও করার জন্য।*
৮ এজেকিয়েল গৌরবের এক দর্শন পেলেন,
যা ঈশ্বর খেরুব-বাহনের উপরে তাঁকে দেখালেন;
৯ কেননা তিনি ঝড় বিষয়ক সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে
শত্রুদের কথা উল্লেখ করলেন,
যেন যারা সরল পথে চলছিল, তাদের উপকার হয়।
১০ আহা, সেই দ্বাদশ নবী!
তাঁদের হাড় তাঁদের সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,
যেহেতু তাঁরা যাকোবকে সান্ত্বনা দিলেন,
ও বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন।

জেরুব্বাবেল ও যোশুয়া

১১ আমরা জেরুব্বাবেলের কেমন মহিমাকীর্তন করব?
তিনি যেন ডান হাতে সীলমোহর-যুক্ত আঙটির মত;
১২ তেমনি যেহোসাদাকের সন্তান সেই যোশুয়াও:
তাঁরা তাঁদের জীবনকালে গৃহকে পুনর্নির্মাণ করলেন,

এবং প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র এক পুণ্যধাম উত্তোলন করলেন,
যা চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশ নিরূপিত।

নেহেমিয়া

[১৩] নেহেমিয়ার স্মৃতিও সত্যি মহান!
তিনি আমাদের বিধ্বস্ত প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করলেন
আর সেখানে তোরণদ্বার ও অর্গল দিলেন;
তিনি আমাদের বাড়ি-ঘরও পুনর্নির্মাণ করলেন।

আদিপুরুষেরা

[১৪] পৃথিবীতে এমন কেউ কখনও সৃষ্ট হয়নি যে এনোখের সমকক্ষ;
বস্তুত তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হল।
[১৫] আর অন্য কোন মানুষ কখনও জন্মেনি যে যোসেফেরই মত,
যিনি ভাইদের মধ্যে অগ্রনেতা, জনগণের নির্ভর;
তাঁর হাড়ও সম্মানের বস্তু হল।
[১৬] শেম ও সেথ মানুষদের মধ্যে গৌরবের পাত্র হলেন,
কিন্তু সমস্ত সৃষ্টজীবের ঊর্ধ্বে রয়েছেন আদম।

মহাযাজক সিমোন

৫০ ওনিয়াসের সন্তান মহাযাজক সিমোনই সেই ব্যক্তি,
যিনি তাঁর জীবনকালে গৃহকে মেরামত করলেন,
ও তাঁর দিনগুলিতে পবিত্রধাম দৃঢ় করলেন।
[২] তিনি দ্বিগুণ গভীরতায় গভীর ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন,
মন্দিরের ঘেরার প্রাকারগুলো গেঁথে তুললেন।
[৩] তাঁর দিনগুলিতে দিঘিটা খনন করা হল,
বিশাল সাগরের মত বড় এক দিঘি।
[৪] সর্বনাশ থেকে আপন জনগণকে উদ্ধার করার জন্য চিন্তিত হয়ে
তিনি নগরীকে অবরোধ থেকে দৃঢ় করলেন।
[৫] জনগণের মধ্যে তাঁর চলাকালে,
পরদাযুক্ত গৃহ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে
আহা, তিনি কেমন গৌরবময় ছিলেন!
[৬] তিনি সত্যিই ছিলেন মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রভাতী তারার মত,
পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার মত,
[৭] পরাৎপরের মন্দিরের উপরে জাজ্বল্যমান সূর্যের মত,
গৌরবের মেঘপুঞ্জের মধ্যে দীপ্তিময় রঙধনুর মত,
[৮] বসন্তকালীন গোলাপফুলের মত,

জলস্রোতের তীরে লিলিফুলের মত,
গ্রীষ্মকালীন ধূপগাছের পল্লবের মত,
৯ ধূপদানিতে আগুন ও ধূপের মত,
সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত পুরো সোনার পাত্রের মত,
১০ ফলে ভরা জলপাইগাছের মত,
আকাশ-চুম্বী দেবদারু বৃক্ষের মত।
১১ যখন তিনি উপাসনার পোশাক পরিধান করতেন,
যখন সেই সুন্দর সুন্দর ভূষণে নিজেকে সজ্জিত করতেন,
তখন পবিত্র যজ্ঞবেদির সোপান আরোহণ করতে করতে
তিনি পবিত্রধাম ও তার সমস্ত প্রাঙ্গণ গৌরবে পরিপূর্ণ করতেন;
১২ যখন তিনি যাজকদের হাত থেকে বলিগুলির অংশ গ্রহণ করে নিতেন,
—নিজেই বেদির অঙ্গারধানীর পাশে দাঁড়িয়ে—
তখন যেন লেবাননের এরসগাছের শাখার মত
ও তাঁর চারদিকে যেন খেজুরগাছের মত
ভাইয়েরা মুকুটের মত তাঁকে বেষ্টন করতেন;
১৩ যখন সকল আরোন-সন্তান নিজেদের গৌরবে
প্রভুর অর্ঘ্য নিজ নিজ হাতে ক'রে
গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল,
১৪ তখন তিনি সর্বশক্তিমান পরাৎপরকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে
বেদিগুলিতে উপাসনা-রীতি পালন করতেন:
১৫ তিনি পানপাত্রের উপরে হাত বাড়াতেন,
আঙুরফলের রস ঢালতেন,
নিখিলের রাজা সেই পরাৎপরের উদ্দেশে গ্রহণীয় সৌরভরূপে
তা বেদির ভিত্তিমূলে ঢেলে দিতেন।
১৬ তখন আরোন-সন্তানেরা জয়ধ্বনি তুলত,
পিটানো ব্রঞ্জের তুরি বাজাত,
এবং পরাৎপরের সম্মুখে আহ্বানরূপে
উদাত্ত তুরিনিনাদ শোনাত।
১৭ আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা জনগণ মিলে
মাটিতে মাথা নত ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে
সেই প্রভুকে পূজা করত,
সর্বশক্তিমান যিনি, পরাৎপর ঈশ্বর যিনি;
১৮ গায়কদল প্রশংসাগান গেয়ে উঠত,
—মৃদু বাদ্য-ঝঙ্কারে তাদের গান কেমন মধুর ছিল!—
১৯ এবং প্রভুর সেবাকর্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত,

ও উপাসনা-অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
জনগণ সেই দয়াময়ের সম্মুখে প্রার্থনায় রত হয়ে
পরাৎপর প্রভুকে মিনতি করত।
[২০] তখন, প্রভুর আশীর্বাদ নিজের ওষ্ঠ থেকে প্রদান করার জন্য
—যেহেতু তাঁর নাম উচ্চারণ করার গৌরব তাঁরই ছিল—
তিনি অবরোহণ করতে করতে
ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর উপরে দু'হাত উত্তোলন করতেন ;
[২১] এবং পরাৎপরের আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য
সকলে পুনরায় প্রণিপাত করত।

ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান

[২২] এখন তোমরা নিখিল বিশ্বের পরমেশ্বরকে ধন্য বল,
যিনি সর্বস্থানে মহা মহা কর্মকীর্তির সাধক,
যিনি আমাদের জন্মদিন থেকেই আমাদের দিনগুলি উন্নীত করেছেন,
ও তাঁর দয়া অনুসারেই আমাদের প্রতি ব্যবহার করেছেন।
[২৩] তিনি হৃদয়ের আনন্দ আমাদের মঞ্জুর করুন,
আমাদের দিনগুলিতে শান্তি বিরাজ করুক,
—ইস্রায়েলের মধ্যে যুগ যুগ ধরে।
[২৪] তাঁর করুণা বিশ্বস্তভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক,
আমাদের এই দিনগুলিতে তিনি আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করুন।

নানা বচন

[২৫] দু'টো জাতির উপরে আমি ক্ষুব্ধ,
এমনকি, তৃতীয়টা একটা জাতিও নয় : তথা,
[২৬] সেইর পর্বতের সেই বাসিন্দারা ও সেই ফিলিস্তিনিরা,
এবং মূর্খ সেই জাতি, যা সিখেমে বাস করে।

উপসংহার

[২৭] সুবুদ্ধি ও সদ্‌জ্ঞান-পূর্ণ শিক্ষাবাণী এই পুস্তকে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে
যেরুসালেম-নিবাসী এলেয়াজার সিরার ছেলে সেই যীশু দ্বারা,
যিনি আপন হৃদয় থেকে বর্ষার মত প্রজ্ঞা ঢেলে দিলেন।
[২৮] সুখী সেই জন, যে এই সমস্ত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে ;
তা নিজের হৃদয়ে গেঁথে রাখুক, সে প্রজ্ঞাবান হবে ;
[২৯] তা অনুশীলন করলে সে সমস্ত কিছুর জন্য যথেষ্ট শক্তি পাবে,
যেহেতু প্রভুর স্বয়ং আলোই তার পথ।

পরিশিষ্ট

সিরার ছেলে যীশুর প্রার্থনা

৫১ হে প্রভু, হে রাজন্, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব ;
২ কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।
যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
৩ —তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
৪ সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে,
যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
৫ গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে—
৬ হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল ;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।
৭ আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম,
আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না ;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না !
৮ প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,
স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী,
তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
৯ তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম ;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচনা করলাম।
১০ আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,
সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।

আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
১১ আমার মিনতি পূর্ণ হল ;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,
সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
১২ তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

প্রজ্ঞা লাভের জন্য গভীর অন্বেষা

১৩ আমি তখনও যুবা ছিলাম, তখনও কোন যাত্রায় পা বাড়াইনি,
সেসময়েও প্রার্থনাকালে তৎপর হয়ে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করতাম।
১৪ পবিত্রধামের বাইরে দাঁড়িয়ে তা পাবার জন্য প্রার্থনা করতাম,
'শেষদিন পর্যন্তই তার অন্বেষণ করে চলব।'
১৫ তার ফুল ফোটার কাল থেকে তার আঙুরগুচ্ছ পাকবার কাল পর্যন্ত
আমার হৃদয় প্রজ্ঞায় আনন্দিতই ছিল।
আমার চরণ ন্যায়পথ ধরে চলল ;
তরুণ বয়স থেকে তার অনুগামী হলাম।
১৬ কান একটু পাতলাম, আর তাকে গ্রহণ করলাম,
যে শিক্ষাবাণী পেয়েছি, আহা, তা কেমন গভীর !
১৭ তার সহায়তায় আমার অগ্রগতি হল ;
যিনি আমাকে প্রজ্ঞা আরোপ করলেন, তাঁকে আমি গৌরব আরোপ করব।
১৮ বস্তুত আমি স্থির করেছি, প্রজ্ঞার সাধনা করে চলব ;
ন্যায় সাধনে তৎপর হলাম, লজ্জিত হতে হবে না।
১৯ তাকে জয় করার জন্য আমার প্রাণ সংগ্রাম করল ;
বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলাম।
ঊর্ধ্বে হাত বাড়ালাম,
তার বিষয়ে আমার যে অজ্ঞতা, তার জন্য বিলাপ করলাম।
২০ তাকেই লক্ষ করে আমার প্রাণ চালিত করলাম,
তখন শুদ্ধতায়ই তার সন্ধান পেলাম।
প্রথম থেকে আমার হৃদয়কে তার প্রতি নিবদ্ধ রাখলাম,
তাই আমি কখনও পরিত্যক্ত হব না।
২১ তার অন্বেষায় আমার অন্তর অস্থির ছিল,
এজন্য আমি এই শুভসম্পদের অধিকারী হলাম।
২২ পুরস্কারস্বরূপ প্রভু আমাকে এমন জিহ্বা দিলেন,
যা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসাবাদ করব।

২৩ কাছে এসো তোমরা, শিক্ষাবাণীর অভাব যাদের,
আমার শিক্ষালয়ে স্থান নাও।
২৪ এই সমস্ত কিছুর অভাবে কেন চিৎকার কর,
যখন তোমাদের প্রাণ সেগুলোর জন্য এত তৃষাতুর?
২৫ আমি মুখ খুলে একথা বললাম:
'বিনা অর্থেই তাকে কিনে নাও;
২৬ তার জোয়ালে ঘাড় পেতে দাও,
তোমাদের প্রাণ শিক্ষাবাণী গ্রহণ করুক:
তা তো কাছেই রয়েছে, তাকে পাওয়া যেতে পারে।'
২৭ নিজেরাই দেখ, কেমন অল্পই শ্রম করেছি,
অথচ কেমন মহাস্বস্তি পেয়েছি।
২৮ বহু রুপো লাগিয়ে শিক্ষাবাণী কিনে নাও,
তা দ্বারা বহু সোনা লাভ করবে।
২৯ তোমাদের প্রাণ প্রভুর দয়ায় আনন্দিত হোক,
তাঁর প্রশংসা করায় তোমরা যেন কখনও লজ্জাবোধ না কর।
৩০ নির্ধারিত সময়ের আগেই তোমাদের কাজ সম্পন্ন কর,
আর নিরূপিত সময়ে তিনি তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দান করবেন।

ইতি: সিরার ছেলে যীশুর প্রজ্ঞা।

হিব্রু মূলপাঠে ৫১:১২ এর পরে নিম্নলিখিত সামসঙ্গীত রয়েছে: প্রতিটি পদে ঈশ্বরকে এমন নাম আরোপ করা হয় যা তাঁর শক্তি ও পরাক্রম ঘোষণা করে; তিনি তাঁর আপন জনগণের ত্রাণকর্তা রূপেও কীর্তিত।

সামসঙ্গীত

১২ক প্রভুর প্রশংসা কর, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
প্রশংসাবাদের প্রভু যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের রক্ষক যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
বিশ্বস্রষ্টা যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের বিক্ষিপ্তদের একত্রে সংগ্রহ করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
তাঁর আপন নগরী ও পবিত্রধাম নির্মাণ করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,

তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
দাউদকুলের প্রতাপ উন্নীত করেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
সাদোক-সন্তানদের আপন যাজক রূপে বেছে নিয়েছেন যিনি,
তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
আব্রাহামের ঢাল যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ইস্রায়েলের শৈল যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
যাকোবের সেই শক্তিমান যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
সিয়োনকে বেছে নিয়েছেন যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
রাজাধিরাজদের রাজা যিনি, তাঁর প্রশংসা কর,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
তিনি বৃদ্ধি করেন তাঁর আপন জাতির শক্তি,
ও তাঁর সকল ভক্তের,
তাঁর কাছের জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের প্রশংসাগান।
আল্লেলুইয়া।